কবি-চিত্ত

কবি-চিত্ত

[কন্যা অপর্ণা দেবী সম্পাদিত]

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ

৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭

উৎসর্গ

মা,

বাবার কবিতাবলী সম্পাদন করে তোমারই
হাতে তুলে দিলাম।

অপর্ণা

মালঞ্চ

যৌবনকাল থেকে পিতৃদেবের হৃদ্‌-মালঞ্চে যে ভাবরূপ ফুল ফুটে উঠেছিল তাই নিয়ে ১৮৯৬ সালে তাঁর এই অর্ঘ্য "মালঞ্চ" প্রথম প্রকাশিত হয়। পুনরায় ১৯০৫ সালে ৺সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তা প্রকাশিত করেন।

উপহার

আসিয়াছ শুধাইতে লয়ে মধু হাসি,
নব বরষের করি মঙ্গল কামনা :
নয়নে এসেছে ল'য়ে সুখ রাশি রাশি,
নির্ব্বাপিতে জীবনের জ্বলন্ত যাতনা।
রাখ মোর হস্ত 'পরে ওগো বরাঙ্গনে !
কোমল মঙ্গলভরা প্রিয় হস্তখানি ;
তোমার ও শুভদৃষ্টি থাকুক জীবনে,
ভাগ্যহীন জনমের তুমি হও রাণী !
প্রথম প্রভাতে আজি নব বরষের,
উঠুক ফুটিয়া তব প্রেম-পুষ্প, হাসি,
সুন্দর মঙ্গলরূপে !—লুব্ধ হৃদয়ের
আশা-দীপ, তাড়াইয়া অন্ধকার রাশি।
তোমারে কি দিব শুভে ! কহ আজ, কহ ?
মঙ্গল কামনা শত লহ তুমি লহ !

তোমার প্রেম

তোমার ও প্রেম সখি ! শাণিত কৃপাণ !
দিবানিশি করিতেছে হৃদি-রক্ত পান।
নিত্য নব সুখ ভরে,
ঝলসিছে রবি-করে :
রজনীর অন্ধকারে সে আলো নির্ব্বাণ
তোমার ও প্রেম সখি ! শাণিত কৃপাণ !

তোমার ও প্রেম সখি ! ভুজঙ্গের মত,
জীবন জড়ায়ে মোর আছে অবিরত !
প্রতি নিশ্বাসেই তার,
বরিষে মরণ-ধার,
আকুল চুম্বন আর, দংশিছে সতত !
তোমার ও প্রেম সখি ! ভুজঙ্গের মত !

তোমার ও প্রেম সখি ! স্বপন সমান—
সুখশ্রান্ত শশীসম মোহ-ম্রিয়মাণ !
নিশীথের অন্ধকারে,
কুসুমের গন্ধ-ভারে,
অজানিত সুখ করে হিয়া কম্পমান !
তোমার ও প্রেম তাই স্বপন সমান !

তোমার ও প্রেম সখি ! নিশি আঁধিয়ার !
তমোময় আবরণ আমার, তোমার !

তোমার প্রেম

কোন মোহ-আকর্ষণে,
হাতে হাত লয় টেনে—
তার পরে লুপ্ত করে এ বিশ্ব-সংসার!
তোমার ও প্রেম সখি! নিশি আঁধিয়ার!

তোমার ও প্রেম সখি! অনলের প্রায়!
হৃদয়ের ফুল-বন দগ্ধ করে যায়!
তীব্র দুঃখ, তীব্র সুখ,
শান্তিহীন শ্রান্ত বুক,
চির দীর্ঘশ্বাস মোর অন্তরে জাগায়!
তোমার ও প্রেম সখি! অনলের প্রায়!

তোমার ও প্রেম সখি! মৃদু মধু আলো!
কুসুম-চুম্বনে তার, জীবন জুড়ালো।
কোন্ রজনীর তীরে,
কেমনে আসিল ধীরে,
নবস্ফুট প্রাণ-পরে স্বপন রাজিল!
তোমার ও প্রেম সেই মৃদু মধু আলো!

তোমার ও প্রেম সখি! প্রবাসীর প্রায়,
অনন্ত অচিন্ত্য ভাবে ভাসে কল্পনায়!
অর্দ্ধেক পরাণ হরে,
আর অর্দ্ধ থাকে ভ'রে,
তৃষাতুর হৃদয়ের অন্ধ বেদনায়!
তোমার ও প্রেম সেই প্রবাসীর প্রায়

তোমার ও প্রেম সখি! অদৃষ্ট সমান,
নিষ্ঠুর শকতি-পূর্ণ, অনন্ত, মহান্!
হ'য়ে জীবনের প্রভু,
হাসায় কাঁদায় কভু;
ও রাজ-চরণে তবু লুটায় পরাণ!
তোমার ও প্রেম মোর অদৃষ্ট সমান!

তোমার ও প্রেম সখি! ভিখারীর প্রায়,
আমার প্রাণের কাছে কাঁদিয়া বেড়ায়!
যা ছিল সকলি খুলে,
সঁপেছি চরণ মূলে;
তবু সেই আঁখি তুলে, বাসনা জানায়!
তোমার ও প্রেম সখি! ভিখারীর প্রায়!

তোমার ও প্রেম সখি! অমর-জীবন—
শান্তিরূপী নন্দনের চির-আরাধন!
অসার স্বপন লয়ে,
থাকিলে নিদ্রিত হয়ে,
ধূলা ভরা ধরণীর ধূলি নিমগণ,
তোমার ও প্রেম আনে জাগ্রত জীবন!

তোমার ও প্রেম সখি! মরণ সমান—
জীর্ণ শান্ত জীবনের শান্তি-আবরণ!
কোমল তুষার কর,
রাখিয়া ললাট 'পর,

জুড়ায় জ্বলন্ত জ্বালা আনিয়া নির্ব্বাণ !
তোমার ও প্রেম তাই মরণ সমান !

তোমার ও প্রেম সখি !   তোমারি মতন,
অনন্ত রহস্যময় সৌন্দর্য্যে মগন !
  অধর, প্রশান্ত ধীর,
  আঁখি, কৃষ্ণ, সুগভীর,
পুষ্পিত হৃদয়-তীর সৌরভ-স্বপন !

  এই কাছে এসে চাও,
  ওই দূরে চলে যাও,
এ সকল ক্ষণিকের অর্দ্ধ-আলিঙ্গন।
  সমস্ত হৃদয় তব,
  অজানিত নিত্য নব,
বিশাল ধরণী আর অনন্ত গগন !
তোমার ও প্রেম সেই তোমারি মতন !

রাণী

মধুর অধরে তার প্রভাতের প্রভা,
লাবণ্য-ললিত বাহু নিন্দিছে নবনী :
নিশ্বাসে চন্দন গন্ধ, ভালে শুভ্র শোভা,
চরণ-পরশে রক্ত অলক্ত অবণী।
অখণ্ড সুন্দর তনু, অনিন্দ্য মূরতি,
গীত-গন্ধ বর্ণ-ভরা সুধার ভাণ্ডার!
তারি মাঝে উদ্ভাসিত অনিমেষ-জ্যোতি,
জ্বলন্ত সুন্দর প্রাণ, অনন্ত, উদার!
হৃদয়ের আশা তার, ভ্রমরের মত,
সৌন্দর্য্য সঙ্গীত-পুঞ্জ তুলিছে গুঞ্জরি!
হৃদয়ের প্রেমে তার প্রস্ফুট সতত,
জীবন-নিকুঞ্জ বনে যৌবন-মঞ্জরী!
রাণী হয়ে করিয়াছে রাজত্ব স্থাপন,—
আমারি হৃদয়ে তার পদ-পদ্মাসন!

জাগরণ

আমার এ প্রেম তুমি রেখ না বাঁধিয়া,
হৃদয়-মন্দিরে গন্ধ বন্ধ কুসুমের ;
সমস্ত-গগন-ভরা পবনে লাগিয়া,
সমস্ত ধরণী পা'ক্ প্রেম মরমের।

সুনীল নয়ন তব নহে গো আকাশ,
প্রাণ-পাখী আর নাহি ধায় নিরুদ্দেশ :
ও তনু-পরশ নহে বসন্ত-বাতাস,
বাসনার স্বর্গ নহে তব কৃষ্ণ কেশ।

আজি এ হৃদয় মোর ছিঁড়েছে বন্ধন,
পড়েছে বিশ্বের আলো পুষ্প-কারাগারে;
আবর লাবণ্য তব, নিবার চুম্বন,
ভেসেছে তরণী আজ মুক্ত পারাবারে।

প্রভাতে জাগ্রত হৃদি, শেষ কর গান ;
আমার জীবন ভরা বিশ্বের আহ্বান !

ওফিলিয়া

(OPHELIA)

বর্ণহীন শুভ্র শোভা ! ম্লান মরতের
ওফিলিয়া ! তুমি যেন প্রভাত শিশির !
অনন্ত-সৌন্দর্য্য-ভরা কবিহৃদয়ের
ওফিলিয়া ! তুমি যেন স্বপন নিশির !
ওফিলিয়া ! মৃদু প্রেম তব মরমের—
কুসুম কোরক সম সুন্দর সুধীর—
শত ছিন্ন. পরশিয়া ক্ষিপ্তপ্রেমিকের
দিবসের দুর্ভাবনা দুঃস্বপ্ন নিশির !
দেবতার বজ্র যেন আসিল নামিয়া
তোমার মস্তক 'পরে, সুন্দর তরুণ :
সুবর্ণ শৈশব-স্বপ্ন সকলি ঢাকিয়া,
চির-অস্তাচলে গেল জীবন-অরুণ !
এস এস পুষ্প হাতে, পূর্ণ পাগলিনি !—
সুধায়ো না—চক্ষে লেখা জীবন-কাহিনী !

ঋণী

তুমি চাও স্বপ্ন ভরা প্রেম নিরমল,
তুমি চাও মর্ম্মপূজা রক্ত হৃদয়ের ঃ
তোমার ঐশ্বর্য্য চাই জীবন-সম্বল ;
তুমি চাও স্বর্ণ-মেঘ, ফুল নন্দনের।
ঋণী আমি সকলের ; জনম ভরিয়া
কত আর কব শুধু আশ্বাসবচন !
বিশ্ব-ভরা ক্ষুধা যেন ফেলেছে ঘিরিয়া—
রিক্তহস্ত, নিরুপায়, অস্থির জীবন !
জনমের আছে দাবী, মরণের দেয়,
তোমরা ভুলিয়া কর মিছে অভিমান :
ভগ্ন হৃদি, দগ্ধ তনু, ধূলা মুষ্টিমেয়,
জীবন-চরণে রবে মরণের দান !
আমার যা আছে তাই লয়ে যাও সব,
তার বেশী বৃথা আশা, মিছে কলরব।

আমার ঈশ্বর

সম্মুখে পশ্চাতে মোর জীবন ব্যাপিয়া,
ঘনায়ে আসিছে ধীরে অন্ধ-অন্ধকার !
নিষ্প্রভ নয়ন হ'তে যেতেছে হারায়ে
জীবনের লক্ষ্যগুলি ; ভাঙ্গিয়া পড়িছে
প্রাণের আবাস ! তাই আজ ডাকিতেছি
বারে বারে, কোথা ওহে নিখিলনির্ভর !
আমার এ অর্দ্ধ অন্ধ জীবনের ভার
লহ তুলে, আশ্বাসিয়া বিপন্ন হৃদয়।
ওহে চিরোজ্জ্বল রবি ! কেন অন্ধকার
জীবন ভরিয়া মোর ? কেন আশে পাশে
মৃত্যু-ভরা প্রেত-ছায়া, নিষ্ঠুর নর্ত্তনে,
জীবনের প্রতি কক্ষ করে আন্দোলিত ?
ওহে দেব ! তুমি কর অভয় প্রদান,
আমার হৃদয়-পুষ্প সাদরে চুম্বিয়া
সুরঞ্জিত কর প্রভু ! স্বর্ণ-করে তব।
শৈশবে আছিনু শুভ্র শিশিরের মত,
কখন দেখিনি দেব ! ঘোর কৃষ্ণছায়া
সৌন্দর্য্যে তোমার। আপনারি শুভ্রতারে
করিয়া নয়ন, পূর্ণ শুভ্র হেরিতাম,
রোগে শোকে সুখে দুঃখে আকুল সংসার।

আমার ঈশ্বর

প্রভাতকিরণ-দীপ্ত শিশিরের মত
সোনার শৈশব মোর, আকাশের গায়
কনক-বরণে মাখা জলদের মত,
গিয়াছে ভাসিয়া—আমারে রাখিয়া গেছে,
আশা-ভরা ভয়-ভরা পথিকের প্রায়,
জীবনের অর্দ্ধ-আলো অর্দ্ধ-অন্ধকারে !
ওই যে আসিছে আরো গাঢ় অন্ধকার !
নিখিল সংসারে দেব তুমি অধিপতি !
তোমার নিশ্বাসে বহে বসন্তমলয়—
তোমারি নিশ্বাসে প্রভু ! শীতের সমীর
বহিছে ধরণী 'পরে—করিছে কুঞ্চিত
বসন্ত-সঞ্চিত সুখ, জীবন প্রবাহ,
শুষ্ক করি পুষ্পগুলি ধরণীর বুকে !
এই যে অন্তর মোর মগ্ন অন্ধকারে,
তুমি জান জগদীশ ! রহস্য তাহার ।
তোমারি আদেশ যদি, বল অন্তর্য্যামী !
এর পর-পারে, পড়িবে কি আঁখি 'পরে
সুন্দর—সরস—পুষ্প-পরশের মত,
নন্দনের আলো ? সহস্র-সঙ্কল্প-ভরা
তরুণ জীবন, আশা দিয়ে, প্রেম দিয়ে,
হৃদয়ের রক্ত দিয়ে, নিত্য রচিতেছে
কত না আগ্রহ ভরে সুবর্ণ স্বপন !
বল দেব ! বলে দাও, তিমির-তরঙ্গ
করিছে আকুল মোরে গভীর গর্জ্জনে !
বল দেব ! পারিব কি লয়ে যেতে শেষে
সাঁতারিয়া, স্বপ্ন ভরা নবীন হৃদয়

নন্দনের পথে? আমার প্রাণের তরে
নাহি মোর কোন ভিক্ষা ; কিন্তু ওহে দেব!
আমার প্রাণের মাঝে রেখেছি রুধিয়া
প্রাণ হ'তে প্রিয়তর অপূর্ব্ব স্বপন!
আজ তুমি কর মোরে অভয় প্রদান!
আকুল অন্তরে কত সুধায়েছে দাস—
করনি উত্তর দান! মর্ম্মাহত প্রাণে!
সুপ্তোত্থিত শিশুসম, সেই সে কাহিনী
আবার উঠেছে কাঁদি কাঁপিয়া কাঁপিয়া!
জীবনের সিন্ধু মম, আজি এ আঁধারে
কোন্ মোহ ভরে, কোন্ পাপপুণ্যবলে
কি জানি কিসের লাগি করেছে মন্থন!
ওগো উঠে নাই তাহে সুধা এক বিন্দু!
দুরন্ত অনল-ভরা বিদ্রোহ অসীম,
স্কন্ধে লয়ে ধরণীর রহস্যের ভার,
কালকূটরূপে আজ উঠেছে ভাসিয়া
আমার হৃদয় মাঝে। তারি বিষে মোর
জর্জ্জরিত হিয়া! হে প্রভু, দয়ার নিধি,
লুণ্ঠিত চরণে তব দীনের বেদনা,—
দয়া কর আজ!

বুঝেছি, বুঝেছি তবে
কহিবে না কিছু! তৃষার্ত্ত জিজ্ঞাসা মোর
আনিতে ফিরায়ে তব লৌহ বক্ষ হ'তে
রুদ্ধ ভাষা অশ্রু-সিক্ত লজ্জা-নত আঁখি!
শক্তিশীল, দৃষ্টিহীন, শ্রবণবিহীন,

আমার ঈশ্বর

নির্ম্মম নিষ্ঠুর তুমি, পাষাণের মত।
এই যে বেদনা-ভরা কম্পিত ধরণী,
চিরদিন মৃত্যুময় মলিন মেদিনী,
আনিছে চরণে তব, প্রতি প্রভাতের
ভাষাহীন আশা, প্রতি নিশীথের
মর্ম্মভেদী কাতরতা, ডাকিছে তোমায়
কত না ব্যাকুল কণ্ঠে, আকুল পরাণে।
কেমনে শুনিবে ?—তুমি সুখের সম্রাট !
স্বর্গের রাজন্ ! তোমার নন্দন মাঝে
সে ক্রন্দন পশিবে কেমনে ? বুঝিয়াছি
আজ, তুমি শুধু কনককিরণ-ব্যাপ্ত
চির সুখ চির গর্ব্ব আনন্দ উজ্জ্বল !
ছায়াহীন মায়াহীন রুদ্র রৌদ্র সম
করুণাবিহীন তুমি, অনন্ত নিষ্ঠুর।
তবে সেই ভাল ; সংশয়শঙ্কিত প্রাণ,
দুরু দুরু হৃদয়ের কাতর বেদনা,
ছায়া-অন্ধ নিশিথের মর্ম্ম-অশ্রুজল,
রবি-দীপ্ত দিবসের রুদ্ধ মনো ব্যথা :
এর চেয়ে, নিশ্চয় নিষ্ঠুর সত্য ভাল
শতগুণে ! তবে সেই ভাল ; জীবনের
ভেঙ্গেছে আবাস, যদি ভেঙ্গেছে বিশ্বাস,—
তুমি থাকিও না আর জীবন জুড়িয়া
অতীতের ভীতি-ভরা প্রেতের মতন !
গেছ যদি, ভাল করে যাও, মুছে দাও
অর্দ্ধ-অন্ধ জীবনের কম্পিত স্বপন।
তুমি যাও, আমি থাকি আপনারে লয়ে

কবি-চিত্ত

ডুবিয়া হৃদয় তলে, গভীর—গভীর !—
আমারি নন্দন আমি করি আবিষ্কার
মধুর সুন্দর এক অপূর্ব্ব নন্দন !
তার পরে, শেষে, আনন্দ উজ্জ্বল ক'রে,
করুণা মলিন ক'রে সর্ব্ব প্রাণ ভরে',
যত্ন করে গ'ড়ে তুলি' আমার ঈশ্বর !
আকুল পরাণ লয়ে, ব্যাকুল নয়নে
তোমার চরণতলে আসিব না আর।

স্বপ্ন

সেই সে তামসী নিশি নির্দ্দয় নির্জ্জন,
ভাষাহীন অনন্তের রহস্যের মত :
ভাঙ্গিল বিভোর নিদ্রা, মেলিনু নয়ন,
অন্তর-বাহির অন্ধ-অন্ধকার-গত।

সহসা স্বপন সম সুন্দর নির্ম্মল,
ভাসিল আঁধার-মাঝে মানস-মূরতি :—
অপূর্ব্ব অধরখানি চন্দ্র করোজ্জ্বল,
আঁখি দুটি সন্ধ্যা দীপ মঙ্গল-আরতি।

কহিল না কোনো কথা, নীরব নিশ্চল
নির্দ্দয় দেবতা সম ছিল দাঁড়াইয়া,
ভয়হীন ভাষাহীন চির-হাস্যোজ্জ্বল ;
সকল আকাঙ্ক্ষা মোর উঠিল কাঁপিয়া।

চলে গেল : ঘনীভূত কেশপুঞ্জ তার
আকাশে আঁকিয়া গেল ঘন অন্ধকার।

প্রাণের গান

দুরাশা-কম্পিত সুরে কি গান গাহিব আর,
এত গীতি মনে মনে এত ভুল বারবার।

ধ্বনিত বসন্ত তানে অন্তরের চারি ধার,
আমার দুর্ব্বল ভাষা শক্তিহীন ছিন্ন-তার।

কি যেন শুনা'তে চাই, কি যেন ফুটা'তে চাই,
জন্মভরে যেন সখি! ফুটা'তে পারি না তাই।

শত পুষ্প পড়ে ঝরে', শত গীতি যায় মরে';
হৃদয়ের গান রহে' আমারি হৃদয় ভরে'।

কি যেন গাহিতে চাই, কি যেন গাহিতে যাই,
স্তম্ভিত বিজন গীতি, শুনা'তে পারি না তাই।

ধরণীর আলো লেগে, লাজে গীতি ফিরে যায়,
আপনা আবরি রাখে—যত ডাকি 'আয় আয়।'

অপূর্ব্ব বাসনা আর গীতভরে পূর্ণ প্রাণ,
শত গীত আলোভরা হৃদয়-মন্দির ম্লান।

কি যেন গাহিতে চাই, কি যেন গাহিতে যাই,
অভিশপ্ত হৃদি মোর,—গাহিতে পারি না তাই।

ঘুম-ঘোর

আমি তো সঁপিনি হৃদি,
আপনি পড়েছে ঢুলে
নিশীথের ঘুম-ঘোরে
তোমারি চরণ মূলে !
মরণেরে দেব বলে
পরাণ খুঁজিনু হায় !
ভুবন ভ্রমিয়া দেখি
সে প্রাণ তোমারি পায়।

দিবসে

দিন গেল, আন সাকী ! প্রমত্ত মদিরা
ভরিয়া সুবর্ণ-পাত্র ! করিলে চুম্বন—
ম্লানমুখী এ দিবসের আলোক সুধীরা
আরক্ত চঞ্চল হয়ে' ভরিবে জীবন !
আসে পাশে যাবে ভেসে কুসুমসৌরভ,
বসন্তসঙ্গীত যাবে বন উজলিয়া :
অধরে বাড়িবে তব লাবণ্য-গৌরব,
কুন্তল-ভুজঙ্গ রবে হৃদি জড়াইয়া !
দিও না অসহ্য সুখে ফেলিতে নিশ্বাস ;
আরক্ত চুম্বনে তুমি ভরি দিয়া মুখ ;
কাঁপিয়া উঠিলে মোর জীবন আবাস—
বুঝিতে দিও না কোথা সুখ, কোথা দুখ !
মলিন গম্ভীর দিন, লাগে না গো ভাল,—
অনলে দহিতে চাই, স্বর্ণ-সুরা ঢাল।

অহঙ্কার

তুমি উচ্চ হতে উচ্চ, ধার্ম্মিকপ্রবর !
তুচ্ছ করি আত তুচ্ছ আমাদের প্রাণ,—
ওগো ! কোন্ শূন্য হতে আনিয়া ঈশ্বর,
জীবন তাহারি কর আরতির গান ?
ভ্রাতার ক্রন্দন শুনি চেয়ো না ফিরিয়া,
ধরণীর দুঃখ দৈন্য আছে যাহা থাক্ ;
উর্দ্ধমুখে পূজা কর দেবতা গড়িয়া,
প্রাণপুষ্প অযতনে শুকাইয়া যাক্ !
রক্তহীন রিক্তহস্ত কঙ্কাল জীবন,
সব রক্ত করে পান ঈশ্বর তোমার !
রুদ্ধ করি নিরুপায় জীবন মরণ
চরণে দলিয়া করে মহা অত্যাচার !
কোন্ মুখে কার তরে কর অহঙ্কার ?
মুছে ফেল আঁখি হ'তে মোহ-অন্ধকার।

আকাঙ্ক্ষা

যদিও তোমারি কথা আমার জীবনে,
বসন্ত রাগিণী সম উঠেছে বাজিয়া—
যদিও তোমারি প্রেম-রবির চুম্বনে
হৃদয়ের রক্তফুল উঠেছে ফুটিয়া !—

এ প্রাণের প্রতি ভাব-প্রমত্ত-ভ্রমর
যদিও তোমারে ঘিরি' আনন্দে গুঞ্জরে—
বসন্ত-পরশ সম স্বপনে তোমার,
যদিও প্রাণের মৃত মুকুল মুঞ্জরে !—

আমার আকাঙ্ক্ষা তবু অসীম অধীর,
তোমার স্বপন ছাড়ি' তোমারে চাহিছে ;
মধু দেহে সুখ স্পর্শ রহস্য গভীর,
অপূর্ব্ব অধরে তব চুম্বন মাগিছে :

কোথা তুমি ? কাছে এসো, করহ সৃজন
ধরণীর ম্লান বক্ষে নন্দন-কানন !

প্রেম-চতুষ্টয়

১

আজি এ তামসী নিশি ধরণী আঁধার !
কম্পিত কামনাভরে প্রমত্ত হৃদয় ঃ
মদিরার মোহ সম, ও তনু তোমার
অলস আবেশ আনে সারা দেহময় !
চঞ্চল অনিল চুমি অঞ্চল তুলিছে,
তোমার কুন্তলভরা কুসুমের গন্ধ ঃ
বসন্ত-পাগল প্রাণ সকলই চাহিছে,
কত কি মাধুরী তব লাজ বাস-বন্ধ !
আঁধারে কাঁদিছে তাই চঞ্চল লালসা,—
আজ তুমি খোল তব চির আবরণ ঃ
অন্তর অমৃত পিয়ে মেটেনি পিপাসা,
এ তনুর চিরতৃষ্ণা কর নিবারণ ।
শোননা আঁধারে হৃদি করিছে ক্রন্দন ?
অন্ধ নিশি বসন্তের মানে না বন্ধন ।

২

শুননা কম্পিত বাণী পুষ্পিত ছলনা
কুসুমের গন্ধভরা অন্ধ হৃদয়ের !
এ নহে সুবর্ণ সুখ নন্দন-মগনা,—
এ যে শুধু অন্ধ তৃষা পূর্ণ আঁধারের !
জান না কি দেবতার আশীর্ব্বাদ-ছায়ে’
ফুটেছে অপূর্ব্ব এই প্রেম দু’জনার ?

পরিম্লান ধরণীর ধূসর ধূলায়
এ প্রেম মরিয়া হবে মৃত্যুর আধার।
এ মোর স্বর্গের আশা সুন্দর দুর্ব্বল!
বাসনা-নিঃশ্বাস তুমি ফেলিও না তায়:
ভয় হয়,—পাছে মোর জীবন-সম্বল
দেবতার অভিশাপে দগ্ধ হ'য়ে যায়!
যা কিছু সুন্দর, এই প্রেম তাই পা'ক্,
আঁধিরা রজনী তবে পোহাইয়া যা'ক।

৩

বসন্ত-সুন্দরতনু তরুণ দেবতা!
এসেছ জীবনতটে, লও উপহার—
প্রণয়কম্পিত দেহ মধু পুষ্প লতা,
সঘন গম্ভীর নিশি মোহান্ধ-আঁধার!
ওগো আমি আঁখিহীন, নিশীথ মন্তরে?
দেখিতে পাই না তব সুখ-ভরা মুখ;
তোমার পরশভরে ফুটিছে অন্তরে
রক্তসুখ রাশি রাশি, রাশি রাশি দুখ!
আমার হৃদয় দেহ গীত-ভরা বীণা
তোমার চুম্বন তাহে চম্পক-অঙ্গুলি:
আছি মোহ-অন্ধকারে তোমাতেই লীনা,-
চকিতে চমকি উঠে সঙ্গীত বিজুলি।
মধুর মৃদুল ভাষে কও কথা কও,
চেয়ো' না কাতরকণ্ঠে, লও সব লও!

৪

তুমি তো এসেছ কাছে অনলের মত,
সঙ্গে লয়ে' জ্যোতির্ম্ময় অনন্ত ক্ষমতা !
জ্বলিছে তরুণ দেহ হৃদয় সতত,
তোমার ও প্রেমে প্রভু ! নাহি কি মমতা ?
আমার এ পিঞ্জরের নাহি করি ভয়,
লোকলজ্জা কলঙ্কের আছে কিবা ডর ?
ভুল ক'রে বুঝিও না রমণী-হৃদয়,
মর্ম্মহীন অপমানে বাঁধিও না ঘর !
এ প্রেম আমার চক্ষে অনন্ত সুন্দর
চির পুষ্প-তনু হীন অনঙ্গের প্রায় ঃ
ও রূপ আমার বক্ষে মদন-মন্তর
মোহ ভরে কম্পমান সবি ভেসে যায় !
তবে যে তরাসে কাঁপি এত কাছে কাছে ?
এ রুদ্র রক্তের জ্বালা রহে' যায় পাছে ।

ঈশ্বর

ঈশ্বর! ঈশ্বর! বলি অবোধ ক্রন্দন,
প্রচণ্ড ঝটিকা বহি' গগন ভরিয়া
আমাদের সুখ-শান্তি নিতেছে হরিয়া,
বাড়াইয়া আমাদের বিজন বেদন!
জীবন-যাতনা তরে সজল নয়ন,
জুড়াইতে চাই হৃদে ঈশ্বর সৃজিয়া:
আপনার হৃদয়ের ধূমরাশি দিয়া,
সত্য বলে' পূজা করি অলীক স্বপন!
হায়! হায়! মিথ্যা কথা; ঈশ্বর! ঈশ্বর!
করুণ ক্রন্দন উঠে অনন্ত গগনে:
ঠেলে' ফেলি' জীবনের বিনীত নির্ভর,
ধরণীর আর্ত্তনাদ শুনি না শ্রবণে!
ঊর্দ্ধ মুখে চেয়ে থাকি, ডাকি নিরন্তর
শতবার প্রতারিত কাঁদি, মনে মনে।*

এই কবিতাটি নিয়ে বাবার বিবাহের সময় ব্রাহ্মসমাজে বেশ গোলযোগের সৃষ্টি হয়েছিল; এবং ব্রাহ্ম সমাজের কোন কোন নিষ্ঠাবান্ ঈশ্বরের সেবকেরা তাঁকে "ঈশ্বর বিদ্রোহী" "নাস্তিক" বলতে দ্বিধা করেননি এজন্য।

স্মৃতি

সে আছিল আমাদের শান্তির স্বপন,
অতি দূর নন্দনের সৌন্দর্য্য-কাহিনী ;
রবিকর-মুখরিত প্রভাত-মগন,
শশিকর-বিভাসিত প্রফুল্ল যামিনী।

আরো কত ছিল তার সৌন্দর্য্য অপার,
বলিতে অন্তর কাঁপে সুখ-দুঃখ-ভারে :
অমৃত-পরশে তার ভুলি শতবার
বুঝিতে পারি নি কভু চিনি নাই তারে।

আজ সে চলিয়া গেছে ; ভাসিতেছে তার,
শান্তিভরা সুখভরা সুন্দর নয়ন।—
নবস্ফুট বসন্তের মাধুরী অপার,
শশিসিক্ত শরতের শুভ্র সে স্বপন।

আজ সে গিয়াছে চলে' ; স্বপ্ন ছায়ে তার
বিশ্ব অঙ্গে ফুটিতেছে নব নব শোভা :
ফুলে ফুলে ফুটিয়াছে মধু স্মৃতি তার
চাঁদে চাঁদে ভাসিতেছে তারি মধুপ্রভা।

সুখ

সুরাপূর্ণ স্বর্ণ-পাত্রে করেছি চুম্বন,
বুঝিয়াছি সুখ-বিনা সকলি তো ফাঁকি !
আজ আমি খুলে দিব জীবন-বন্ধন ঃ
আজ তবে তুমি দাও যাহা আছে বাকি।
অমর চুম্বন দাও অধর ভরিয়া,
নয়ন মুদিয়া আমি মধু করি পান ঃ—
তোমার কুন্তল পাশে আমারে বাঁধিয়া,
হৃদয় ভরিয়া কর গুণ গুণ গান।
মধু-হস্তে ধরি' পাত্র মুখে ধর মোর,
সুবর্ণ মদিরা মোরা আরো করি পান ঃ
নয়নে আসুক নেমে রজনীর ঘোর,
তোমার কম্পিত লজ্জা হোক অবসান !
অপেক্ষায় সুখ-পুষ্প যেতেছে ঝরিয়া,
দেবতারা হাসে শোন গগন ভরিয়া।

ভুল

ভুলায়ে রেখেছে মোরে
তোর নয়নের তারা !
ওই আঁখি পানে চেয়ে
পরাণ পাগল পারা।

বিশ্ব যায় ভেসে ওরে !
কত বল্ রাখি ধরে' :
কেমনে বা রাখি ধরে'
আমি যে আপনাহারা !
আকাশে যখন চাই ,
শশীতারা কিছু নাই—
শুধু জাগে ওই, ওই,
তোর নয়নের তারা ।

তৃষা

তোমার সৌন্দর্য্য আর মোর ভালবাসা,—
বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে দুই তুলনা-বিহীন :
পিপাসিত প্রাণে তুমি আকাঙ্ক্ষিত আশা,
করুণ-ক্রন্দনে হৃদি পূর্ণ চিরদিন !
আমার সকল অঙ্গ তৃষা জর জর,
তোমার পরশে পাবে বারি বৃষ্টিদান :
আমার সকল মনে শুষ্ক মর মর,
তোমার ও প্রেম হবে বসন্তের গান ।
ওগো ! তুমি দেখা দাও বারেক আসিয়া,
ক্ষুধিত তৃষিত চিত্ত চির-অপেক্ষায় :
যদি তুমি নাই এস, সুদূরে হাসিয়া
বরিষ স্বপন ধারা সুদীর্ঘ-সন্ধ্যায় !
আমার এ প্রেম বুঝি তৃপ্তিহীন তৃষা,
সমস্ত জীবন এক নিদ্রাহীন নিশা ।

সান্ধ্য সাগরে

আজ কেন মনে আসে
ছুটি আঁখিভরা বাসে
মধুর মূরতি হৃদে উঠেছে জাগিয়া ?

কে তুমি ডাকিছ মোরে,
সমস্ত হৃদয় ভ'রে ?
শুনিতে পেয়েছি তব আকুল আহ্বান।
কে তুমি এসেছ কাছে,
হৃদয়ের পাছে পাছে
কে তুমি শুনাও চির-পরিচিত গান ?

আজি কেন, আজি কেন
আকুল পরাণ হেন ?—
শত ধারা ভাঙ্গি' যেন যাইবে ছুটিয়া !
সন্ধ্যার সুদূর প্রান্তে,
ধূসরিত সাগরান্তে,
তোমার চরণ-প্রান্তে পড়িবে লুটিয়া।

চিরদিন

রেখে গেছ জন্ম শোধ বিদায়ের বেলা
প্রেম ভরা অশ্রু ভরা বিষাদ-চুম্বন :
সুখ-দুঃখ-বিজড়িত হৃদয়ের মেলা
রেখে গেছে চিরস্মৃতি সজল নয়ন।
সন্ধ্যার সুদূর প্রান্তে ধূসর গগন,
তোমার মলিন মুখ মেঘে আসে নেমে ;
পরিপূর্ণ শুভ রাত্রি জোছনা-মগন,
তোমারি মলিন ছায়ে হাসি যায় থেমে।
আর তুমি যেথা যাও আমি আছি সাথে।
কাছে কাছে, পাছে পাছে, মৃত্যুর মতন :
সমস্ত জীবন তব সন্ধ্যায় প্রভাতে
ভরেছি নিশ্বাসে মোর করিয়া যতন।
দুটি দুঃখ ফুটিয়াছে জীবনের ফুল—
মিলনের মধু-স্মৃতি স্বপনের ভুল।

পূর্ণিমা

সতত সরস হাসি পূর্ণিমা আমার !
জীবন ডুবিয়া গেছে হাসিতে তোমার !
আমি নিশি, তুমি চাঁদ,
ভেঙ্গেছ জীবন বাঁধ
ভাসায়ে হৃদয় মোর প্রেয়সী আমার !
সতত সরস হাসি অধরে তোমার !

সতত সরস হাসি বসন্ত আমার !—
পুষ্পিত জীবন মোর হাসিতে তোমার
আমি গীতি তুমি ছাঁদ—
পেতেছ মোহন ফাঁদ,—
বেঁধেছ কুসুম-ডোরে জীবন আমার !
সতত সরস হাসি নয়নে তোমার।

ও মধু সরস হাসি শরদ প্রভাত !
তুলেছি কুসুমরাশি ভরিয়া দু'হাত !
মধুর সরস গানে
মাধুরী ভাসিছে প্রাণে,
নবম মদিরা পিয়ে ভরি ফুল পাত !
তোমার সরস হাসি শরদ প্রভাত !

হায় প্রিয়ে ! হাস হাস ভরিয়া গগন।
জীবন মরণ তব হাসিতে মগন।
হাস আর হাস হাস,
জোছনা-সাগরে ভাস,
অধর হাস্থক তব হাস্থক নয়ন !
মদির জোছনা হৃদি করিছে চয়ন।

সে

সে !— এসেছিল, কেঁদেছিল,
বসেছিল কাছে
ভয় ভয় কথা কয়
ব্যথা পাই পাছে।
আঁখি তুলে চেয়েছিল
ভেসে আঁখি-জলে :
মুখ খুলে থেমে গেল
আধ খানি বলে'।
এক বিন্দু হাসি তার
ঠোঁটে লেগেছিল,
ভাল করে দেখি নাই
কোথা মিলাইল !...
দুটি হাত ধরে' মোর
কি যে ভেবেছিল,
"বিদায়" বলিয়া শুধু
কেঁদে থেমে গেল।
সেই যে গিয়াছে চলে'
আর আসে নাই—
সেই চেয়েছিল চোখে
আর চাহে নাই।
পথ পানে চেয়ে আছি
আসিবে কি শেষে ?
উজলিবে হৃদি মোর
মৃদু মধু হেসে ?

জোছনা

এস প্রিয়ে স্বপ্নময়ী !
প্রেমময়ী সুধাময়ী !
কাছে এসে একবার দাঁড়াও হাসিয়া !-
সায়াহ্ন-সঙ্গীত তালে,
পুষ্পিত প্রদোষকালে,
স্বপ্ন-ভরা রূপ তব, রাখ বিস্তারিয়া ।
স্বপ্নময় চন্দ্রমার
রজত-কিরণধার,
সর্ব্বাঙ্গে পড়ুক তব প্রেয়সি আমার !
শান্তি-ভরা ঘুম ঘোর
নয়নে আসিবে মোর
জীবনের যত জ্বালা ভুলিব আবার ।

ক্রন্দন

এ দেহ পুষ্পের মত
ওহে প্রাণপ্রিয় !—
সর্ব্বদা বসন্ত চাহে,
চাহে রবিকর !
তোমার পরশ-স্বপ্ন,
চুম্বন-অমিয়,
এ তনু লাবণ্য পারে
করিতে অমর !
প্রভাত-চুম্বিত ছিনু—
প্রফুল্ল পুষ্পিত,
বিশুষ্ক মলিন আজি—
গত গন্ধ প্রায় !
তোমার চুম্বন শূন্য
অরুণ—অতীত,
ও সুখ-পরশ ভিন্ন
বসন্ত কোথায় ?
আমার লাগিয়া আমি
করি না রোদন,
তোমার প্রেমের লাগি
যত ব্যথা পাই ;
লাবণ্য হারায় যদি
বিপন্ন বদন,
ও প্রেম নন্দন তব
পাই কি না পাই !
প্রিয় ! এ ক্রন্দন তাই ।

সোঽহং

অসার সকল জ্ঞান ; ওহে ব্রহ্মজ্ঞানী !—
তবে তুমি কার কর এত অহঙ্কার ?
আপনারি উচ্চারিত মেঘমন্দ্র বাণী
আপনার মনে আনে মোহ-অন্ধকার।
ক্ষুদ্র তুমি, ক্ষীণ প্রাণে কেমনে ধরিবে
অসীম অনন্ত শক্তি মহা দেবতার :
এ শূন্য বিশ্বের বক্ষে কাহারে বরিবে ?
বৃথা বহ আপনার পুষ্প অর্ঘ্যভার !
জান নাকি মন্ত্রময় মুকুরের মত
নিতান্ত নিষ্ফল হেথা মানবের প্রাণ ?
যত কর অন্বেষণ, হের অবিরত
শত আবরণে আপনারে মূর্ত্তিমান।
কাহার চরণে তবে সাজাইছ ডালা ?
কারে ভাবি কার গলে পরাইছ মালা ? *

* তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকদের একটি অংশ—মুখে ধর্ম্ম এবং উদারতা প্রচার করলেও অন্তরে তাঁরা বিপরীত ছিলেন। তাই সমাজের কপটতার মুখোস বাবা ছিঁড়ে ফেলে দিলেন এই কবিতায়।

সাগরে

চন্দ্রমা-চুম্বিত শোভা সুনীল আকাশে,
তালে তালে নাচিতেছে সাগরের জল ঃ
আর্দ্র বায়ু বহে' যায় আর মনে আসে
সেই আঁখি, সেই হাসি, সেই অশ্রুজল।

জীবন বিজন বড় ; বিশ্বব্যাপী ব্যথা—
বুঝাবার জুড়াবার নাহি কোন ঠাঁই।
অভিশপ্ত প্রাণ লয়ে জন্মিয়াছি হেথা,
অনন্ত বাসনা শুধু চাই! চাই! চাই!

তাপসী

শুনেছি আহ্বান তব ওহে প্রাণপ্রিয়!
আমার অন্তর আজি উঠেছে কাঁপিয়া ঃ
ছিন্ন করি' আশা-পুষ্প জীবন অমিয়,
সেজেছি তাপসী আজ যেতেছি চলিয়া

বিভূতি মেখেছি হের সর্ব্বাঙ্গে আমার
সুবর্ণ স্বপন সবি বিবর্ণ বিরাগ ঃ
চরণে এনেছি মোর জীবন-আধার
রাগে রাঙ্গা জবা সম রক্ত অনুরাগ।

কবিতা কল্পনা ছিল, পূর্ণ শশীসম
জীবন আঁধারে মোর জোছনা ঢালিয়া :
মধু নিশি শেষ হ'ল! স্বপ্ন মনোরম
জীবন ত্যজিয়া আজি গিয়াছে ভাসিয়া।

এ চির বিদায় নিতে বেদনা বেজেছে,
তরুণ হৃদয় মোর গিয়াছে ছিঁড়িয়া :
শুনেছি আহ্বান তব স্বপন ভেঙ্গেছে,
রচেছি পূজার ডালি হৃদি-রক্ত দিয়া।

ডেক না ডেক না আর শুনেছি আহ্বান,
আমার হৃদয়-তল উঠেছে কাঁপিয়া :
সঁপেছি চরণে যত পুষ্প হাসি গান
সেজেছি তাপসী আজ যেতেছি চলিয়া।

সাগর-তীরে

ফেলিয়া এসেছি দূরে জীবন-জনতা,
শত লক্ষ মানবের, অন্ধ কোলাহল :
হেথা শুধু আকাশের সুনীল বারতা,
গম্ভীর সাগর-গীতি, স্তব্ধ ধরাতল।

সৌম্য শান্ত সান্ধ্যছায়া পড়েছে সাগরে,
গগনে ভাসেনি শশী স্বপনে সাজিয়া :
আঁধারের মাঝে আজি কোন্ মোহভরে
স্বপ্নময়ী স্মৃতিগুলি উঠিল ভাসিয়া।

সেই, এমনি সায়াহ্ন আকাশের তলে,
তারকার পানে চেয়ে ছিলে দাঁড়াইয়া ঃ—
সহসা অধরে তব যেন কোন্ ছলে
বিমল বিহ্বল হাসি উঠিল ভাসিয়া।

কি জানি কেমন ক'রে সে হাসি তোমার
আঁধার হৃদয় মোর গেছিল প্লাবিয়া :
শত লক্ষ কুসুমের পরশে আমার
বিভোর অলস প্রাণ উঠিল কাঁদিয়া।

আর সেই? সেই নিশি, স্বপন-মগন?
শশীকর পড়েছিল অধরে তোমার ঃ—
দুটি হাতে হাত আর নয়নে নয়ন,
তার পরে ছাড়াছাড়ি হ'ল দু'জনার।

আজ তুমি এত দূরে? ভাবিতেছি কত
অপার অনন্ত সিন্ধু মাঝে দু'জনার :
ও পারে দাঁড়ায়ে তুমি দুরাশার মত,—
এ পারে তোমারি তরে জীবন আঁধার।

বিফল ভিক্ষা

এত টুকু চেয়েছিনু, এত টুকু মধু,
এত ধন আছে তব ওহে প্রাণবঁধু!
কিছু দিতে নাই?
মলিন নয়ন দুটি স্বপনের সিন্ধু,
চেয়েছিনু তাহারই কৃপাদৃষ্টিবিন্দু,
পেয়েছি কি তাই?
তোমার পরশ স্বর্ণ—সুধা-পারাবার
একটি তরঙ্গ সখি! যদি দিতে তার,
ফুরা'ত কি ছাই?
সঞ্চিত অঞ্চলতলে কত শত নিধি,
একটি দিলে না তার? তোমারে কি বিধি
দয়া দেন নাই?
পাশ দিয়ে চলে গেলে, সুবাস ঢালিলে
চকিত পরাণ খানি চরণে দলিলে,
ভাল ভাল তাই!

লালসা

সুন্দর হৃদয় পূর্ণ শুভ্র দেহ তব,
নয়নে ভাসিছে যেন নন্দনপিপাসা !
তোমার পবিত্র হৃদি,
প্রশান্ত অর্ণব :
আমার এ প্রেম যেন
তরঙ্গিত আশা !

ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া যেন ক্ষিপ্ত সিন্ধু প্রায়
এ তপ্ত রক্তের জ্বালা যেতেছে বহিয়া :
তুমি যে সুন্দর, তুমি
তরঙ্গের ঘায়,
ক্ষীণ তৃণ দল সম
যাইবে ভাসিয়া।

আমার এ যৌবনের প্রমত্ত গরল,
বিশ্ব অঙ্গে জ্বালিয়াছে প্রলয় অনল !
আর আসিও না কাছে,
কি জানিগো পাছে
দগ্ধ হ'য়ে যাও তুমি
শুভ্র শতদল।

গুঞ্জরে লালসা মোর, লুব্ধ অলি যেন !-
তোমার বদনে চক্ষে সুন্দর তরুণা !

বন্ধ গীতি সান্ধ্য ছায়ে !
কি জানিগো কেন ?—
এ মরু মরমে মোর
কাঁদিছে করুণা ।

তুমি তো জান না আজ, সরল নয়নে
অনন্ত বিশ্বাসে তব, কি দিতেছ আনি !
তোমার ও দেহ-মন—
কুসুম-চয়নে,
কত সুখ কত ভয়
আমি তাহা জানি ।

সুন্দর মরমভরা শুভ্র তনু লখি',
নয়নে লাবণ্য ভাসে প্রশান্ত বিবশা !
এখনো সময় আছে
ফিরে যাও সখি !
আমার এ প্রেম শুধু
রক্তের লালসা ।

মোনা

সে দিন ভাসিয়া গেছে
কি জানি কেমন ?

বসন্ত মলয়ে মন্দ
আন্দোলিত ফুলগন্ধ
হৃদয় ললিত ছন্দ
ব্যাপ্ত দশ দিশি।
সে দিন চরণে তব
করিল চুম্বন
মোর প্রাণ হ'তে বালা !—
প্রস্ফুটিত পুষ্পমালা
রক্ত সুখ রক্ত জ্বালা
সর্ব্ব দিবানিশি !

আর কেন ? গেছে প্রেম
মিছে আনাগোনা।
অধরে ভাসিলে হাসি
জেনো প্রতারণা !
"নয়নে অনল শুধু
সত্যের ছলনা"
আজ মোনা !

বিগত বসন্ত ভ'রে
এ প্রেম অতিথি

মোনা

আনি পূর্ণ ভালবাসা
জাগাইয়া স্বর্ণ আশা
জীবনে বাঁধিয়া বাসা
করিল বসতি !
স্বপ্ন রথে ল'য়ে গেল
হইয়া সারথি !
বসন্ত কি আছে আর
কোথা অমৃতের ধার
কোথা প্রাণে পুষ্পভার
কোথা স্বপ্নভাতি ?

আমি পূর্ণ ঘুমে, তুমি
নিতান্ত জাগিয়া :
সেই বসন্তের নিশি
ম্লান চন্দ্র দিয়া
আধ অশ্রু আধ হাসি
আধ জানা শোনা
নাই মোনা !
অনন্ত সুন্দরী ছিলে
বসন্ত-নিশায় ;
বাসনাবিহীন হাসি
শুভ্র শেফালিকা রাশি
তোমার অধরে ভাসি
শীত চন্দ্র প্রায় !
চরণে আনিয়া প্রাণ
সকলি করিনু দান

কবি-চিত্ত

গরল করিনু পান
প্রেম পিপাসায়
চিরস্মরণীয় সেই
বসন্ত-নিশায়।
লভিনু অবজ্ঞাদৃষ্টি
সুখহীন সব সৃষ্টি
জীবনে অনল বৃষ্টি
মৃগতৃষ্ণিকায়।
তুমি আজ আকাঙ্ক্ষিণী
নব প্রেমানুরাগিণী
অশ্রুভরা ভিখারিণী
মলিন-আননা—
আজ তব হাসি ভাসে,
আমি হেরি অনায়াসে
প্রাণে পুরে শুধু আসে
অতীত কল্পনা!

আজ তুমি ঘুমে, আমি
নয়ন মেলিয়া
"প্রেম ত বিদ্রূপ শুধু"
গেছ কি ভুলিয়া?
বসন্তের শেষে কেন
নব প্রতারণা?
ছি ছি মোনা!
তোমার আমার মাঝে
রয়েছে পড়িয়া—

মোহ

নিষ্ফল স্বপন, আর
শত শুষ্ক ফুল ভার
কত রক্ত লালসার
শ্বেত ভস্মরাশি !

কেমনে ফুটিবে আজি
দলিত কুসুমরাজি :
কেমনে উঠিবে বাজি
সেই সুখ বাঁশি ?

তোমার আমার মাঝে
যেতেছে বহিয়া
বিস্তৃত বিস্মৃতি বারি ;
এ পাড়ে দাঁড়ায়ে তারি
আমি পরশিতে নারি
গত স্বপ্নরাশি !
সতৃষ্ণ নয়নে চাও
চুম্ব উড়াইয়া—
যদি আজ এসে পড়ে
তৃষাতুর মোহভরে
আমার জীবন 'পরে
তব চুম্ব হাসি !

অধরে কি তপ্ত লাগে
ফোটে প্রেম রক্ত রাগে
আবার জীবনে জাগে
প্রেম পুষ্পরাশি ?

কবি-চিত্ত

আজ বৃথা অভিসার,
মিছে প্রতারণা,
নাহি প্রাণে হাহাকার
অবোধ বাসনা !
মায়া মোহ সবি গেছে ;
এ নব ছলনা
মিছে মোনা !

চাও যদি কর তবে
চুম্বন প্রদান ঃ
গাও প্রত্যাশিত তানে
কও কথা কানে কানে
আমার শীতের প্রাণে
সকলি সমান !
জীবনে অনল নাই
আছে বাসনার ছাই
প্রাণ শুধু করে তাই
পরিহাস পান ।
দিবাদগ্ধ রাত্রিহীন
জীবনে আবার
প্রেমমায়া উপবন
নহে সৃজিবার ।
কি ভুল আনিবে তবে
কি নব ছলনা ?
আজ মোনা ! *

* বিখ্যাত চিত্র মোনালিসা চিত্র দর্শনে

কবিভ্রাতা শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেনের প্রতি

কবিভ্রাতা শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেনের প্রতি

এ নহে রবির লেখা সুন্দরী সনেট্,
শরদ প্রভাত সিক্ত শুভ্র শেফালিকা :—
কিম্বা কবি ! বাতায়নে মুগ্ধ জুলিয়েট !
এ মোর হৃদয়জাত মলিন মালিকা—
পড়িয়া চরণে তব তুলে দেখ কবি !
তোমার কবিতা আমি বড় ভালবাসি,
সুখভরা শান্তিভরা স্বপ্নভরা সবি,
ব্যঙ্গভরা বাক্য আর রঙ্গভরা হাসি !
আরো ভালবাসি আমি প্রিয়ারে তোমার
কত না কবিতা তার অধরে লাগিয়া,
অন্য পানে রাঙ্গা মুখ হইতে যাহার
তোমার অধর কবি লইতে রাঙ্গিয়া।
তব যোগ্য নহে তবু পাঠাইনু ভেট
আমার আগ্রহ ভরা ভিখারী সনেট্ !

ধার্ম্মিক

শুধাও ধর্ম্মের কথা দিবস রজনী
সাক্ষী দিয়া ঈশ্বরের কথায় কথায় :
বক্তৃতা শুনিয়ে শুধু স্তম্ভিত ধরণী
আহা ! আহা ! বলি তব চরণে লুটায়
ধরণীর সুখ দুঃখ অবহেলা করি,
আঁকিছ স্বর্গের ছবি নাসিকা কুঞ্চিয়া
নিমেষে নিশ্বাস ফেলি ভগবান স্মরি
মানবের শত পাপ দাও দেখাইয়া !
ওহে সাধু ! আমি জানি, অন্তর তোমার
ক্ষুধিত তৃষিত সদা যশ লালসায় ;
ধরণীর করতালি উৎসাহ অপার
গুঞ্জরে শ্রবণে শত মধুপের প্রায় ।
এস এস কাছে লয়ে মানবের প্রাণ
কাজ কি এ মিথ্যাভরা দেবতার ভাণ !

অভিসার

কেমনে আসিনু ? নিদ্রাহীন নিশি ধ'রে
বিজনে শুনিতেছিনু বিশ্বের বারতা :
আসিল অপূর্ব্ব প্রেম মোহ মন্ত্র ভরে,
পরশিয়া পক্ষে তার কহে গেল কথা !
ভাল করে বুঝি নাই ! প্রতি অঙ্গে মোর
পরিপূর্ণ রক্তে হ'ল আনন্দসঞ্চার,
অধর চুম্বন লাগি হইল বিভোর ;
বাহু, বাড়াইয়া চম্পক অঙ্গুলি তার,
খুলিল দুয়ার ! আমার তৃষিত চক্ষে
জাগিয়া তোমারি মূর্ত্তি অনিন্দ্যসুন্দর,
প্রাণ সংজ্ঞাহীন, চরণ ধরণী বক্ষে,
মস্তকে সঙ্গীতপূর্ণ অনন্ত অম্বর !
তার পর ? সবি স্বপ্ন অনল বরণ :
আমারে এনেছ বুঝি লোলুপ চরণ ?

৪

কবি-চিত্ত

সাক্ষী

তোমারেই করিয়াছি সাক্ষী জীবনের,
সমস্ত জনম তব চরণে পড়িয়া ঃ
কলঙ্ক-কণ্টক-ভরা দুঃখ-শয়নের
শিয়রে দাঁড়ায়ে তুমি দেখ পরীক্ষিয়া !—
দেহের পরশ থাকে দেহের সীমায়,
অধরের চুম্ব যায় অধরে মরিয়া ঃ
আমার এ প্রাণ শুধু তোমা পানে ধায়,
তোমারি স্বুবর্ণ প্রেম সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া !
প্রতি নিমেষের তুমি আনন্দ নির্ম্মল,
প্রতি নিমেষের তুমি গভীর বিষাদ ঃ
পরাধীন তনু বলে হে প্রাণ-সম্বল !
চরণে করেছি কিগো চির অপরাধ ?
রুদ্ধ হিয়া বদ্ধ দেহ তৃষিত নয়ন
কত সুখে কত দুঃখে তোমাতে মগন।

বিদায়

তোমারি পরশ লাগি অন্তর অধীর,
তোমারি দরশ তরে তৃষার্ত্ত নয়ন :
প্রতি প্রাতে পরিপূর্ণ আনন্দ মদির,
স্বপ্নালসে করি যেন কুসুম চয়ন।
সন্ধ্যাকালে শূন্যমনে স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়,
বাস্তবের অন্ধকারে জীবন মলিন !
স্বহস্তে সজ্জিত পুষ্প শুষ্ক হয়ে যায়,
সুন্দর হৃদয় রাজ্য পত্র-পুষ্প-হীন।
বুঝেছি আমার প্রেমে নাহি লাগে মন,
কষ্ট ক'রে আসিও না দিতেছি বিদায় :
পুষ্প হ'তে পুষ্পান্তরে করিও ভ্রমণ
নিত্য নব মাধুরীর পল্লবিত ছায় !
তুমি পেয়ো শত-পুষ্প-বসন্তের বায়,
রেখে যেও সব-শূন্য চির হায় হায় !

প্রেমপরিহাস

সে দিন ধরণী ছিল নন্দন কানন,
বসন্ত পবন অঙ্গে, পুষ্পোজ্জ্বল হিয়া !
তোমার সুন্দর মন, আনন্দ আনন,
স্বপ্নোজ্জ্বল মধু আঁখি—পূর্ণ উজলিয়া !
মন মধুকর মোর, নয়ন পল্লবে
নিশি নিশি কত মধু করিয়াছে পান !
আজিকার রুদ্রালোকে জীবন-বিপ্লবে,
সে সত্য কাহিনী লাগে স্বপন সমান।
আমার কি দোষ বল ? দেবতা নির্দ্দয়
করিল মোদের লয়ে প্রেমপরিহাস !
দুদিনের ভুল ভাঙ্গি, জাগিল হৃদয়
শত ছিদ্র সর্ব্বাঙ্গের সুখস্বপ্ন-বাস !
সে রত্ন হারায়ে গেছে কি করিব বল ?
তোমার নয়নে অশ্রু নিতান্ত নিষ্ফল !

রক্তগোলাপের প্রতি

কোন্ দেবতার ছিলি আকুল ক্রন্দন,
হৃদয়ের রক্ত পিয়ে রক্তিম বাসনা ?
কোন্ মহাপ্রণয়ের নিষ্ঠুর বন্ধন,
অলক্ত চুম্বন আর অমৃত-মগনা !
কোন্ পাদপদ্মে ছিলি অলক্তের দাগ-
নন্দনের শুভ চিহ্ন সুরক্ত স্মরণ !
কোন্ কিন্নরীর ওষ্ঠে তাম্বুলের রাগ—
কোন্ অপ্সরার বুকে রক্তিম বরণ ?
সহসা আসিলি যেন নন্দন ছাড়িয়া—
সুরাসিক্ত স্বপনের অস্ফুট আভাস !
জগত কমল বনে উঠিল বাজিয়া
প্রভাত রাগিণীসম বিহ্বল বিভাস !
কবিতা সঙ্গীত সবি অসার তুলনা !
এ মনে মদিরা তুই রক্তিম ভূষণা।

বারবিলাসিনী

শুন আমি বারবিলাসিনী !
নিশীথে পিপাসা হরা,
প্রাণহীন প্রেমভরা ঃ
পদতলে উন্মাদ ধরণী,—
লালসা চঞ্চল হিয়া, উন্মাদ ধরণী !
আমি শুধু বারবিলাসিনী !

রঞ্জিয়াছি অধর আমার !
কোমল বিচিত্র রাগে
আমার অধরে জাগে
রক্ত-আভা ; কেশে পুষ্পসার—
চঞ্চল কুন্তলে মিশে—মধু পুষ্পসার !
রমণীয় অধর আমার !

মধু অঙ্গ 'পরে নীলবাস
নীল গগনের মত,
নীল স্বপ্ন বিজড়িত,
উড়াইয়া পুড়াইছে আশ—
চঞ্চল অঞ্চল উড়ি পুরাইছে আশ,
আবরিছে তনু নীলবাস।

শুভ্র রক্ত চরণ দুখানি !
কনক কিঙ্কিণী হাতে,
কনক কিরীট মাথে,

রজনীর রাজ্যে আমি রাণী—
ওগো অন্ধ রজনীর রাজ্যে আমি রাণী !
পুষ্পসম চরণ দুখানি !

এস পান্থ ! ভ্রমিয়া ধরণী !
চরণে লেগেছে পঙ্ক,
প্রাণে কাঁপিছে কলঙ্ক :
এস পান্থ ! আঁধিরা রজনী—
অবগাহ প্রেমে মোর আজি এ রজনী !
এলে পান্থ ভ্রমিয়া ধরণী !

অধর-চুম্বন কর পান !
তরঙ্গিত তনু ভ'রে,
সব মধু লও হ'রে,
আছে যত পুষ্প হাসি গান !
তৃষাহীন নিশা মোর কর অবসান,
অধর চুম্বন করি পান !

অঙ্গের পরশ লও টানি,
করিয়া বসন তব
পাও সুখ নব নব :
লাজহীন প্রেম-ভরা বাণী,
আঁধারে শুনিও মোর প্রেম-ভরা বাণী !-
অঙ্গের পরশ নিও টানি ।

যাহা আছে, সব লও তুলে !
রেখে যেও রক্ত জ্বালা,
তুলে নিও পুষ্পমালা ;
রজনী প্রভাতে যেও ভুলে—
অন্ধ নিশি শেষ হলে সব যেয়ো ভুলে
আমার সকলি লও তুলে ।

কিবা ভয় ? রজনী আঁধার !
কলঙ্ক কম্পিত দেহে,
অধীর প্রমত্ত গেহে,
কাটিবে গো রজনী তোমার !—
দুরন্ত আনন্দে যাবে রজনী তোমার :
কোথা ভয় ? সকলি আঁধার ।

তুমি যেও এলে উষারাণী
পুণ্য দেহে শুভ্র হাসে
পশিও পবিত্র বাসে :
রজনীর কলঙ্কের বাণী—
ভুলে যেও রজনীর কলঙ্ককাহিনী
শুধু আমি র'ব কলঙ্কিনী ।

এ ধরার কলঙ্ক তুলিয়া
পরেছি পুষ্পিত শিরে !
এস পান্থ ধীরে ধীরে,
মর্ম্মহীন আবেগ লইয়া—
তোমার কম্পিত তনু—আবেগ লইয়া
আমি রব কলঙ্ক বহিয়া ।

বারবিলাসিনী

চারিদিকে শত পুষ্পরাশি,
কবি গন্ধ বিতরণ,—
মোহিতেছে বিশ্বজন !
আমিও যে, সবারে বিলাসি—
সুমন্দ সুগন্ধ আনি সবারে বিলাসি
অঙ্গে অঙ্গে অনঙ্গ বিকাশি !

নাহি প্রাণ, মধু দেহে মোর !
নাহি সুখ নাহি লজ্জা,
জীবন বিলাস সজ্জা
কাজল নয়নে, ঘুম ঘোর—
চাও পান্থ আঁখি পানে, লও ঘুম ঘোর !
মোহ-ভরা, মধু দেহ মোর !

নাহি স্মৃতি, জীবন ব্যাপিয়া,
নাহি কোন অনুতাপ :
প্রাণময় পরিতাপ
যদি আসে, ফিরাই হাসিয়া—
দিবস রজনী আমি, হাসিয়া হাসিয়া ।
কোথা স্মৃতি জীবন ব্যাপিয়া !

আছে রূপ, বিশ্ব-বিমোহন !
পূর্ণ রক্ত শতদল
প্রস্ফুটিত ঢল ঢল,
গন্ধ তার কর আহরণ !
মত্ত মধুকর সম, করি আহরণ,
লও রূপ বিশ্ব-বিমোহন !

আমি যেন চিরদিন ঋণী!
অপার ঐশ্বর্য্য লয়ে,
বিলাই ভিখারী হ'য়ে,
বাসনাবিহীন উদাসিনী!—
লালসা উল্লাসহীন, পূর্ণ উদাসিনী!
কে করেছে মোরে চিরঋণী!

ওগো আমি যৌবনে যোগিনী!
এ বিশ্ব লালসা ছাই,
সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া তাই,
চলিয়াছি কলঙ্ক বাহিনী!
মর্ম্মহীন কর্ম্মহীন, কলঙ্ক-বাহিনী!
চিরদিন যৌবনে যোগিনী!

কার অভিশাপে নাহি জানি!
কোন মহাপ্রাণে ব্যথা
দিয়াছিনু, তাই হেথা,
প্রাণহীন প্রেম-বিলাসিনী!
সবারে বিলাসি তাই বারবিলাসিনী!
তারি শাপে চির-কলঙ্কিনী। *

* এ কবিতাটি লেখার জন্য ব্রাহ্মসমাজের কোন কোন প্রচারক বাবার বিবাহে অনুপস্থিত ছিলেন। তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজে এর জন্য তুমুল আন্দোলন হয়েছিল।

মুক্তি

তব প্রেম অত্যাচার হ'তে হে সুন্দরি !
লভিয়াছি মুক্তি আজ ! চুম্বনে কাঁপিত
প্রতি দিবা কৌতূহলে ; আনন্দে জাগিত
চির নিদ্রাহীন শত সচন্দ্র শর্ব্বরী,
হে সুন্দরী

শ্রান্ত করি দেহ মন ধেয়ান ধারণা
প্রভাতে দিবসে রাত্রে সমস্ত জীবন
কি তিক্ত অমৃতে তুমি করেছ মগন
নিশীথের স্বপ্ন ভাতি দিবসে ভাবনা
নির্ভাবনা ?

দুরন্ত জীবন আজ শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া
উন্মাদ আনন্দ সুরা করিয়াছে পান ঃ
তোমার রাজত্ব করি পূর্ণ অবসান
আপন আবেগে আজ যাবে কি জ্বলিয়া
দেহ হিয়া ?

অপসৃত প্রাণ হ'তে চিরবন্দনীয়
নির্দ্দয় পরশ তব রক্ত চরণের ঃ
বিদ্যুৎ দরশ তব নক্ত নয়নের
ঢালে না জীবনে আর সে তীব্র অমিয়
চির-প্রিয় !

সুন্দর চরণাঘাতে কম্প্র হৃদি'পরে
ফুটে না কুসুমদল মদগন্ধভরা :
পাগল কুন্তল আর আঁধারে না ধরা !
যে স্বর্ণ সৌন্দর্য্যে ছিল প্রাণ পূর্ণ করে,
গেছে ঝরে !

করপুটে ভিক্ষা মাগি হে বরসুন্দরি !
জনমের মত তুমি যাও তবে চলে :
জীবন ঢালিয়া মোর বিস্মৃতির কোলে
আপনারি কাছে রব দিবসশর্ব্বরী,
হে সুন্দরি !

অভিশাপ

কত যুগ যুগান্তর দিবস রজনী ধ'রে
বিশ্বের প্রার্থনা
চির দীর্ঘশ্বাস-ভরা অশ্রুজল-পরিপূর্ণ
অবোধ বাসনা
ছুটেছে নন্দন পানে, নন্দনের স্বর্ণদ্বারে
হইয়া প্রহত
ফিরেছে ধরণী-বক্ষে ব্যর্থ ব্যাকুলতা-ভরা
মস্তক আনত !
শুনেছে কি বিশ্বরাজ বসি স্বর্ণসিংহাসনে
চিরানন্দ মাঝে ?
অতি দূর ধরণীর কোন্ চোখে অশ্রুজল
কার ব্যথা বাজে ?
শান্তিহীন ধরাবাসী চরণে এনেছে তবু
মর্ম্ম-উপহার,
জানে নাই সব স্বর্গ রুধিয়া আছিল এক
নির্ম্মম দুয়ার !
একদা প্রশান্ত সন্ধ্যা করুণার প্রাণরূপী
আঁধার বরণ—
দেবতার হাস্য মাঝে আসিল, সচন্দ্র রাত্রে
মেঘের মতন,
মুক্ত করি কেশজাল বিদেশের ধূলি-লিপ্ত
ধূসর চরণ
রাখিলা নন্দন 'পরে শ্রান্ত ছায়াঞ্চল টানি
আনম্র নয়ন !

শিহরিল সুরলোকে অনন্ত আনন্দ-ভরা
সুরেন্দ্রের মন,
শীতের নিশ্বাস লাগি সহসা শিহরে যথা
পুষ্প-উপবন।
স্বর্গের রাজন্ কহে ডাকি সর্ব্ব সুরলোক
হে নন্দনবাসি!
শ্রান্ত এ হৃদয়ে মোর কেমনে বাজিল আজ
সান্ধ্য রূপরাশি?
নিষ্ফল স্বর্গের শোভা অনন্ত বসন্ত ভাল
নাহি লাগে আর—
নব নব জগতের পরশ লভিব আজি—
আকাঙ্ক্ষা আমার!

দেবেন্দ্রের আজ্ঞামত প্রহরী খুলিয়া দিল
স্বর্গের দুয়ার,
বসন্তের বায়ু'পরে পারিজাত বরষিল
পরিমলভার!
নিশীথের সাথে সাথে কনক-প্রদীপ শত
জ্বলিলে নন্দনে,
সকল নন্দন আসি একত্র মিলিল যেন
প্রমোদ বন্ধনে!
বসি স্বর্ণসিংহাসনে সুধা-হস্তে স্বর্গপতি
সৌন্দর্য্যবেষ্টিত—
কিন্নরীর নৃত্যতালে, অপ্সরার গীতজালে
নিতান্ত জড়িত!

হেন কালে হু হু ক'রে আসিল ঝটিকা, আর্ত্ত
ক্রন্দনের মত
বহিয়া জগৎ হ'তে প্রাণপূর্ণ হতাশ্বাস
দুঃখ শত শত !
থেমে গেল নৃত্যগীত ! সুরেন্দ্রের স্বপ্নজাল
স্বরগ-সঞ্চিত,
নিমেষে টুটিয়া গিয়া আপনার মোহ হতে
করিল বঞ্চিত।
নিভিল প্রদীপমালা ; চিরোজ্জ্বল সুরসভা
স্তম্ভিত মলিন,
যেন কোন মহাশূন্য অন্ধকার-পরিপূর্ণ
নিত্য সুখহীন।
অনন্ত গগন-ভরা বৃহৎ বিহঙ্গ যেন
পক্ষ প্রকম্পিয়া
শান্ত করিবারে চায় মর্ম্মভরা ব্যাকুলতা
শান্তিহীন হিয়া !
তেমতি কাঁপিল স্বর্গ ! দেবতার দীর্ঘশ্বাস
ভগ্ন হৃদি-ভরা
শ্মশানে ঝটিকা সম বহিল ভীষণ ভাবে
সুখ-শান্তি-হরা।
তারি মাঝে ধরণীর অনন্ত ক্রন্দনস্রোত
আসিল ছুটিয়া,
নন্দনের কূলে কূলে নত শির দেবতার
চরণ ঘিরিয়া !

পরদিন স্বর্গপুরে সুপ্রসন্ন সূর্য্যকর
সুবর্ণ ঝলকে
চুম্বিল সকল স্বর্গ, চুম্বিল সুরেন্দ্র হৃদি
চঞ্চল পুলকে !
বিষণ্ণ নন্দনপতি হস্তস্থিত সুধাপাত্র
ফেলি' দিয়া দূরে,
বাজাইলা স্বর্ণ ভেরী আহ্বানিয়া সুরসভা
সুপ্ত সুরপুরে।
বিষাদ কম্পিত কণ্ঠে কহিলা স্বর্গের রাজা—
হে নন্দনবাসি !
আজি হতে মোর রাজ্যে বন্ধ রবে গীত গান
শত উচ্চ হাসি।
আনন্দে বধির হয়ে শুনি নাই এতদিন
ক্রন্দন ধরার,
বাজেনি হৃদয়ে কভু মর্ম্মাহত ধরণীর
চির মর্ম্মভার।
হায় স্বর্গ ! হায় ধরা ! বন্দী আমি আপনার
নিয়মকারায়,
অনন্তে রচিত মোর হস্তস্থিত সৃষ্টিসূত্র
কোথায় হারায় ?—
সৃজিয়াছি শান্ত সুখ, কোথা হ'তে আসে দুঃখ
মলিন-বরণ ?
জীবনের সাথে সাথে কোথা হ'তে এল ভেসে
অবাধ্য মরণ ?
কাঁদ কাঁদ ধরাবাসী ! তব তীব্র আর্ত্তনাদ
বজ্রশেল সম,

সহস্র সম্ভোগ ভরা কম্পিত এ স্বর্গধামে
বাজে মর্ম্মে মম।
সৃষ্টির নিগড় গড়ি চরণে পরিয়া আমি
পূর্ণ পরাধীন :
অনন্ত ক্ষমতা নাই, অপার অনন্ত দুঃখ
স'ব চিরদিন! *

স্বর্গ সহচরগণ! আজি হ'তে আমি হ'ব
ধরণীর প্রাণ,
বাজিবে আমারি মর্ম্মে জগতের দীর্ঘশ্বাস
শত দুঃখ তান!
চির অশ্রুজল চ'খে জাগিয়া রহিব ল'য়ে
পূর্ণ পরিতাপ,
বক্ষেতে বিঁধিয়া রবে শাণিত কৃপাণ সম
এই অভিশাপ!

* এই কবিতায় পিতৃদেবের প্রাণের সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়—অবহেলিত জনগণের তীব্র আর্তনাদ তাঁর হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করেছিল। প্রকাশ্য রাজধানীতে নেমে যাওয়ার একটা সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় এখানে।

ঊষা

কখন জাগিলে তুমি হে সুন্দর ঊষা!
রজনীর পার্শ্বে ছিলে স্বপন-মগন,
কখন করিলে তুমি স্বর্ণ বেশ ভূষা?
ললিত রাগিনী দিয়ে রঞ্জিলে গগন!
তোমারে আবরি' ছিল যে ঘোর রজনী
তিমির কুন্তল তার বাঁধিলে যতনে ঃ
অধরে ভাতিছে হাস্য বিমল-বরণী
সরল নির্ম্মল সুখ কমল নয়নে!
কোমল চরণে আসি শিয়রে আমার
বুলাইলে আঁখিপরে কুসুমিত কেশ :
চকিতে চাহিয়া দেখি অধর তোমার
আরক্ত আনন্দভরা,—রজনীর শেষ!
পরশিয়া দেহে তব আলোক অঞ্চল
নিদ্রাতুর হৃদি মোর পুলক-চঞ্চল!

কল্পনা

তোমারে পাবনা জানি ! তবু মনে আসে
অনন্ত বাসনা পূর্ণ অসংখ্য কল্পনা ঃ
অন্তরের কানে কানে মোহ মন্ত্র ভাষে
দিবসে নিশীথে জাগি সহস্র জল্পনা ।

যদি কোন দিন আমি মুহূর্ত্তের তরে
সব ভুলে যাই তব সৌন্দর্য্যের ছায়,—
যদি কোন দিন সত্য সত্য মোহ ভরে
আপনা রাখিতে পারি তব পুষ্প-পায় !—

কল্পনার স্বপ্ন-ছল সত্য হয়ে উঠে
আপনার বাসনার নিবিড় তৃষায় ঃ
আমার অন্তরতলে শত পুষ্প ফোটে
শরৎ প্রভাতে আর বসন্ত নিশায় !
এ তনুর প্রতি অণু তৃষিত লোলুপ,
এ প্রাণের পিপাসায় কোথা তব রূপ ?

নিশীথে

নূপুর খুলিয়া লও !
যদি এই রজনীর অন্ধকারে বাজে—
আমাদের দু'জনের কলঙ্কের কথা ঃ
যদি এই অর্দ্ধসুপ্ত সংসারের মাঝে
বাতাসে প্রকাশে অন্ধ অন্তরের ব্যথা,—
মর্ম্ম-কাতরতা !

কৌতূহল পরবশ বিশ্বের নয়নে
এ প্রেম সুন্দর যদি ধরা পড়ে যায় ঃ
যদি নব প্রস্ফুটিত এ প্রেম পবনে
দুজনার সর্ব্বসুখ অন্তরের ছায়
শুষ্ক হয়ে যায় ?

দুঃখ

তোমারে চিনেছি দুঃখ ! তুমি রাখ মোরে
আবরিয়া কি অপূর্ব্ব প্রেয়সীর মত
সংসারের সর্ব্ব সুখ হ'তে ! সাধ ক'রে
প্রাণ হ'তে ছিঁড়ে লও প্রাণ পুষ্প শত !
অধরচুম্বনছলে রক্ত কর পান—,
নিশ্বাসে মরণ আন অন্তরে আমার,
আলিঙ্গন-পাশে বাঁধ মৃত্যুর সমান,
বিমুক্ত কুন্তলে কর অনন্ত আঁধার।
সমস্ত জীবন ওগো রহস্যমধুরা !
দিবসে নিশীথে কর খেলনা তোমার :
সর্ব্বদা করেছি পান ওগো তৃষাতুরা !—
আশাভয় প্রেম সুখ সর্ব্বস্ব আমার !
অন্তরে জ্বলিছে চির চুম্বন তোমার,
অনন্ত সুন্দরী তুমি প্রেয়সী আমার।

সুখ

তুমি চিরদিন ভ্রম কনক-কাননে
প্রাণপূর্ণ আশা-পুষ্প চোখে হাস্যভাতি :
কি স্বর্ণ মোহন মন্ত্র তব শুভ্রাননে
বিকশিত পুণ্যালোকে প্রতি দিন রাতি !
দেবতার সুধাভাণ্ডে হে শুভ্র বালক !
ঢালিছ অনিন্দ্য হাসি সে সুধা জিনিয়া :
কুসুম দুর্ব্বল দেহ অশান্ত অলক
নন্দনের স্বর্ণকরে নিত্য ঝলসিয়া !
অপ্সরার বক্ষ ভ'রে তুমি খেলা কর,
কৌতুকে চুমিয়া লও কিন্নরীর মুখ :
নির্ম্মমের মত হেথা ছদ্মবেশ ধর—
নিতান্ত মানবাতীত, হে সুন্দর সুখ !
ধরণীর মায়ামৃগ সুবর্ণ-মণ্ডিত,
থাক তুমি স্বর্গপুরে সুরেন্দ্র বন্দিত ।

জীবনের গান

সুপ্রসন্ন সুপ্রভাত আজি !
সুন্দর সূর্য্যের আলো
চরাচর চক্ষে,
সুমন্দ বসন্ত বায়ু
অবনীর বক্ষে
প্রস্ফুটিছে শত পুষ্প-রাজি
পুলকচঞ্চল দল শত পুষ্পরাজি
সুবসন্তে আজি !

চারিদিকে সুবর্ণ স্বপন !
এমন বিহঙ্গ মোর
কোথা উড়ে যায়,
ধরণী ছাড়িয়া কোন্
গগনের গায় ?
মোহমগ্ন জীবন মরণ—
কি স্বপ্ন চুম্বিয়া আজি সুবর্ণ বরণ
জীবন মরণ।

আসে প্রেম অনন্ত সুন্দর !
তুলে দেয় হস্তে মোর
রক্ত ফুল তার,
হৃদয়ে ঢালিয়া দেয়
মধু গন্ধ ভার ঃ

স্বপ্ন দেয় ভরিয়া অন্তর—
গোপনে চুম্বিয়া যায় আমার অন্তর
এ প্রেম সুন্দর !

আসে নেমে যশ সুরাঙ্গনা !
গগনে ফুটিছে পুষ্প
চরণ আভাসে,
আমারে বাঁধিছে যেন
শত পুষ্প পাশে
স্মিত-হাস্যে প্রফুল্ল-আননা—
সহস্র সৌন্দর্য ভরা চিরশুভ্রাননা
যশ সুরাঙ্গনা ।

পরিপূর্ণ সুবর্ণ নেশায়
আসিছে হাসিছে আশা
শত স্বপ্ন রাণী !—
ঢালিছে আমারি কর্ণে
আর স্বর্ণ বাণী :
হস্তে তার মদপাত্র ভায়,—
সে মদ চুম্বিয়া হৃদি কি যে গীত গায়
সুবর্ণ নেশায় !

প্রাণপূর্ণ অপূর্ব্ব স্বপনে !
অস্ফুট সঙ্গীত তালে
ফেলিছে চরণ :

জীবনের গান

আনন্দে ফুটিছে পুষ্প
আরক্ত-বরণ
ধরণীর বসন্ত কাননে !—
দেবতার হাস্যভাতি ভাসিছে গগনে
অপূর্ব্ব স্বপনে।

আমি রাজা, সকলি আমার !
আনন্দিত তৃণ 'পরে
দাঁড়াইয়া আমি,
চরণে প্রশান্ত ধারা
আমি তার স্বামী ;
দূর হ'তে গগন অপার
শ্রবণে ঢালিছে সুরসঙ্গীতের ধার,
ইঙ্গিতে আমার !

ওগো এস এস কাছে মোর।
অনন্ত সৌন্দর্য্য আছে
বিলাইতে চাই,
অনন্ত জীবন আজি—
তারি গান গাই ;
তোমাদের আছে মৃত্যু ঘোর,
অনন্ত জীবন হেথা, কোথা মৃত্যু ঘোর ?
এস কাছে মোর !

দরিদ্র

অনেক সৌন্দর্য্য আছে হৃদয় ভরিয়া,
সহস্র মাণিক্য জ্বলে অন্তর-আঁধারে ঃ
অনন্ত সঙ্গীতরাশি কাঁপিয়া কাঁপিয়া
দিবস রজনী করে উন্মাদ আমারে !

গাহে পাখী, বহে বায়ু বসন্তের মত,
নানা বর্ণে শত পুষ্প ফুটে মন-বনে ঃ
জগতের কাছে তবু দরিদ্র সতত
মরমে মরিয়া থাকি আপনার মনে !

তোমরা ডেকেছ তাই আনিয়াছি আজ
ভাষায় গাঁথিয়া পুষ্প মন-মালঞ্চের ঃ
তোমরা দেখিছ শুধু বাহিরের সাজ,
সৌন্দর্য্য লুকায়ে আছে গৃহে অন্তরের !

হৃদয় সম্পদরাশি ফুটে না ভাষায়,
বাহিরে আনিলে সব সৌন্দর্য্য হারায় !

শেষ

ওগো আর নাই, এই শেষ !
মালঞ্চের পুষ্পরাজি
সকলি দেখেছ আজি
আর কিছু নাই অবশেষ—
রজনী আসিছে নেমে এলাইয়া কেশ-
এই শেষ !

মালা

১৯০২ সালে "মালা" গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। "মালঞ্চে" যে আকুল অস্থিরতা প্রকাশ পেয়েছিল তা এখানে যৌবন মধ্যাহ্নে স্থির। কবির জীবনে ক্ষীণ অবিশ্বাসের অন্ধকার দূর করে 'মালা' যেন তাঁকে নিয়ে চলেছে জীবনের নূতন আলোর পথ ধরে! এখানে স্পষ্টই দেখা যায় যে তিনি ঈশ্বরের সন্ধান করেছেন। এখানে কবি উপলব্ধি করছেন যে, যা মিথ্যা বলে ক্ষণিকের কল্পনা ছিল একদিন, আজ তা সত্যরূপে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে; এবং এই পরিবর্ত্তনশীল কবি মন নিয়েই তিনি ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে চললেন—ঈশ্বরের অনুভূতি লাভ করতে লাগলেন। তাঁর আকাঙ্ক্ষাই তাঁকে এই অনুভূতি লাভে সাহায্য করেছিল। ঈশ্বরবিদ্রোহী কবি ঈশ্বরের সান্নিধ্যে এসে তাঁর শূন্য প্রাণখানি পরম তৃপ্তি ভরেই অর্পণ করলেন শ্রীভগবানের চরণে।

প্রেম ও প্রদীপ

(১)

আজি এ সন্ধ্যার মাঝে তব বাতায়নে
কেন রাখিয়াছ ওগো ! প্রদীপ জ্বালিয়া ?
তোমার ও প্রদীপের কনক কিরণে
আমার সকল মন উঠে উজলিয়া !
কেন রাখিয়াছ আহা ! সুখ-বাতায়নে
সোহাগে স্বহস্তে ওই প্রদীপ জ্বালিয়া ?

আপনারে কেহ কভু পারে কি রাখিতে
আলোকের অন্তরালে গোপন করিয়া ?
তোমার লাবণ্য মূর্ত্তি পড়ে না আঁখিতে
ছায়া তার পড়িয়াছে দেয়াল ভরিয়া !
অসংখ্য আকাঙ্ক্ষা জাগে দেখিতে দেখিতে
কেন রাখিয়াছ ওগো ! প্রদীপ জ্বালিয়া ?

(২)

অন্ধকার ঘেরা এই সন্ধ্যার মাঝারে
কেন গো জ্বালিলে দীপ, খুলিলে দুয়ার—
কেন গো এমন ক'রে ডাকিছ আমারে
সমস্ত পরাণ ভ'রে—পরাণ মাঝারে !
আমি অশ্রুজল লয়ে—শুধু চেয়ে থাকি
আমি ত জ্বালিনি দীপ, কি করিয়া ডাকি ?

(৩)

তবু মনে হয় তুমি শুনেছ আমার
অন্তরের আর্ত্ত স্বর—অন্তর মাঝারে !
নিবাও প্রদীপ তব, বন্ধ কর দ্বার
এস ভেসে স্বপ্ন-সম অন্তর আঁধারে !
জ্বালগো প্রদীপ জ্বাল অন্তরে আমার
অন্ধকার ঘেরা এই সন্ধ্যার মাঝার !

(৪)

তোমার চঞ্চল দীপ আলোক বন্ধন ;
ব্যথিছে সকল মন সর্ব্বাঙ্গ আমার !
কত না অশান্ত সুখ অজানা ক্রন্দন
ঝাপটিছে গরজিছে অন্তরে আমার !
হে মোর নিষ্ঠুরা ! কি যে বেদনা বন্ধনে
টানিতেছ সর্ব্ব হৃদি তব সন্নিধানে !
কি ব্যাকুল বাসনার আকুল ক্রন্দনে
ভরিয়া গিয়াছে চিত্ত তোমারি সন্ধানে !
প্রজ্বলিত হৃদি মাঝে, শূন্য সব ঠাঁই !
হে প্রেম নিষ্ঠুরা ! আমি তোমারে যে চাই

(৫)

আমি যে তোমারে চাই, সন্ধ্যার মাঝারে
তোমার ও প্রদীপের আলো-অন্ধকারে ;

সকল সুখের মাঝে, সর্ব্ব বেদনায়!
কর্ম্মক্লান্ত দিবাশেষে চিত্ত ছুটে যায়
ওই তব প্রদীপের আলো অন্ধকারে
কোথা তুমি লুকাইয়া, তাই খুঁজিবারে!
হে মোর লুকান ধন! হে রহস্যময়ি!
আজি জীবনের শেষ—আজো তুমি জয়ী!
তোমারে খুঁজেছি আমি আলোক আঁধারে
সারাটি জীবন ধরি; মরণ মাঝারে—
সকল সুখের মাঝে সর্ব্ব সাধনায়!
আজি শ্রান্ত জীবনের ধূসর-সন্ধ্যায়
হে মোর লুকান ধন! আজো তুমি জয়ী!
আজো খুঁজিতেছি তোরে হে রহস্যময়ি!

(৬)

একই সন্ধ্যা আমাদের পরে
ঢালিয়াছে ঘন ছায়া তার!
আমাদের দুজনের তরে
পাতিয়াছে মহা অন্ধকার!
আর কিছু নাই—কেহ নাই
আছি আমি—আছে অন্ধকার
আছ তুমি, আর কেহ নাই
আছে শুধু সাঁঝের আঁধার!
হাসি কহে প্রদীপ তোমার
আমি আছি কোথা অন্ধকার?

(৭)

কি জানি কেমন ক'রে জ্বালায়ে রেখেছ ওই-
অপূর্ব্ব প্রদীপ খানি ?
আমি মুগ্ধ বাক্যহীন, আমি শুধু চেয়ে রই !
কি দিয়ে কেমন করে জ্বালায়ে রেখেছ ওই
অপূর্ব্ব প্রদীপ খানি ?
কি দিয়ে জ্বালিলে বল, হে চির কৌতুকময়ী-
রহস্য প্রদীপ খানি ?
কোন্ তপস্যার বলে ওই যে দীপের বুকে
কি সলিতা দিলে টানি ;
কোন্ পূর্ব্ব পুণ্যফলে ফুটায়ে তুলেছ তাহে
আপন প্রাণের বাণী !
সকল গগন ঘেরা সাঁঝের স্বপন ছায়া
সকল ধরণী পরে বিছায়েছে ম্লান মায়া !
এরি মাঝে সত্য-রূপে উজলি উঠেছে ওই !
তোমার প্রদীপ খানি !
কি সত্য সুন্দর রূপে আঁধারে জ্বলিছে ওই
অপূর্ব্ব প্রদীপ খানি !

(৮)

আমি মুগ্ধ চেয়ে আছি ! ওগো মোর বাক্যহীনা !
ওগো মোর নেত্রাতীত চির-অন্ধকার-লীনা !
একি তব চিরজনমের অগীত সঙ্গীত ?
একি তব দীপ্ত হৃদয়ের জ্বলন্ত ইঙ্গিত ?

একি তব নির্জ্জনের নীরব প্রস্ফুট বাণী
তুলিছে সফল করি আপন সাধন খানি ?
একি তব মরমের সঞ্চিত স্বপন রাজি
পরাণ ছাপায়ে কিগো উছলি উঠেছে আজি ?
একি গো অনন্ত পূজা ! একি গো জীবন্ত আশা !
গুপ্ত প্রাণ কুঞ্জে কিগো আলোকিত ভালবাসা ?
একি তব সুখ ? ওগো একি তব দুঃখে গড়া
এ পুণ্য প্রদীপ খানি ?
একি তব অন্তরের সকল সৌরভ ভরা—
আলোক গৌরব বাণী ?

(৯)

এই যে এসেছে সন্ধ্যা—প্রদীপ জ্বলিছে
আমি শুধু চেয়ে আছি, মুগ্ধ—একমনে !
অনন্ত গগন ভরা আঁধার নামিছে
নয়ন চাহিয়া আছে, স্তব্ধ একমনে !
ওগো আমি চেয়ে আছি, তৃষার্ত্ত নয়নে
তোমার প্রদীপ জ্বালা দীপ্ত বাতায়নে !
কেমনে জ্বালিলে দীপ হে অপরিচিতা !
এমন মধুর—মরম—সুন্দর ক'রে—
হে মোর সাধন স্বপ্ন ! হে মর্ম্ম-নিহিতা
একি অর্দ্ধ পরিচয় অনুরাগ ভরে ?
কি অপূর্ব্ব অভিসার ! কি সঙ্গীত বাজে
তোমার পরাণ-দীপ্ত প্রদীপের মাঝে ?
আমি শুধু চেয়ে আছি মুগ্ধ, একমনে !
কি অনন্ত অভিসার—নীরবে নির্জ্জনে !

(১০)

কবে জ্বেলেছিলে দীপ হে রহস্যময়ি !
কবে কোথাকার, ওগো কোন্ মহা বিজনে ?
সৃষ্টির প্রথম সে কি ? ওগো মর্ম্মময়ি !
সৃষ্টির প্রথম সাঁঝে কোন্ কম-কাননে ?

সেকি এমনি গভীর নীরব গর্জ্জন
অনন্তের ? সেকি আলো ? সেকি অন্ধকার ?
সেকি এমনি সাঁঝের তিমির নির্জ্জন
মায়া-মন্ত্রালোক ভরা এমনি সন্ধ্যার ?—

উজলি উঠিল যবে সেই সে প্রথম,
অনাদি কালের বক্ষে প্রদীপ তোমার—
সকল সোহাগ তব সকল সরম
সকল স্বপন তব—আকুল আশার !

তখন কি উড়েছিল বসন্ত বাতাসে
এমনি পাগল-করা সন্ধ্যাঞ্চল খানি ?
তখন কি বেজেছিল হৃদয়-আকাশে
এমনি উদাস করা বিধাতার বাণী ?—

উজলি উঠিল যবে সেই যে প্রথম
আলো অন্ধকার ভরা প্রদীপে তোমার
সকল ধেয়ান তব সকল ধরম
সকল আলোক ওগো ! সকল আঁধার !

মরমের সুখ

আমি দুঃখ জানি তাই হে প্রিয় আমার।
বুঝিয়াছি মর্ম্মে মর্ম্মে সুখের গৌরব।-
রুধিয়া রেখেছি মর্ম্মে! হে প্রিয় আমার!—
আন হাস্য, আন গীতি, পুষ্পের সৌরভ
সাজাও অন্তর মোর! এই যে কাঁপিছে
দুই বিন্দু অশ্রুজল নয়নের কোণে,
এ শুধু সুখের ছল! আমারে ছলিছে,
তোমারেও ছলিতেছে! মম মন-বনে
আগ্রহে ফুটিতে চাহে শত পুষ্পদল!
দেখাতে পারি না তাহা! হে আমার প্রিয়!
তাই আঁখিপ্রান্তে মোর ভাসে অশ্রুজল!—
তুমি মর্ম্মে মর্ম্ম আনি সব বুঝি নিও!
আমি দুঃখ জানি তাই হে আমার প্রিয়!
আমারি মরম তলে সুখেরে খুঁজিও।

সে কি শুধু ভালবাসা ?

কেমন সে ভালবাসা ? বলা কি সে যায় ?
সকল জীবন আর সব স্বপ্ন গায়
তোমারি তোমারি গীতি ! স্রোতস্বতী যথা
সমুদ্রের গান গাহে, তারি পানে ধায়
আকুল আশায় !

তুমি যবে দূরে থাক, ওগো প্রিয়তম !
তোমারি আশার আশে, নর্ত্তকীর সম
অঞ্চল দোলায় তার নূপুর গুঞ্জনে
পরিপূর্ণ তালে নাচে, এ অন্তর মম
ওগো প্রিয়তম !

কি যে তার চারুবাসে, তরঙ্গ হিল্লোল
কি যে তার প্রাণে-প্রাণে সঙ্গীতের রোল !
তরঙ্গিত দেহপূর্ণ আশান্বিত হিয়া,—
সোহাগেতে সুখে দুঃখে কাতর কল্লোল,
কি যে সে কল্লোল !

তোমা যবে কাছে পাই, হে আমার প্রাণ—
কোথা ছন্দ, কোথা তাল, উন্মাদের গান !
অন্তর তরণী সম বিক্ষুব্ধ সাগরে
চখে মুখে বক্ষে তার ঝাপটে তুফান
পাগল তুফান !

সে কি শুধু ভালবাসা ?

এই ভাসে এই ডুবে, জীবন মরণ
আলো অন্ধকার শূন্য ছায়ার মতন।
সর্ব্বমন, সর্ব্বদেহ, সমস্বরে গায় ;
এস মৃত্যু, এস প্রাণ, এস আলিঙ্গন
চির আলিঙ্গন!

প্রেম-প্রতীক্ষায়

তখনো হয়নি সন্ধ্যা ! বিমল আকাশ,
কোমল যেন গো মোর প্রিয়ার বরণ,—
ঢালিতেছে মৃদু মধু, স্বর্ণের আভাস
চুম্বি' সরোবর-জল, আম্রের কানন !
তখনো আসেনি প্রিয়া ! প্রাণ পেয়েছিল,
সেই আলো-মাঝে শুধু প্রিয়ার আভাস।
আম্র-শাখা ছুলাইয়া বহেছিল বায়,—
বসেছিনু প্রিয়া লাগি' প্রেম-প্রতীক্ষায় !
তারপর এল সন্ধ্যা ধূসর বরণ !—
আমার প্রিয়ার যেন বক্ষের অঞ্চল
ঢেকে দিল দেহ হিয়া ধরণী গগন !—
ক'রে দিল সর্ব্ব মন অধীর চঞ্চল !
বাড়াইনু আলিঙ্গন !—প্রিয়া আসে নাই
পাঠায়ে দিয়াছে শুধু প্রিয়ার স্বপন !
কাননের মাঝে শুধু পাখী গান গায়,
প্রাণ ছিল প্রিয়া লাগি প্রেম-প্রতীক্ষায় !
তারপর সন্ধ্যা গেল, আসিল রজনী !—
পরশি সকল দেহে প্রিয়ার কুন্তল
হিয়া মোর দিশাহারা ! আঁধার ধরণী !
'ওগো ঢাক, ঢাক মোরে প্রসারি' অঞ্চল !'
কোন শব্দ নাহি হায় ! প্রিয়া আসে নাই—
প্রিয়ার কুন্তল-স্বপ্ন এসেছে রজনী !
তখন বহিল ক্ষুধা বসন্ত বাতাস,
তৃষার্ত্ত ভরসা-ভরা ধরণী আকাশ !

তখনো গভীর রাত্রি ধরণী ছাইয়া !
প্রিয়ার গভীর সেই প্রেমের মতন !
পাখীরা কানন-শাখে ছিল ঘুমাইয়া !
ওকি—ওকি দেখা যায়—ছায়া না স্বপন ?
এলোমেলো চুলে ওই প্রিয়া আসিয়াছে
আবেশে অঞ্চল তার ভূমে লুটাইয়া !
এখন যে প্রভাতের পাখী গান গায়,
প্রিয়া মোর চলি গেছে কখন কোথায় ?

বসন্তের শেষে

জীবন স্বপ্নের মত শূন্য হয়ে গেছে !
কিছু আর নাহি মোর ধরিতে ছুঁইতে !
কত স্বর্ণ, কত রত্ন পড়িয়া রহেছে,—
সাধ নাই, সাধ্য নাই, তুলিয়া লইতে।
তুমি যে সুধার পাত্র ধরিয়া সম্মুখে
সাধিছ আকুল নেত্রে করিবারে পান !—
গঠিত তোমার রাজ্য শত দুঃখে সুখে
আমার সকলি শূন্য স্বপন সমান।
ভুলেছি কি ? ভুলি নাই ভুলিনি তোমায়
ভুলি নাই সে দিনের বসন্ত রজনী !
কত সুখ দুঃখ ভরা বসন্তের বায়
পূর্ণ পালে বহে যেত অন্তর তরণী !
তবে প্রিয়ে আজ তুমি সত্য হয়ে এসে
সত্য কর এ জীবন বসন্তের শেষে !

আপনার গান

হে অন্তর ! প্রভাহীন বাক্যদল মাঝে
কেমনে রচিব তব আনন্দ নিলয় ?
সকল গগন ঘেরা জলদের মাঝে
শারদ নিশীথে যেন ম্লান চন্দ্রোদয় !
তব বক্ষে জ্বলিছে যে অপূর্ব্ব আলোক
জগতের চক্ষে তাহা ক্ষীণতম ভাসে !
তোমার প্রদীপ হতে ওই যে আলোক
বাহিরে আসে না !—ওগো ছায়া শুধু আসে !
তব কুঞ্জে বাজে চির বসন্ত বাঁশরী
প্রতিদিন প্রতিরাত্র উন্মাদিয়া প্রাণ !—
দুটি ক্ষীণ ধ্বনিহীন ম্লান ছন্দ ভরি
কেমনে উঠিবে ফুটি সে গোপন গান ?
আপনা ফিরাও তবে আপনার পানে
আপনি আনন্দ পাবে আপনারি গানে।

স্বর্গের স্বপন

হে সুন্দরি ! সেইদিন বসন্ত প্রভাতে
মনপ্রাণ অন্ধ করা সুবাসিত রাতে
ঝলসিলে আঁখি মোর, পরশিলে মন !
অবাক অন্তর তোমা করিল বরণ ;—
ভাল ক'রে দেখে নাই করেনি জিজ্ঞাসা
প্রেমাতুরা প্রাণ, দিয়া সর্ব্ব ভালবাসা,
সেইদিন, সর্ব্ব কাজে চিত্ত আনমনা,
করেছে করেছে শুধু তোমারি অর্চনা !

আর সেই, সেইদিন বসন্ত বাতাস,
আপন আবেগে পূর্ণ নিশীথ আকাশ,
চন্দ্রালোকে আলোকিত সকল ভুবন,
স্বপ্নালোকে আলোকিত আমার এ মন !-
অর্দ্ধ নিমীলিত নেত্রে মনে হোল মোর
স্বর্গ হতে নেমে এলে ! জগতের ঘোর
ঢাকিলে স্বর্গের করে ! গরবী পরাণ
করিল পূজার লাগি পুষ্প অর্ঘ দান !

সব মনে নাই, শুধু মনে আছে মোর,
উজ্জ্বল অধর তব অবাক্ বিভোর,
চরণে পরশি যেন অজানিত দেশ !—
নূতন রাজ্যের মাঝে আশ্চর্য্য অশেষ !
রহস্য মধুর হাসি ! কৌতুকে অপার
পরিপূর্ণ দুই নেত্র ! প্রতি পত্রে তার
বিস্তারিত স্বর্গছায়া স্বরগের সুখ !
নিতান্তই স্বরগের ভাবিনু সে মুখ !

তারপর গেছে দিবা গেছে নিশা কত !
গিয়াছে স্বপন প্রায় আশা শত শত,
প্রভাতের মুক্তবায়ু, শ্রান্ত রজনীর
অলস অঞ্চল গন্ধ সুরভি সমীর,
এ মোর পরাণ পরে ! সুখে দুঃখে শোকে,
পরিম্লান ধরণীর মলিন আলোকে,
সম্পূর্ণ আঁধারে কভু, এ মোর জীবন
কত দীর্ঘ দিবানিশি করেছে যাপন !

হে মোর প্রভাত পুষ্প, হে অপরিচিতা
হে আমার যৌবনের পূর্ণ প্রস্ফুটিতা !
হে মোর মানস স্বর্গ, হে স্বপ্ন অঞ্চলা,
হে মোর চঞ্চল চিত্তে চির অচঞ্চলা !
হে আনন্দ নিখিলের ! হে শান্ত রঙ্গিণী !
হে আমার যৌবনের স্বপন সঙ্গিনী !
হে আমার আপনার ! হে আমার পর !
হে আমার বাহিরের হে মোর অন্তর !

হে আমার, হে আমার চির মর্ম্মময় !
আজ পাইয়াছি তব সত্য পরিচয় !
আছিলে গোপনে মোর মন অন্তঃপুরে
আমারি বাসনা, আমারি পঞ্জর জুড়ে !
যেমনি বাজানু বাঁশি, সলাজ চরণে—
বাহিরিলে—দাঁড়াইলে—অপূর্ব্ব ধরণে ;
চরণে প্রস্ফুট পুষ্প মস্তকে গগন !—
আমি অন্ধ দেখেছিনু স্বর্গের স্বপন !

উপহার

ফুটেছিল শত পুষ্প বিচিত্র বরণে,
ফুটেছিল নিভৃত এ অন্তর কাননে,
মুক্ত বায়ু রবিদীপ্ত প্রভাত প্রভায়,
পূরবী সঙ্গীত শ্রান্ত প্রশান্ত সন্ধ্যায় !
ফুটেছিল আলোকিত মধ্যাহ্ন গগনে
ফুটেছিল অন্ধকার নিশীথ পবনে,
কি আনন্দে কাঁপিত যে পাগল পরাণ
এ জগতে কেহ তার পায়নি সন্ধান !
তারপর তুমি এলে, দাঁড়াইলে হেসে !
সলাজ অন্তর মোর বাহিরিল শেষে ;—
বিশাল এ জগতের বন উপবনে
ফুটিল সে পুষ্পরাশি আছিল যা মনে !
থর থর সেই ফুলে সাজায়েছি ডালা
পর পর সেই ফুলে গাঁথিয়াছি মালা !

শূন্য প্রাণ

ওরে রে পাগল

জ্বলিছে নয়নে তব কি নব বাসনা,
কী গীত রয়েছে বাকি ;—কি নব বাজনা ?
উচ্চারিত হয় নাই কি প্রেম-মন্তর,
কোন পূজা লাগি তব আকুল অন্তর ?
আমি ত দিয়াছি যা' কিছু আছিল সার—
ওরে রে পাগল, ওরে পাগল আমার !

নিবিড় নয়ন হতে দিয়াছি দরশ,
এ শুভ্র দেহের আমি দিয়াছি পরশ,
পরাণের প্রীতি পুষ্প, প্রতি হাসি গীত,
জীবন যৌবন ভরা সকল সঙ্গীত,
তোমারে করেছি দান !   কি চাহ আবার,
ওরে রে পাগল, ওরে পাগল আমার !

তোমারে করেছি পূজা, দেবতা সমান,
প্রভাতে মধ্যাহ্নে গাহি সুমঙ্গল গান ;
সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালি, ধূপ ধুনা দিয়া
আরতি করেছে মোর প্রেম পূর্ণ হিয়া !
আর কি করিব দান, কি আছে আবার
ওরে রে পাগল ওরে পাগল আমার ।

কবি-চিত্ত

সন্ধ্যা শেষে পুনর্ব্বার করেছি বরণ
সমস্ত রজনী ভরে করেছি স্মরণ,
তোমারে, তোমারে শুধু, হাসিয়া প্রভাতে
আনিয়াছি পুষ্পাঞ্জলি ভরিয়া দুহাতে।
আর কি আনিতে পারি কি আছে আমার—
ওরে রে পাগল, ওরে পাগল আমার।

সকল ঐশ্বর্য্যে আমি সাজায়েছি ডালি,
পরিপূর্ণ প্রাণে মোর করিয়াছি খালি,
আরো যে চাহিছ তুমি! কি দিব গো আনি,
চাও যদি লয়ে যাও শূন্য প্রাণখানি।
তবে কি মিটিবে আশ, চাহিবে না আর?
ওরে রে পাগল, ওরে পাগল আমার।

সাঁঝের ছায়ায়

ওগো আধ পরিচিত !
আধ-অজানিত
অতিথির প্রায় ।—

এসেছ ভ্রমিয়া শেষে—
আমারি এ দেশে—
ধূসর ছায়ায় !

নয়ন অধর শ্রান্ত
কত সুখ-ক্লান্ত
প্রখর প্রভায় !

বক্ষে মোর রাখি মাথা
জুড়াইবে ব্যথা
শীতল সন্ধ্যায় ?

অগ্নিরূপে চলে গেলে
ভস্ম হয়ে এলে
সাঁঝের বেলায় ;

আমার যৌবনতপ্ত
প্রেম অভিশপ্ত
অন্তর মেলায় !

কবি-চিত্ত

থাক্ বঁধু সেই ভাল !
কাজ নাই আলো
প্রভাত প্রভায়

যাহা আছে তাই দাও
আঁখি পানে চাও
সাঁঝের ছায়ায় ।

প্রেম

এ প্রাণ আছিল শূন্য অলঙ্কারহীন.
তব প্রেম আজি তার বসন-ভূষণ ;
জড়ায়ে অন্তরে মোর প্রতি নিশি দিন
করিতেছে নগ্ন প্রাণে লজ্জা নিবারণ !
আমার হৃদয় ছিল সর্ব্ব গীতহারা,
তব প্রেমে বাজে প্রিয়ে সকল রাগিণী !—
সুখপূর্ণ, শান্তিপূর্ণ অমৃতের ধারা—
করেছে জীবন মোর সঙ্গীত বাহিনী !
সর্ব্বসুখে বিভূষিত গরবিত প্রাণ
বক্ষেতে চাপিতে চায় সে প্রেম গৌরব !
বৃথা আশা ! বিশ্বমাঝে বেজে উঠে গান ;
বাতাসে ভরিয়া যায় ফুলের সৌরভ !
তবে এস নমি মোরা দেবতা চরণে—
সেইখানে বাঁধা রব জীবনে মরণে !

প্রেম সত্য

জ্ঞানচক্ষু দিয়ে
তোমারে দেখিনে প্রিয়ে !
তোমারে দেখেছি শুধু
হৃদি-নেত্র দিয়ে।
তাই মোর, এত ভালবাসা !
বিচার করিলে, তুমি
শুভ্র কি কাল ?

বিচার করিনে, তুমি
মন্দ কি ভাল !
কাননের পুষ্প সম
ওগো পুষ্প মম !
যে মুহূর্ত্তে দেখিয়াছি
বাসিয়াছি ভাল !
তাই মোর, এত ভালবাসা !

অনন্ত সরল নিত্য
সত্য যে প্রকার
একেবারে মন প্রাণ
করে অধিকার—
তুমি তো তেমনি ক'রে

মন প্রাণ ভোরে
তব প্রেম সত্য রাজ্য
করেছ বিস্তার
তাই মোর, এত ভালবাসা !

জ্ঞানচক্ষু দিয়ে
তোমারে দেখিনি প্রিয়ে !
তোমারে দেখেছি শুধু—
হৃদি-নেত্র দিয়ে !
তাই মোর, এত ভালবাসা !

টান

রচনা বিভোর করি যেমন করিয়া
আপন রচনাগুলি হাতে তুলি' নিয়া
উলটি পালটি তারে পরাণ ভরিয়া
শতবার পড়ি পড়ি করে সম্ভাষণ !—
সেইরূপ হে প্রেয়সী ! আমিও তোমার
সৌন্দর্য্য সম্পদ রাজি হেরি বারে বার,
শতবার চলে গিয়ে ফিরিয়া আবার
তব প্রেমমন্ত্র প্রিয়ে ! করি উচ্চারণ !
কবিতা কবির আশা তাই তারে টানে
তুমি মোরে কিসে টান, কে জানে কে জানে

দান

ওগো, আমার প্রাণে যত প্রেম আছে
তোমারে করিনু দান ;
তুমি, নয়ন মুদিয়া, তুলিয়া লইও
ভরিও তোমার প্রাণ !
তুমি, সরমের বাধা মেন না মেন না
চেও না কাহারো পানে ;
ওগো, এ প্রেম নির্ম্মল ফুলের মতন
দেবতা সকলি জানে !

অস্তিমে

নিভিয়া গিয়াছে হাসি,
শুকায়ে এসেছে ফুল,
নিষ্প্রভ জীবন আজি,
মৃত্যুর এ কিরে ভুল !

যৌবন চলিয়া গেছে
স্বপন গিয়াছে তার,
চরাচরে ছেয়ে গেছে,
পরাণের অন্ধকার !

কবি-চিত্ত

বঁধু নাই—বাঁশী নাই—
বৃন্দাবন ? তাও নাই,
অন্তরের সাধগুলি,
পুড়িয়া হয়েছে ছাই !

আজ শুধু মধু-স্মৃতি
শ্মশানে কুসুম সম,
পুরাতন জীর্ণ গৃহে,
মলিন প্রদীপ মম।

মৃত-রবি-কর-রেখা,
শুষ্ক ফুল সঙ্গে তার,
জীবন ভরিয়া মোর ;
কাঁদে অন্ধ হাহাকার ।

শুকায় শুকা'ক ফুল
থেমে যায়, যাক হাসি,
লক্ষ্যহীন অন্ধকারে,
হৃদয় যাইবে ভাসি ।

চাহি না শুনিতে আশে
বসন্তের পুষ্পরাণী,
ঢেল না শ্রবণে তব,
বীণা-বিনিন্দিত বাণী ।

অন্তিমে

জ্বেল না জীবনে আর
তোমার সোণার বাতি
আছে প্রাণে, থাক্ থাক্
আমার আঁধার রাতি।

শতছিন্ন ছিদ্র বস্ত্র
পরিধানে আছে যার
কনক আলোক রেখা,
লজ্জার কারণ তার।

ভাসিয়া গিয়াছে স্বপ্ন
ভুলিয়া যেতেছি গান
সাজে না জীবনে তার
বসন্ত ব্যাকুল তান।

সকলি হারায়ে গেছে
জীবন দিয়াছি ছেড়ে—
আঁধার হৃদয় মাঝে,
আঁধার গিয়াছে বেড়ে

নিভিয়া এসেছে হাসি
শুকায়ে এসেছে ফুল
বিধাতার একি লীলা,—
মৃত্যুর একিরে ভুল।

রাগ

'রাগ করেছ কি' ? ওগো ! কার নাই রাগ
হৃদয়ে জ্বলিছে দেখ কত শত অনুরাগ !
কত না সুখের লাগি কত ভাবনায়,
কত না সুখের মাঝে কত বেদনায়,
সকল প্রভাত বেলা সারা দিনমান
কত না তোমার তরে কেঁদেছে পরাণ !
যেমনি আসিলে তুমি সারাদিন পরে
দাঁড়ালে আমার কাছে হাতখানি ধরে
সোহাগে সরমে মোর চোখে জল ভাসে
মরা দেহে ভরা-প্রাণে কথা নাহি আসে !
ব্যথাভরা আঁখি দিয়ে চেয়ে আছি তাই
ভাবিছি আমারে আমি কেমনে বুঝাই !
রাগ করি নাই ওগো ! করি নাই রাগ।
আমার যে পোড়া প্রাণে ভরা অনুরাগ !

প্রাণের স্বপ্ন

নীরব আঁধার নিশীথ সমীর
বিমল আকাশ—জীবন অধীর
আনত ভূমে!
শত সুখ দুঃখ, আছিল ফুটিয়া
পরাণ আমার পড়েছে লুটিয়া
আজি ঘোর ঘুমে।
গেছে দুঃখ আজ গেছে ভয় লাজ
গেছে ভেঙ্গে সুখ—শত শত কাজ
শুধু স্বপ্ন চুমে!
আজিকে সত্যের কল্পনা কাহিনী
সকলি অলীক,—বিরামদায়িনী,
স্বপনের ধূমে
শুধু আশা চুমে!
যদি যায় যাক্—জীবন ভাসিয়া
যদি আসে থাক্ মরণ জাগিয়া
বিজড়িত ঘুমে
শুধু স্বপ্ন চুমে।

মহাশূন্য

জীবন, জীবন কোথা ?—যেন নিরবধি,
মরণ নিঃশ্বাস বহে অতৃপ্তি লইয়া,
যেন চুপি চুপি অই—কাঁদাইছে হৃদি,
অতীত সে জীবনের প্রতিধ্বনি দিয়া।

জীবন, জীবন কোথা ? ভ্রান্তি স্বপনের,
দৃপ্ত সুরা পান করে শুধু ভুলে থাকা !
একি হাসি একি কান্না ! শুধু বসে বসে
ভবিষ্যের চিত্রপটে অতীতেরে আঁকা !

মহান মুহূর্ত্ত এক জীবনে পশিয়া
ভাসাইয়া লয়ে গেছে—গ্রাসিছে সকল।
কোথা তুমি কোথা আমি,—গেছে হারাইয়া
রয়েছে অনন্ত ব্যথা হৃদয় সম্বল।

সে ব্যথা বাজিছে আজো ; আমার জীবন
তারি যেন প্রতিধ্বনি, আর কিছু নয় !
যত হাসি যত অশ্রু—যাতনা স্বপন,
করেছে জীবন যেন মহাশূন্যময়।

স্বপ্নে

এত করে বাঁধি বুক,
কেন ভেঙ্গে যায় ?
জীবনের মহাব্রত স্বপনে মিলায়।
একটি প্রভাত লাগি
এতকাল ছিনু জাগি,
আজি এ সাঁঝের মাঝে
পড়েছি ঘুমায়ে !

অবশ শিথিল দেহ
নাহি দুঃখ নাহি গেহ
ভাঙ্গিয়া গিয়াছে হৃদি
পড়িয়াছি নু'য়ে।
অই ত উষার হাসি,
আকাশে উঠিছে ভাসি,
আকাশ স্বরগ এই আছিল আমার !

আজি জাগিয়াছি তবে,
পুরেছে বাসনা ভবে,
এইবারে ডেকে লও দেবতা আমার।

নানা স্বপনের মায়া,
হৃদয়ে ফেলেছে ছায়া,
এ নহে উষার হাসি—নিশি আঁধিয়ার
নিরাশ কম্পিত হৃদে স্মৃতি সাধনার।

মোছ আঁখি

মোছ আঁখি, মনে কর এ বিশ্ব সংসার
কাঁদিবার নহে শুধু বিশাল প্রাঙ্গণ
রাবণের চিতাসম যদিও আমার
জ্বলিছে জ্বলুক প্রাণ, কেন গো ক্রন্দন ?
অপরের দুঃখ জ্বালা হবে মিটাইতে
হাসি-আবরণ টানি দুঃখ ভুলে যাও,
জীবনের সরবস্ব অশ্রু মুছাইতে,
বাসনার স্তর ভাঙ্গি বিশ্বে ঢেলে দাও।
হায় হায় জনমিয়া যদি না ফুটালে
একটি কুসুম কলি নয়ন কিরণে
একটি জীবন-ব্যথা যদি না জুড়ালে
বুকভরা প্রেম ঢেলে—বিফল জীবনে।
আপনা রাখিলে, ব্যর্থ জীবন সাধনা ;
জনম বিশ্বের তরে—পরার্থে কামনা।

বিদায়

বিদায়

বসেছিনু তোমা তরে ওগো সারারাতি
চাঁদের আলোয় আর প্রাণের খেলায় ;
কখন ঘুমালে তুমি নিবাইলে বাতি !
এখনো বসিয়া আছি ভোরের বেলায়
তোমারি দুয়ারে প্রিয়ে ! ঘুমাও ঘুমাও
করুণ উষায় লব নীরব বিদায় !
যদি ভেঙ্গে যায় ঘুম দেখিবারে পাও
অকস্মাৎ মনে পড়ে প্রভাত বেলায় !
কি জানি কি কহিবে গো ! কি গীত গাহিবে !
পলকে টুটিয়া যাবে স্বপন আমার !
কি জানি কি গাহিবে গো ! কি ব্যথা বাজিবে !
অজানা তরাসে প্রাণ কাঁপিছে আবার !
ঘুমাও ঘুমাও তব স্বপ্ন মহিমায় ।
করুণ উষায় লব নীরব বিদায় !

কামনা

আমি নই, আমি নই ! হে পূর্ণ সুন্দরী,-
সত্যই আমার তুমি নহ কামনার ;
কি শুনিতে কি শুনেছ ! মরিছে গুমরি,
আমারি পঞ্জর মাঝে, গীত বাসনার ।
মোহ মুগ্ধ লাজ দীপ্ত গীত বাসনার ।

আমি নই ! আমি নই ! নব শিশু সম,
জন্মেছে মরমে মোর এ নব বাসনা,
নয়ন আলোকে তব ! ক্ষম মোরে ক্ষম,
এ নহে এ নহে আমি, এ কোন কামনা
অযাচিত আশাতীত, এ কোন কামনা !

চুম্বন

আমার চুম্বন এক চঞ্চল বিহঙ্গ
নিমেষে উড়িয়া যায় তব মুখপানে !
উড়ায়ে আরক্ত পাখা ভাসাইয়া অঙ্গ !
যত ডাকি আয় ! আয় ! পরিচিত তানে
শুনে না সে ! ঠেলি ঠেলি নীলিম-তরঙ্গ
যতদূরে তুমি আছ তত দূরে যায় !
কাছে গিয়া মুগ্ধ-হিয়া আমারি বিহঙ্গ
স্বর্গ হতে ফিরে আসে পাগলের প্রায় !

আমার মন

ওরে মন তুই ঘুমা,
ওরে মন তুই ঘুমা,—
তোরে বক্ষ হতে সুধা দিব
চক্ষে দিব চুমা !—
মন তুই ঘুমা।

গগনে গরজে ঘন,
আঁধার ধরণী !
কোথা যাবি অন্ধকারে
পাগলের মণি ?

ওরে মন তুই ঘুমা
ওরে মন তুই ঘুমা
তোরে বক্ষ হতে সুধা দিব
চক্ষে দিব চুমা,
মন তুই ঘুমা !

কার চোখে আলো জাগে ?
কারে তোর ভাল লাগে ?
কোন্ রত্ন—কোন্ হেম ?
কার যত্ন—কার প্রেম ?
সংসারে সকলি মন
—ছুদিনের ধুমা !

কবি-চিত্ত

ওরে মন তুই ঘুমা,
ওরে মন তুই ঘুমা,
তোরে বক্ষ হতে সুধা দেব
চক্ষে দিব চুমা,
মন তুই ঘুমা।

কে তোরে বাসিবে ভাল
আমার মতন ?
কে তোরে করিবে আর
এত বা যতন ?

মেলিস না পক্ষ তোর
রে মোর বিহঙ্গ !
বাহিরে গর্জ্জিছে শত
আঁধার তরঙ্গ !

অনন্ত অচেনা দেশ—
কোথা যাস্ ভাসি ?
বক্ষেতে লুকায়ে থাক
চির বক্ষবাসী !

ওরে মন তুই ঘুমা,
ওরে মন তুই ঘুমা,
তোরে বক্ষ হতে সুধা দিব
চক্ষে দিব চুমা
মন তুই ঘুমা।

তুমি

ওগো প্রিয়, তুমি মোর সর্ব্ব জীবনের
চির প্রেমার্জ্জিত শত তপস্যার ফল!
ওগো প্রিয় তুমি মোর পূর্ণ মরণের
সহস্র আসন্ন আশা সহায় সম্বল
নিতান্ত আমারি তুমি।

তুমি আছ দাঁড়াইয়া বিরাট অটল,
অতি উর্দ্ধে দৃষ্টি তব স্বর্গপানে ধায়!
সমস্ত জীবন তব সম্পূর্ণ সফল,
আমি আছি তোমারি ও চরণের ছায়
তোমারি চরণ চুমি!

যদি কোনদিন তব উজ্জ্বল নয়ন
হেথায় ফিরিয়া আসে দেব স্বপ্নভুলে!
আমি তাই পাতিয়াছি আমার শয়ন
চেয়ে দেখ তোমারি ও চরণের মূলে
নিষ্ফল কোরনা মোরে!

খুলিয়া হৃদয় দ্বার আমি বিছাইব
যত না সৌন্দর্য্য আছে, যত না স্বপন;
সর্ব্ব কোমলতা মোর আমি পেতে দিব
তুমি ক'র ওগো ক'র আমার জীবন
তোমার চরণভূমি!

তুমি ও আমি

আমার এ প্রেম মোর চিত্ত হতে এসে,
তোমারি লাবণ্য মাঝে নিত্য খেলা করে,
কৌতূহল দীপ্ত আঁখি, সুখশ্রান্তি শেষে,
আবার তোমারি বক্ষে ঘুমাইয়া পড়ে।

আমার আকাঙ্ক্ষা সখি! পতঙ্গের মত
দিবসে নিশীথে শুধু দগ্ধ হতে চায়,
ঢলিয়া পড়িছে তব সর্ব্বাঙ্গ সতত,
অতৃপ্তের তৃপ্তি লাগি উন্মত্তের প্রায়।

আমার এ মন সখি! মুগ্ধ কবি সম,
সর্ব্বদা করিছে শত সঙ্গীত রচনা,
গাঁথি গাঁথি সুখ দুঃখ পুষ্প অনুপম,
আপনি চরণে তব ঢালিছে আপনা।

তুমি আমি কাছে তবু দূরে দূরে থাকি
দুজনার মাঝে এক দীপ 'জ্বেলে রাখি!

আপনার মাঝে

(১)

ওরে রে অশান্ত মন!
কারে তুই চাস্?
আজি এ সন্ধ্যার মাঝে
কোথা তুই যাস্?
ভুবন ভ্রমিয়া এলি
কোথাও কি পেলি!
মিছে তবে কেন তুই
ঘুরিয়া বেড়াস্?
সুখ হীন শান্তি হীন
ঘুরিয়া বেড়াস্।
আপন হৃদয়ে তবু
খুঁজেছিস্ কভু?—
আপন মরম তলে
পাস্ কিনা পাস্।
সকল ভুবন ঘুরি
যারে তুই চাস্?

(২)

ওরে পাখি, সন্ধ্যা হ'ল আয়রে কুলায়!
সমস্ত গগন ভরে
আঁধার পড়িছে ঝরে
ওরে পাখি! অন্ধকারে! নীড়ে ফিরে আয়!
বন্ধ কর পক্ষ তোর আয় রে কুলায়।

যতক্ষণ আলো ছিল মিটে নি কি আশ ?
ওরে সারা দিনমান
তুই করেছিস পান,
যত মধু ছিল ভরি গগন আকাশ
এবে আলো সাঙ্গ হ'ল মিটেনি পিয়াস ?

ওরে আয় ফিরে আয় আপনার মাঝে,
ওরে বন্ধ কর্ পাখা,
অপূর্ব্ব আলোক মাখা,
অনন্ত গগনতল হেথায় বিরাজে !—
ওরে আয় ফিরে আয় আপনার মাঝে।

(৩)

ভয় নাই ভয় নাই হে আমার মন !
এ যে শুধু ক্ষণিকের মোহ অন্ধকার !
আবৃত অন্তরে তোরা জ্যোতিঃ চিরন্তন
ডুব্ দে ডুব্ দে তবে আপন মাঝার।
পূর্ণ কর ওরে পাখি ! পক্ষ দুটি তোর
আপন আনন্দে ভরা আত্মার আলোকে,
আপনারি জ্ঞানে হয়ে আপনি বিভোর
অন্তর গগন তলে উড়িস্ পুলকে।

ব্রহ্মাণ্ডে পড়িবে তোর চরণের ছায়া
বাসনা বিলুপ্ত হবে আত্মার মাঝারে,
দুই হাতে ছিন্ন করি শত মিথ্যা মায়া
আপনার মহিমার দুন্দুভি বাজা রে।

ভয় নাই ভয় নাই, রে আমার হিয়া,
মুহূর্ত্তের ভ্রান্তি শুধু আনিছে আঁধার !
জীবনের জ্যোতির্ম্ময় প্রদীপ জ্বালিয়া
দেখারে আপন পথ আপন মাঝার।

(৪)

তবু যে তরাসে কাঁপে শ্রান্ত হিয়াখানি
আপনার অন্তরের পথ নাহি জানি !
সম্মুখে পশ্চাতে তার
অন্তহীন অন্ধকার
ঘিরিছে সতত তারে ঘন আবরণে,—
এই ঘোর অন্তরের অন্ধকার বনে।

ভয় নাই ওরে মন ! কর রে নির্ভর
অন্ধকারাক্রান্ত এই আপনারি পর !—
এই যে আঁধার রাজি
নয়ন ভরিছে আজি,
এরি মাঝে পাবি তুই আত্ম-পরিচয়
মুহূর্ত্তের ভ্রান্তি শুধু আর কিছু নয় !

কবি-চিত্ত

নিবেদন

হে মোর বিজয়ী রাজা! এস তবে আজ
সমর উল্লাস-ভরা বিজয় হুঙ্কারে!—
দর্পভরে সগৌরবে ওগো রাজরাজ!
এস আজ রুদ্ধ এই অন্তর দুয়ারে!
ছিন্ন কর বক্ষ মোর কৃপাণে তোমার
চূর্ণ করে দাও মোর সোণার মন্দির!
ধূলিসাৎ হয়ে যাক্ হৃদয়-আধার,
বিজয় দুন্দুভি তব বাজুক গম্ভীর!
আমি অশ্রুজল চখে পরাইব আজ
জয়মাল্য তব কণ্ঠে ওগো রাজরাজ!

প্রার্থনা

নিখিলের প্রাণ তুমি ! তুমি হে আমার
দিবসের দিনমণি, নিশার আঁধার ;
জাগরণে কর্ম্মভূমি,
শয়নের স্বপ্ন তুমি,
ওগো সর্ব্বপ্রাণময় ! তুমি যে আমার
দিবসের দিনমণি, নিশার আঁধার !
নিও পাপ নিও পুণ্য—
হৃদয় করিও শূন্য
ভরি দিও শূন্যপ্রাণ তব পূর্ণতায় !
মহান করিয়া দিও তব মহিমায়।
আমারে জড়ায়ে নিও
আমারে ঢাকিয়া দিও
ওগো মহা আবরণ ! তুমি যে আমার
দিবসের দিনমণি, নিশার আঁধার !

গান

আমার পরাণ ভরি উঠে যত গান
তোমার পরাণ হ'তে পায় যেন প্রাণ !
হে অনন্ত ! হে মহান ! তুমি প্রাণসিন্ধু !
পরাণ তরঙ্গে তব আমি প্রাণবিন্দু !
আমারে ভাসায়ে রাখ পরাণ পরশে
আমারে ডুবায়ে দাও পরশ-হরষে !
আজিকে ডুবুক যত ছোট খাট গান
ওই তব মহাগানে। ওগো মোর প্রাণ !
ওগো প্রাণস্পর্শি ! করহ পরশ মোরে।
তোমার অনন্ত গানে প্রাণ যা'ক ভরে !

নীরবতা

আজি শান্ত হিমগিরি, শান্ত তরুলতা !
প্রশান্ত গগনকোলে তপন জ্বলিছে !
পরাণ মন্দিরে আজি মহানীরবতা
হে নীরব ! হে মহান্ ! তোমারে বরিছে !
পূর্ণ করে দাও আজি শান্ত এ হৃদয়
হে অনন্ত ! হে সম্পূর্ণ ! নীরবে নিভৃতে
নিঃশব্দে ভরিয়া দাও অন্তর নিলয়,
ওই তব শব্দহীন মহান সঙ্গীতে !

সাগর সঙ্গীত

"মালা"র পর ১৯১০ সালে পিতৃদেব সাগর সঙ্গীত লিখেছিলেন; এবং ১৯১৩ সালে তা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

সীমাহীন সমুদ্রের রূপের প্রতি বাবার আন্তরিক আকর্ষণ ছিল। তাই বার বার তিনি ছুটে গিয়েছেন সাগরের আহ্বানে,—আদিঅন্তহীন বিশাল জলধির সঙ্গে অনন্ত নীলাকাশের যে মিলন, সে মিলনে সাগরের উচ্ছল নৃত্য তাঁর অন্তর স্পর্শ করেছিল—তাই আদিঅন্তহীন বিশাল নীলাম্বুর বিভিন্ন রূপের তরঙ্গ ভঙ্গীতে মুগ্ধ হয়ে সেই অসীম রূপকেই তিনি "সাগর সঙ্গীতে"র ছন্দে বেঁধে রাখলেন। অসীম সাগরের মধ্যে "জীবন দেবতা"কে খুঁজে বার করতে "মালঞ্চে"র ঈশ্বরবিদ্রোহী কবি "মালা"য় ঈশ্বর-সান্নিধ্যে এসে মহাসাগরের মহান ঐশ্বরিক গীতিময়রূপে ডুবে গেলেন।

গণইতে দোষ গুণ লেশ ন পাওবি
যব তুহুঁ করবি বিচার।

হে আমার আশাতীত হে কৌতুকময়ি !
দাঁড়াও ক্ষণেক। তোমা, ছন্দে গেঁথে লই
আজি শান্ত সিন্ধু ওই ম্লান চন্দ্র করে
করিতেছে টল্‌মল্ কি যে স্বপ্ন ভরে !
সত্যই এসেছ যদি হে রহস্যময়ি !
দাঁড়াও অন্তর মাঝে ছন্দে গেঁথে লই।
দাঁড়াও ক্ষণেক ! আমি অর্ণবের গানে,
পরিপূর্ণ শব্দহীন, অন্তরের তানে,
ছন্দাতীত ছন্দে আজি তোমারে গাঁথিব
অন্তর বিজনে আমি তোমারে বাঁধিব !
তুমি কি রবেনা সেথা, হে স্বপ্ন-অঞ্চলা !
ছন্দবদ্ধ, পরিপূর্ণ নিত্য অচঞ্চলা !

সাগর সঙ্গীত

১

আজিকে পাতিয়া কান,
শুনিছি তোমার গান,
হে অর্ণব! আলো ঘেরা প্রভাতের মাঝে
একি কথা! একি সুর!
প্রাণ মোর ভরপূর,
বুঝিতে পারিনা তবু কি জানি কি বাজে
তব গীত মুখরিত প্রভাতের মাঝে!

২

ভরিয়া গিয়াছে চিত্ত তোমারি ও গানে!
আমি শুধু চেয়ে আছি প্রভাতের পানে।
কখনো বাজিছে ধীর,
কখনো গভীর,
কখনো করুণ অতি, চোখে আনে জল,
উদ্দাম উন্মাদ কভু করিছে পাগল!

তোমার গীতের মাঝে,
কি জানি কি বাজে!
তোমার গানের মাঝে কি জানি বিহরে,—
আমার সকল অঙ্গ শিহরে, শিহরে!
ওই তব পরাণের অন্তহীন তানে;
আমি শুধু চেয়ে আছি প্রভাতের পানে।

৩

ওই তো বেজেছে তব প্রভাতের বাঁশী—
আনন্দে উৎসবে ভরা! সূর্য্যকর রাশি
তোমার সর্ব্বাঙ্গে আজ আনন্দে লুটায়,
উজ্জল উছল জলে কুসুম ফুটায়!

গীতভরা স্বর্ণালোকে ফুটে পুষ্পদল,
তোমার চরণ বেড়ি করে টলমল!
তোমার সঙ্গীত আজি বিহঙ্গের প্রায়,
মাখি সে সোণার স্বপ্ন তার সর্ব্ব গায়,
উড়িয়া বেড়ায় মোর হৃদয় আকাশে,
প্রেমের তরঙ্গে আর বসন্ত বাতাসে!

৪

কোথায় রাখিব আজ এ সুখের ভার,
কারে দিব আজ মোর অশ্রু উপহার!
এই অজানিত সুখ, এ দুঃখ অজানা,—
বাধাহীন এ উৎসবে, মানেনা যে মানা।
সকল সুখের রাশি পুষ্প হ'য়ে ফুটে,
সব দুঃখ আজ মোর, গীত হ'য়ে উঠে!

বিচিত্র এ গীত লোক, পুষ্পের কানন!—
কি জানি কেমন করে কাঁপিছে এমন!—
কোথায় রাখিব বল অন্তরের ভার,
তোমার উৎসবে আজি, হে সিন্ধু আমার!

৫

তরঙ্গে তরঙ্গে আজ যেই গীত বাজে,
সোণার স্বপন ভরা প্রভাতের মাঝে ;
সেই গীতে ভরি গেছে হৃদয় আমার,
গগনে পবনে বহে সেই গীত ধার !

কি মোরে করেছ আজ ! মনখানি মম,
শত শত তন্ত্রীভরা গীতযন্ত্র সম,—
পরশি তোমার করে কাঁপিয়া কাঁপিয়া,
গরবে গৌরবে আজ উঠিছে বাজিয়া।

৬

এই তো এসেছে উষা অনন্তে ভাসিয়া,
স্বপ্নসম শুভ্রালোক অঙ্গে জড়াইয়া,
তরঙ্গ তরঙ্গ পরে ঝরিয়া পড়িছে,
শুভ্র এই স্বপ্নালোকে স্বপন রচিছে।
পূর্ণ আজ এ আলোকে সকল আকাশ,
অনন্ত সঙ্গীত মাঝে নীরব বাতাস !

নিঙাড়ি ও বক্ষভরা সর্ব্ব আকুলতা,
গীত ধ্যানে রচিতেছ শব্দ নীরবতা !
হে গায়ক অনন্তের ! কোথা গীত বাজে ?
শব্দহীন কোন্ লোকে ? কোন্ উষা মাঝে ?

৭

জানিনা কথার মোহ, ভাষার বিন্যাস,
জানিনা গানের সুর, তান লয় মান,
আমার অন্তর তলে মুক্ত চিদাকাশ,
অনন্তের ছাপ ভরা আমার পরাণ !

সাড়া পাই তারি আমি সঙ্গীতে তোমার
প্রভাতের আলো মাঝে, সাঁজের আঁধারে
তাই আমি খুলিয়াছি হৃদয় দুয়ার,
তোমারি গানের মাঝে খুঁজি আপনারে !
অপূর্ব্ব এ মিলনের গোটাকত গীতে
পরাণ ভরেছি আজ তব পায়ে দিতে !

৮

তোমারি এ গীত প্রাণে সারা দিনমান,
আমি যে হয়েছি তব হাতের বিষাণ !
আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী !—বাজাও আমারে
দিবস রজনী ভরি আলোকে আঁধারে.
বাজাও নির্জ্জন তীরে, বিজন আকাশে,
সকল তিমির ঘেরা আকুল বাতাসে,
মায়ালোকে, ছায়ালোকে, তরুণ উষায়,—
বাজাও বাসনাহীন, উদাসী সন্ধ্যায় !
ওগো যন্ত্রি ! আমি যন্ত্র, বাজাও আমারে,-
তোমার অপূর্ব্ব এই আলো অন্ধকারে !

৯

আমার জীবন লয়ে কি খেলা খেলিলে !
আমার মনের আঁখি কেমনে খুলিলে !
আমার পরাণ ছিল কুঁড়ির মতন,
তোমার সঙ্গীতে তারে ফুটালে কেমন !
সকল জীবন যেন প্রস্ফুটিত ফুল,
বিচিত্র আলোকে গন্ধে করিছে আকুল !
সমস্ত জনম যেন অনন্ত রাগিণী
তব গীতে ওগো সিন্ধু ! দিবস যামিনী !

১০

অপূর্ব্ব এ গীতলোকে উড়িয়া বেড়ায়
সঙ্গীত আকুল হৃদি বিহঙ্গের প্রায় !
কোনকালে কোনখানে অন্ত নাহি পাই,
অনন্ত এ গীতলোকে উড়িয়া বেড়াই !
অনন্ত শবদ ভরা অকূল নির্জ্জন,
বিচিত্র এ সঙ্গীতের নীরব গর্জ্জন ।

অনন্ত এ গীতলোকে আপনা ডুবাই
কোনকালে কোনখানে তল নাহি পাই ।
হে অতল ! হে অগাধ সঙ্গীত মণ্ডল !
কি শব্দে নিঃশব্দে ফোটে চিত্ত শতদল !

১১

ওগো চিত্রকর কত রঙ্গে রচিতেছ,
কত বর্ণে বর্ণে তুমি ফুটায়ে তুলেছ
তোমার কুসুম কুঞ্জে অপরূপ ফুল!
অপূর্ব্ব আলোকে তব ঐশ্বর্য্যে অতুল!
আঁখি মোর ছুটিতেছে দরশ লোলুপ
ঘিরিয়া ঘিরিয়া তব পুষ্প অপরূপ!
চাহিনা কুসুম কুঞ্জ চাহি শুধু গান,
শবদ তরঙ্গে আমি ভাসাইব প্রাণ!
তবে দাও দাও মোরে দাও ডুবাইয়া,
সঘন তিমির তুলি দাও বুলাইয়া,
আমার নয়ন পটে! আমি অন্ধ হব,
শবদ সাগর মাঝে আমি ডুবে রব!
আর কিছু রহিবে না। ভুবন মণ্ডল
গানে গানে সুরে সুরে কাঁপিবে কেবল।

১২

কি আজ ভাসিছে তব বক্ষ পরকাশি
উজল স্বপ্নের মত পরিপূর্ণ চাঁদে!
কি অনন্ত শান্তিভরা জোছনার রাশি,
পরাণে ঝঙ্কারি ওঠে আনন্দে, অবাধে!
পূর্ব্ব জনমের একি স্বপনের ছায়া,
কোন্ পূর্ব্ব পুণ্যফলে উঠেছে ভাসিয়া
তোমার হৃদয়তলে! কোন্ পূর্ব্ব মায়া
রচিতেছে স্বপ্ন তব জীবনে জাগিয়া!

আমার পরাণে আজি, কাঁপিছে কেবল
জোছনা তরঙ্গে শত স্মৃতি পুষ্পদল।
শত জনমের যেন হাসি অশ্রুভারে,
পরাণ উঠেছে গাহি গীত পারাবারে।
সকল জনম যেন এক হ'য়ে গেছে,
একটি পুষ্পের মত স্বপ্নে ভাসিতেছে।

১৩

আজি মেঘপূর্ণ দিন ধূসর আঁধার!
তরঙ্গ তরঙ্গ পরে ঝাঁপায়ে পড়িছে
অশান্ত বেদনা ভরে দুলিছে ফুলিছে,
কাঁপিছে গর্জ্জিছে যেন মহা হাহাকার!

আজি যে আকাশ ভরা ধূসর আঁধার!
আজি যে বক্ষের মাঝে মহা হাহাকার!
একি সুখ? একি দুঃখ,—প্রণয় গভীর
একি? উত্তাল, উন্মাদ, অশান্ত অধীর!
কি গাহিছে, কি চাহিছে, হৃদয় আমার
আজি যে আকাশ ভরা ধূসর আঁধার!

১৪

আজি যে আঁধার ভরা তোমার আকাশ!
আজি যে পাগল করা তোমার বাতাস।
আজি যে ফেলেছে ছায়া প্রলয় তুফান
তোমার আঁধার বুকে। আজি তব গান
অন্তহীন দিশাহারা, উন্মাদের মত
আমার হৃদয়তলে গরজে সতত।

তবে এস, ভেসে এস, উন্মাদ আমার!
খুলিয়া রেখেছি বক্ষ আঁধারে তোমার।
ভাসিব, ডুবিব, আজ প্রলয় আভাসে,
মরণ আঁধার ভরা আকাশে বাতাসে!

১৫

এ নহে স্বপন কুঞ্জে কুসুমের হার,
এ নহে কোমল যন্ত্রে মধুর ঝঙ্কার।
এ যে গো নির্দ্দয় রুদ্র! মরণের রঙ্গে,
চরাচর ডুবে যায় প্রলয় তরঙ্গে!
ঘন ঘোর অট্টহাসে মরণ ডম্বরে,
লাফায়ে ঝাঁপায়ে পড় পাতালে অম্বরে;
বিদ্যুৎ বিহীন নিশা অশনি বরজে
ছিন্ন ভিন্ন বক্ষে তব মরণ গরজে!
উন্মত্ত তরঙ্গে তব অযুত ফণিনী
বিস্তারি অসংখ্য ফণা অনন্ত রঙ্গিনী
ঘন ঘোর ঝঞ্ঝা বায়ু আঁধার পরশে
ভীষণ-ভৈরব একি প্রলয় বরষে!
লক্ষ লক্ষ দানবের বিকট চীৎকারে
মন্দ্রিছে মরণ গীতি অনন্ত আঁধারে।

১৬

অনন্ত এ প্রভঞ্জন মোর বক্ষ ভরি'
ছিন্ন পাল ভগ্ন হাল ডুবে মনতরী !
প্রলয়পয়োধি জলে মরণের পারে
আশ্রয় বিহীন প্রাণ অনন্ত আধারে !
এস তবে মৃত্যুরূপে ওগো সিন্ধুরাজ
অবারিত বক্ষ মাঝে তুমি রবে আজ

১৭

হে রুদ্র মরণদেব ! জটী জটাধর !
প্রলয় ত্রিশূল তব সংহর ! সংহর !
জীবনেরে ছেড়ে দাও বাঁচিতে মরিতে,
আপন হৃদয় কুঞ্জে আপনারি গীতে !
অনাদি কালের বক্ষে সৃষ্টি শতদল,
আপনারি সুখে দুঃখে করে টলমল,
অনন্ত সঙ্গীত ঘেরা গগনের তলে
তোমার সঙ্গীত ভরা তরঙ্গিত জলে।
তাহারে ছাড়িয়া দাও ফুটিতে ঝরিতে,
হে রুদ্র প্রলয় সিন্ধু !—বাঁচিতে মরিতে

১৮

রাখ, রাখ, রথ তব, হে অন্ধ বিজয়ী,
নামাও হস্তের অস্ত্র, সন্ধ্যা আসে ওই,
শান্তিময়ী, ধীরে ধীরে, মৃদুল চরণে,
গগন ভরিয়া গেল ধূসর বরণে !
রাখ রথ ! শান্ত হও ! ওগো রণশ্রান্ত !
হে মোর বিজয়ী বীর, হে আমার ক্লান্ত !

আমার পরাণ তরে বৃথা যুদ্ধ করা
আমিতো আপনা হ'তে দিতেছিনু ধরা !
জ্বেলে দিব সন্ধ্যাদীপ তোমার পরাণে
হৃদয় মন্দির তব ভরি দিব গানে।
পাতিব তোমার তরে শয্যা সুশীতল
তোমার চরণ তলে রবে শান্তি জল।
আমার পরাণ তরে মিছে যুদ্ধ করা
আমি যে আপনা হ'তে দিতেছিনু ধরা !

১৯

আবার ফিরেছ প্রভু ! হৃদয় গহনে
ফলে ফুলে পরিপূর্ণ আনন্দ পবনে !
থেমে গেছে আজ তব প্রলয় সঙ্গীত,
অধর নয়নে ভাসে জীবন ইঙ্গিত।

আমি চেয়ে আছি তব প্রভাতের পানে
কি আনন্দ বহে যায় পরাণে পরাণে !
সঙ্গীত উন্মুখ প্রাণ ফুটিবে এখনি
হৃদয় ভরিব গানে, ডাকিবে যখনি !—
তোমার সঙ্গীত ঘেরা ঝঙ্কৃত গগনে,
তোমার কুসুম ভরা পুষ্পিত পবনে !

২০

তরুণ উষার আলো প্রতি অঙ্গে তব,
সোনার ঢেউয়ের মত বহে' চলে যায়,
উজলি উছলি উঠে স্বপ্ন নব নব —
ঢুলিতেছ আজ তুমি সোণার দোলায় ।
আজি যে সেজেছ সিন্ধু, রাজার মতন ।
সোনার তরঙ্গে বহে প্রেম আপনার ;
তরুণ প্রেমিক এক রাজার মতন—
সোণায় ভরিয়া গেছে হৃদয় আমার !
উষার আলোকে ভরা পরাণ এনেছি
রেখে যাব আজ তব চরণ তলায়,
সোণার কমলে আমি মালিকা গেঁথেছি,
দোলাইব আজ তব সোণার গলায়,
এক সূত্রে বাঁধা রব আমরা দুজনে
তরুণ উষার কোলে স্বপন বিজনে !

২১

আজি যে আকাশ গাহে করুণ সুরে !
হৃদয় উদাস করা করুণ সুরে !
মেঘেরা কি কথা কহে, বাতাস কাঁদিয়া বহে
সাগর চুমিয়া আর গগন ঘুরে—
করুণ সুরে।

আজি যে পরাণ মোর
বাজিয়া উঠেছে ঘোর,
করুণ সুরে।

কিবা খোঁজে কিবা চায়,
কোথা থাকে কোথা যায়,
দূরে অদূরে !

ওই যে মেঘের পানে, ছুটে যায়
কোন টানে
গাহিছে সকল প্রাণে
করুণ সুরে।

নাহি ছন্দ নাহি তান
পরাণ পুরে—
আজি যে আকাশ ভরা করুণ সুরে।

২২

ঘুমাও ঘুমাও এবে হে সিন্ধু আমার !
নির্জ্জন গগনতলে, গীত শ্রান্ত চোখে।
মেঘাক্রান্ত দ্বিপ্রহর, স্তব্ধ চারিধার।
ঘুমাও ঘুমাও এই স্তিমিত আলোকে।

আমি বসে আছি একা এপারে তোমার,
দুই চোখে চেয়ে আছি তব মুখপানে !—
ঘুমাও ঘুমাও তুমি। হৃদয় আমার
জাগিছে কাঁপিছে কোন শব্দহীন গানে।
কবে পাব পরিচয় হে বন্ধু আমার !
কখন জাগিবে তুমি? কোন গীত মাঝে?
আমি রব প্রতীক্ষায়। দুহাত তোমার
বাড়াইয়া দিও তবে অন্ধকার সাঁঝে !

২৩

কবে দেখেছিনু তোমা,—হাতে ধরেছিনু,
চেয়েছিনু চোখে ? কোন্ কালে কোন্ দেশে
সে দিন কি তব সাথে কথা কয়েছিনু—
তুমি গেয়েছিলে গান? চেয়েছিলে হেসে ?
সে দিন কি ছিল প্রাণ এত ভরপূর—
গভীর আবেগ ভরা এত অশ্রুজলে ?

এত কথা এত ব্যথা ওগো এত সুর
সেদিন কি বেজেছিল পরাণ অতলে ?
আমারে কি ধরেছিলে বক্ষে আঁকড়িয়া
স্নেহার্ত্ত বন্ধুর মত দু'হাতে তোমার ?
আমার সকল কথা গেছিল ভাসিয়া
প্রেমের মোহন মন্ত্রে হৃদয় তোমার ?

ওগো সব মনে নাই। শুধু মনে হয়
তোমারে দেখেছি বঁধু কবে কোন্ দেশে
তোমার পরশখানি মনে জেগে রয়,
এতকাল পরে তাই আসিয়াছি ভেসে।
মনে হয় আজি কোন গুপ্ত অভিসারে
ভাল করে দেখা হবে, হবে পরিচয়
যেন কোন মন্ত্রময় আলোক-আঁধারে
জাগিবে মোদের সেই পুরান প্রণয়।

২৪

এখনো জাগেনি কেহ, আমি জাগিয়াছি
নীরবে নিভৃতে হবে দেখা দুজনায়,
এখনো উঠেনি রবি আমি উঠিয়াছি
সিনান করিব তব প্রাণ মহিমায়।
বাহিরের গীত রবে, বাহিরে পড়িয়া,
সবাই শুনে যা সে ত সবাকার তরে—

দিও মোরে ল'য়ে যাব হৃদয় ভরিয়া
যে গীত অতলে তব দিবানিশি ঝরে।
হে সিন্ধু! হে বন্ধু! ওগো তাই আসিয়াছি
সে গীত বাজিবে ব'লে আজি জাগিয়াছি।

২৫

এখনও ওঠে নি রবি, মোহন আঁধার
ঘিরেছে তোমারে যেন স্নেহ আবরণে।—
প্রশান্ত অধর আর নয়ন তোমার
কিবা নিদ্রা, কিবা স্বপ্ন, কিবা জাগরণে!
কি শান্ত সুন্দর চোখে, অর্ণব আমার!
চাহিছ আমার পানে এ মোহ আঁধারে।
কথা মোর, ভাষা মোর, সঙ্গীত আমার,
স্তব্ধ হয়ে গেছে এই সন্ধ্যার মাঝারে।
আমি আছি তব ছোট ভাইটির মত
আমারে স্নেহের চোখে দেখ মাঝে মাঝে।
যে সঙ্গীত বাজিছে তব বক্ষে অবিরত
আমার পরাণে যেন মাঝে মাঝে বাজে।—

২৬

রবিকর পড়িয়াছে অধরে তোমার
প্রশান্ত গভীর তব গৌরবের মত।
আমারি অন্তর হ'তে লইয়া আমার
সোণার স্বপন ঘেরা পুষ্প শত শত

কণ্ঠে দেছ উপহার। আমি শূন্য হাতে
আসিয়াছি তব পারে। হে সিন্ধু আমার!
শুনাও একটি গীত। মোর প্রাণপাতে
ঢালি দেও অন্তহীন অমৃতের ধার
চিরদিন চিরকাল প্রতিধ্বনি তার
বাজিবে উজ্জ্বল করি অন্তর আমার।
আজ হ'তে আমি, হে অর্ণব! হে অশেষ!
গাহিব তোমার গান ফিরি দেশ দেশ।

২৭

থাক থাক আজ নয়। এত লোক মাঝে
যে গান সকলে শুনে সেই গান গাও ;
এরা তো সেজেছে আজ প্রমোদের সাজে
এদের হৃদয় ল'য়ে হাসাও নাচাও।
যবে অন্ধকার আসি ঢাকিবে তোমায়
থেমে যাবে হেথাকার হাসির লহরী
দুই জনে মিলিব হে! গাব দুজনায়
চারিদিকে অন্ধকার রহিবে প্রহরী।
তুমি এক গান গাবে আমি গাব আর
দুজনে ভাসিয়া যাব অনন্ত হরষে!
তোমার অন্তর হ'তে অমৃতের ধার
আমারে ডুবায়ে দিবে তোমার পরশে।
দুই জনে মিলিব হে!—গাব দুজনায়
আঁধার রজনী যবে ঢাকিবে তোমায়।

২৮

ওগো কত কাল ধরে বহিতেছ তুমি
এ গীত বেদনারাশি হৃদয় ভরিয়া।
কত জন্ম জন্মান্তর,
কত যুগ যুগান্তর।—
ওগো কত যুগ হ'তে ওই চিত্ত চুমি
এ গান ধ্বনিছে বিশ্ব পাগল করিয়া—
কত যুগ যুগান্তর
কত জন্ম জন্মান্তর।

হে অনাদি, হে অনন্ত, তব ব্যাপ্ত মহিমায়
এ চির ক্রন্দন ধারা কেমনে বহিয়া যায়
কাঁদিতেছে একি ক্ষুধা একি তৃষ্ণা অনিবার!
একি ব্যথা গরজিছে শ্রান্তিহীন দুর্নিবার?
কত জন্ম জন্মান্তর—
কত যুগ যুগান্তর।

হে আমার অভিশপ্ত! হে বন্ধু আমার!
হে আমার শান্তিহীন অশ্রু পারাবার!
আমি যে তোমার লাগি
এসেছি সকল ত্যাগি,
আমি যে তোমার লাগি আসিব আবার
কত যুগ যুগান্তর
কত জন্ম জন্মান্তর।

২৯

তোমায় আমায় যোগ ওগো পারাবার !
কোন্ দেশে কোন্ কালে কোন্ পরপার
উদারা মুদারা তারা বল কোন্ গ্রামে ?
কোন্ মহা শবদের কোন্ নিত্য ধামে ?
কোন্ সঙ্গীতের কোন্ রাগিণীর প্রাণে ?
কোন্ সুরে কোন্ তালে কোন্ মহাগানে,
অনাদি অনন্ত নিত্য মহাপ্রাণ হ'তে
দুজনে এসেছি যেন দুটি প্রাণস্রোতে !
তারপর কতবার জনমে জনমে
আমরা মিলেছি দোঁহে মরমে মরমে ;
কতবার ছাড়াছাড়ি মিলেছি আবার
তুমি আর আমি আজ ওগো পারাবার !
তুমি ভেসে যাও সখা ! অনন্তের পানে !—
আমি যে ভাসিছি শুধু তোমারি এ গানে !

৩০

নিদ্রাহীন নিশি মোর ভরি দিলে আজ
সঙ্গীত তরঙ্গে তব, ওগো গীতরাজ !
অন্ধকার মাঝে আজি কি শব্দ কল্লোল
চোখে মুখে বক্ষে মোর, তরঙ্গ হিল্লোল
সম, পড়িছে ঝাঁপটি ! কাঁপিছে পরাণ,
ঝটিকায় পূর্ণাহুতি পুষ্পের সমান !

সকল সুখের সর্ব্ব বেদনার ভারে,
উদ্দাম সঙ্গীত ঘেরা এই অন্ধকারে !
তোমারে দেখিতে নারি ! শুধু পরশিছে
আমার বক্ষের মাঝে কি যে বিপুলতা !
কত শত শব্দহীন সঙ্গীত জাগিছে,
কত শত সঙ্গীতের পূর্ণ নীরবতা !
সকল শব্দের মাঝে শব্দাতীত বাণী,
সকল সঙ্গীত মাঝে অগীত কি জানি !

৩১

ছোট ছোট দীপ লয়ে খেলিতেছিলাম,
গুণ গুণ গাহি গান ঘরের ভিতরে :—
ক্ষুদ্র প্রাণে আনমনে আঁকিতেছিলাম
ছোট ছোট স্বপ্ন ছবি প্রদীপের করে !
তোমারে ভুলিয়াছিনু হে সিন্ধু আমার !-
আপনার স্বপ্নবদ্ধ ক্ষুদ্র খেলাঘরে—
আলস্যে রচিত মোর পুষ্প মালিকার
তুলিয়া ধরিতেছিনু ক্ষুদ্র দীপ করে !
যেমনি ডাকিলে তুমি গভীর গর্জ্জনে,
অনন্ত রাগিণী ভরা ধ্বনিতে তোমার,
হৃদয় মন্থন করা বিপুল তর্জ্জনে,
ভেসে গেল অন্তরের এপার ওপার !
ভাঙ্গিল সে খেলাঘর প্রদীপ নিভিল !
আমারে তোমার বক্ষে ডুবাইয়া দিল !

৩২

এখনো নামেনি সন্ধ্যা, দিনমণি অস্তপ্রায়,
আলো অন্ধকার ঝরে, তোমার সকল গায় !
মেঘেরা ভাসিয়া যায়, তোমা পানে চাহি চাহি,
মুগধ বাতাস বহে গুণ গুণ গাহি গাহি।
অনিশ্চিত আলোকের অপূর্ব্ব এ অন্ধকার !
আকাশ চাহিয়া আছে অবাক নয়ন তার।
ওগো সিন্ধু ! অন্ধ তুমি কোন্ ছায়ালোক জুড়ে
গাহিছ করুণ গীতি দ্বিধায় জড়িত সুরে ?
কোন্ প্রশ্ন উঠিয়াছে পাওনি উত্তর তার ?
হৃদয় ভরিয়া আছে কোন্ সমস্যার ভার ?
জীবন মরণ সাথে কি কথা কহিছ আজি ?
কোন্ তন্ত্রী ছিঁড়ে গেছে, কি ব্যথা উঠিছে বাজি ?
তোমার পরাণ হতে আমার পরাণ পরে
সকল আলোক আর সকল আঁধার ঝরে।
পরাণ কাঁপিছে এই ছায়ালোকে ছায়াময়,—
একি সত্য ? একি মিথ্যা ? একি আশা ?
একি ভয় ?

৩৩

আজিকে সঙ্গীত তব কোথা ভেসে যায় ?
ধূসর তরঙ্গ মাঝে নীরব সন্ধ্যায় !
কোন্ দূরে অন্ধকারে কোথা উঠে বাজি ?
আমার পরাণ লয়ে কি করিছে আজি !

আরতির শঙ্খ যেন উঠিল বাজিয়া
তোমার পূজার লাগি ধূপ ধুনা দিয়া
পুণ্য ধূমে সুপবিত্র হৃদয় মন্দির !—
উদাসী সঙ্গীত তব বাজিছে গম্ভীর !
হে পূজারি ! আজি তুমি কোন্ পূজা কর ?
পরাণ প্রদীপ মোর উর্দ্ধে তুলি ধর,
কার পানে, কোন্ মন্ত্র করি উচ্চারণ ?
কোন্ পূজা লাগি বল এত আয়োজন ?
দীক্ষা দাও ওগো গুরু ? মন্ত্র দাও মোরে,
পূজার সঙ্গীতে তব প্রাণ দাও ভ'রে !

৩৪

ওই যে এসেছে সন্ধ্যা ! পূরবী রাগিণী বাজে,
হে সাগর ! তোমার এ প্রশান্ত বুকের মাঝে !
হৃদয় উদাস করা গভীর ঝঙ্কারে তার
প্রাণে প্রাণে মিশিয়াছে নীরব সঙ্গীত ধার।
মুখর তরঙ্গগুলি শান্ত হয়ে আসিতেছে
চঞ্চল বাতাসদল থির হ'য়ে থেমে গেছে !
গগন আলোকহীন, শশী তারা কিছু নাই,
যেন কোন্ মহাশূন্য ঘিরেছে সকল ঠাঁই !
আজি কি মরমে তব, নাহি বাসনার লেশ ?—
হয়েছে সকল প্রেম—সকল কর্ম্মের শেষ ?
মায়াহীন ছায়া ভরা ধূসর এ অন্ধকারে,
আপনার মাঝে তাই ডুবাইছ আপনারে।
আমিও আপন মাঝে আপনা লুকায়ে রাখি !—
যবে যোগ ভেঙ্গে যাবে আমারে তুলিও ডাকি !

৩৫

শব্দহীন মহাকাশ, শান্তিভরা সমুদায়,
আজি বরষিছে সন্ধ্যা তোমার সকল গায়
মহাশান্তি নীরবতা ! হে সাগর ! হে অপার !
বাক্যহীন আজ তুমি শুদ্ধ শান্তি পারাবার।
নীরব সঙ্গীত তব—শান্তিভরা অন্ধকারে
আনন্দে উজলি রাখে মর্ম্ম মাঝে আপনারে !
সে আনন্দে বিরাজিছে তোমার সকল দেহ,
মগ্ন হয়ে গেছে তায় সকল বিষাদ গেহ।
সকল প্রকৃতি আজ পদ্ম হয়ে ভাসে জলে,
মহাকাল থেমে গেছে তোমার চরণ তলে।
আমার বক্ষের পরে যোগাসনে যোগীবর।
নিবিড় নিশ্বাস হীন ধীর স্থির আঁখিকর,
পেয়েছি আভাস আমি পাইনি সন্ধান তার,
যুক্ত করে বসে আছি কর মোরে একাকার।

৩৬

সাধন ভজনে আজি কুসুম উঠেছে ফুটি
সকল গগন ভ'রে। তোমার নয়ন ছুটি
ভক্তিরসে ঢুলু ঢুলু। বিগলিত করুণায়
তোমার তরঙ্গদল নেচে নেচে বহে যায়।
গগন ভরিয়া গেছে সঘন গম্ভীর বোলে,
চরাচর ছেয়ে আছে মধুর কীর্ত্তন রোলে।

হরিবোল ! হরিবোল ! করতাল বাজে যেন,
হৃদয়ে বাজেনি কভু গভীর মৃদঙ্গ হেন !
মুক্তবায়ু প্রভাতের—আনন্দ কীর্ত্তন ভারে,
নাচিছে পাগল হয়ে অন্তরের চারিধারে।
দেবতার তরে আজি আমার আকুল হিয়া
ঢেকেছ ঢেকেছ মরি। কি মধু বিরহ দিয়া।
প্রাণারাম ! প্রাণারাম ! তোমা পাই কি না পাই
আমি ভেসে ভেসে উঠি, আমি ডুবে ডুবে যাই !
হে সাধক, হে ভকত, করহ কীর্ত্তন নব !
সঙ্গে রেখ চিরকাল, সাধন ভজনে তব !

৩৭

এপারে আলোক ভরা ওপারে আঁধার !
পার করে দাও মোরে ওগো পারাবার !
হেথায় তোমার মাঝে
কি জানি কি বাজে !—
তোমার গানের মাঝে, আলো কি আঁধার !
(আমি) দেখিব ওপারে গিয়ে
শুনিব পরাণ দিয়ে !—
তোমার গানের মাঝে আলো কি আঁধার !
এ পারের গীতগুলি
পরাণে লয়েছি তুলি,
মালিকা গাঁথিব তায় ওপারে তোমার,—
আমারে ভাসায়ে লও তোমার ওপার !

৩৮

ওপারে কি আলো জ্বলে রহস্যের মত,—
যে আলো দেখেনি কেহ প্রভাতে সন্ধ্যায় ?
ওপারে কি গীতধ্বনি জাগে অবিরত,—
যে গান শুনেনি কেহ দিবসে নিশায় ?
ওপারে কি বসে কেহ তৃষ্ণার্ত্ত আকুল,
পরাণ-পরশ তরে আমারি মতন ?
ওপারে কি দেখা যায়, অনন্ত অতুল,
তোমার অন্তর ছায়া পরাণ স্বপন ?
আমি যে তৃষিত বড়, ওগো মহাপ্রাণ !
আমি যে তৃষ্ণার্ত্ত অতি পরাণ মাঝারে !
আমারে ডুবায়ে দাও, ওগো মহাপ্রাণ ।
আমারে ভাসায়ে লও, তোমার ওপারে,
তবে কি মিলিবে মোর আশার স্বপন ?
কাঙ্গাল পরাণ হবে রাজার মতন ?

৩৯

এপার ওপার করি পারি না ত আর,
আজ মোরে লয়ে যাও অপারে তোমার
পরাণ ভাসিয়া গেছে কূল নাহি পাই !—
তোমার অকূল বিনা কোথা তার ঠাঁই !
আজি যে ঘিরেছে মোরে গাঢ় অন্ধকার
সাড়া শব্দ নাহি পাই পরাণ মাঝার !

নীরব ক্রন্দনে ভরা চোখে নাহি জল,
আজি যে তোমার তরে পরাণ পাগল!
খুঁজেছি তোমারে কত তরঙ্গের মাঝে,
খুঁজেছি যেখানে তব গীতধ্বনি বাজে।
তোমার অপূর্ব্ব ওই আলো অন্ধকারে,
প্রতিদিন প্রতিরাত্র খুঁজেছি তোমারে!
হে মোর আজন্ম সখা! কাণ্ডারী আমার
আজ মোরে লয়ে যাও অপারে তোমার!

অন্তর্যামী

"সাগর সঙ্গীতে"র পর ১৯১৪ সালে অন্তর্যামী প্রকাশিত হয়। "অন্তর্যামী"তে দেবালয়ে দেবতার আরতির জন্য কবির উদ্বেলিত হৃদয়ের পরিচয় পাই। ভগবদ্ভক্তির পরিচায়ক এই অন্তর্যামী কাব্যগ্রন্থ। এক কথায় বাবার ধর্ম্ম-জীবনের চিত্র একে বললেও চলে। তিনি আর তাঁর অন্তরের দেবতা এখানে বিরাজিত। আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলনের তীব্র আকুলতাই এখানে অনুভূত হয়।

"মালঞ্চে" কবি যে ফুল দিয়ে "মালা" গেঁথেছিলেন, সে মালা প্রেম-অশ্রুতে সিঞ্চিত করে "অন্তর্যামী"তে নিবেদিত হোল। বৈষ্ণব দর্শনে ভক্তির চরম ও পরম পথ আত্মনিবেদনে। "অন্তর্যামী"তে তাই পিতৃদেব নিবেদিত প্রাণ, তাঁর কাম্য বস্তুকে লাভ করবার আশায় উৎসুক। 'আমার সকলি তুমি' এই বলেই যেন পূর্ব্বের সেই সন্দেহাকুল অস্থিরতা হতে কবি এখন পরম নির্ভরতার শান্তি পেলেন; এই শান্তি এক আশার আলো ছড়িয়ে দিয়ে বাঙালীর স্বভাবধর্ম্মের অন্তর্মু´খীন সাধনার বার্ত্তা বাঙালী-অনুভূতিকে জাগিয়ে দিল। প্রেম, ভক্তি ও ত্যাগ মার্গের পথিক হয়ে, পথ চলতে চলতে তাঁর অভিলষিত স্থানে এসে ভবানন্দে বিভোর হয়ে গেলেন তিনি।

জীবনে কণ্টকিত পথের মধ্য দিয়ে আত্মত্যাগে ক্ষত-বিক্ষত চরণে, শ্রান্ত দেহে, তিনি লাভ করলেন পরম বস্তুকে—যুগে যুগে যার উদ্দেশ্যে মানবযাত্রী প্রার্থনা করে গিয়েছে "দেহি পদপল্লব মুদারম্"।

অন্তর্যামী ১

(১)

কেমনে লাগিয়া গেছ, মন-তটে !
কেমনে জড়ায়ে গেছ, আঁখি-পটে !
সকল দরশ মাঝে
তুমি উঠ ভেসে,
সকল পরশমাঝে
তুমি উঠ হেসে !
সকল গণনা মাঝে
তোমারেই গুণি !
সকল গানের মাঝে
তব গান শুনি !
ওগো তুমি মালাকর
মন-মালিকার !
সাথী তুমি, সাক্ষী তুমি
সব সাধনার !
কেমনে জ্বালিলে দীপ, আঁখি-আগে
নিরখি নিরখি মোর, প্রাণ জাগে !

(২)

যখনি দেখিতে নারি, অন্ধকার আসে,
পথ খুঁজে মরে প্রাণ, তারি চারি পাশে !
কোথা হ'তে জ্বলে দীপ, সম্মুখে তাহার ?
নয়নে দরশ আসে, চলে সে আবার !

যখনি হৃদয়-যন্ত্রে ছিঁড়ে যায় তার,
সুরহীন হয়ে আসে সঙ্গীতের ধার।
কোথা হ'তে অলক্ষিতে তুমি দাও সুর ?
মহান সঙ্গীতে হয় প্রাণ ভরপুর !

(৩)

ঘুরিতে ঘুরিতে আজ জীবনের অন্ধকারে
সম্মুখে সকলি বন্ধ, তুই পথ তুই ধারে !
কোন্ পথে যাব আজ ভেবে ভেবে নাহি পাই।
কে দেখাবে আলো মোরে ? কেহ নাই ! কেহ নাই !
কিছু নাই কিছু নাই পরাণের চারিপাশে !
আঁধার নয়নে আরো আঁধার ঘনায়ে আসে।

হে মোর বিজন বঁধু, হে আমার অন্তর্যামী !
কতদিন কতবার আভাস পেয়েছি আমি !
আজ কি বঞ্চিত হব, ফেলে যাবে একেবারে ?
এ মহা বিজন রাতে এই ঘোর অন্ধকারে ?
হা হা ! হা হা ! করি উঠে পরিচিত হাস্যরব।
কোথা তুমি কোথা তুমি এযে অন্ধকার সব !
যেখানেই থাক নাথ ! আছ তুমি আছ তুমি !
সকল পরাণ মোর তোমার চরণ ভূমি
ভাবনা ছাড়িনু তবে ; এই দাঁড়াইনু আমি !
যে পথে লইতে চাও ল'য়ে যাও অন্তর্যামী !

(৪)

যে পথেই ল'য়ে যাও, যে পথেই যাই ;
মনে রেখ আমি শুধু, তোমারেই চাই !
প্রথম প্রভাতে সেই বাহিরিনু যবে,
তোমার মোহন ওই বাঁশরীর রবে,
সেদিন হইতে বঁধু !—আলোকে আঁধারে
ফিরে ফিরে চাহিয়াছি পরাণের পারে !
তোমারে পেয়েছি কি গো ? তাত মনে নাই !
সদাই পাবার তরে নয়ন ফিরাই !
শৈশবে পথের ধারে করিয়াছি হেলা ;
সে কি শুধু অকারণ আপনার খেলা ?
সে দিন তোমারে বঁধু ! পারিনি ধরিতে !—
আমার খেলার মাঝে মোরে খেলাইতে !
প্রমোদের দীপ জ্বালি খুঁজেছি তোমারে
যৌবনে সকল মনে আপনা বিকাই !
পুষ্পিত ঝঙ্কৃত সেই আলোক আগারে
কেমনে রাখিলে বঁধু ! আপনা লুকাই !
সুখের মাঝারে শুধু সুখ খুঁজি নাই !
তুমি জান দুঃখ মাঝে করেছি সন্ধান
তোমারে তোমারে শুধু ; পাই বা না পাই,
বঁধু হে ! তোমারি লাগি আকুল পরাণ !
বঁধু হে ! বঁধু হে ! আমি তোমারেই চাই !—
যে পথেই লয়ে যাও, যে পথেই যাই !

(৫)

এ পথেই যাব বঁধু? যাই তবে যাই!
চরণে বিঁধুক কাঁটা তাতে ক্ষতি নাই!
যদি প্রাণে ব্যথা লাগে, চোখে আসে জল,
ফিরিয়া ফিরিয়া তোমা ডাকিব কেবল।
পথের তুলিব ফুল কাঁটা ফেলি দিব
মনে মনে সেই ফুলে তোমা সাজাইব!
গুন গুন গাহি গান পথ চলি যাব,
মনে মনে সেই গান তোমারে শুনাব!
দরশন নাই দিলে কাছে কাছে থেক!—
যদি ভয় পাই বঁধু! মাঝে মাঝে ডেক!

(৬)

ভরা প্রাণে আজ আমি যেতেছি চলিয়া
তোমারি দেখান এই বন পথ দিয়া!
কত না সোহাগভরে তুলিতেছি ফুল
কত না গরবে মোর হৃদয় আকুল!
কত না বিচিত্র রাগে পরাণ কাঁপিছে!
কত না আশার আশে হৃদয় নাচিছে!
কে যেন কহিছে কথা হৃদয় মাঝারে!
কে যেন আঁকিছে আলো নিশীথ আঁধারে!
কে যেন কি জানি মোরে করায়েছে পান,—
বাতাসে পত্রের মত মর্ম্মরে পরাণ।

যেন কার তালে তালে ফেলিছি চরণ
যেন কার গানে গানে ভরিছি জীবন।
তোমারি মোহিনী একে তোমারি মোহিনী
ভাবে ভোর তাই বঁধু! বুঝিতে পারিনি।

(৭)

কেমন ক'রে লুকিয়ে থাক এত কাছে মোর।
বুকের মাঝে কেমন করে! চোখে বহে লোর!
দিবস নিশি কতই তব কথা শুনি কানে!
প্রাণের মাঝে তোলা পাড়া মানে অভিমানে।
পরশ তব স্বপন সম প্রাণে আনে ঘোর
নিশ্বাস তব মুখে লাগে কাঁপে প্রাণ মোর!
তোমার প্রেমে এত জ্বালা, আগে নাহি জানি!
চোখের জলে ভেসে ভেসে আজি হার মানি।
ছেড়ে দাও ত চলে যাই তুমি থাক পিছে
দরশ যদি নাহি দিলে সোহাগ করা মিছে!

(৮)

ক্ষম অভিমান বঁধু ক্ষম অভিমান
আঁধারে তোমার লাগি ঝরিছে নয়ান!
বাহু বাড়াইয়া দিলে কিছু নাহি পাই,
শূন্য মনে ভূমিতলে কাঁদিয়া লুটাই।

বুঝি এই প্রেমে লাগে অনেক সাধনা ;—
তবে ছেড়ে দিনু আমি ! কর গো রচনা
আমার জীবন লয়ে যাহা তুমি চাও !—
পরাণের তারে তারে আপনি বাজাও !
আমি কাঁদিব না আর, কথা নাহি কব,
নয়ন মুদিয়া শুধু পথে প'ড়ে রব।

(৯)

কাঁদিব না মুখে বলি, আঁখি নাহি মানে,
পরাণে কেমন করে, পরাণি তা জানে !
রাগ করিও না বঁধু ! আঁখি যদি ঝরে,
তুমি জান সেই অশ্রু তোমারই তরে !
এত ক'রে চাপি বুক তবু হাহাকার
ছিঁড়িয়া হৃদয় মোর উঠে বার বার !
সে শুধু তোমারি তরে, তোমা পানে ধায়,—
তোমারে না পেয়ে, মোর বুকে গরজায়।
এই অশ্রু এই ব্যথা এই হাহাকার
(তুমি না লইবে যদি, কারে দিব আর ?)

(১০)

মরম আঁধারে বঁধু ! প্রদীপ জ্বালাও !
আমার সকল তারে, বাজাও বাজাও :

আপনি বাজাও! আমি কথা নাহি কব!
নয়ন মুদিয়া আমি শুধু চেয়ে রব!

(১১)

কোন্ ছায়ালোক হ'তে প্রাণের আড়ালে,
এমন সোহাগ ভরে প্রদীপ জ্বালালে!
ওগো ছায়ারূপী! কোন্ ছায়ালোকে তুমি
তুলিতেছ গীতধ্বনি, হৃদিতন্ত্রী চুমি
মোহন পরশে? আমি কথা নাহি কই!
বঁধু হে! নয়ন মুদে শুধু চেয়ে রই!

(১২)

কোথা ওই ছায়ালোক কোথা প্রাণ খানি!
এই প্রাণ প্রান্ত হ'তে কত দূর জানি!
কত দূর, কত কাছে, ভেবে নাহি পাই!—
আঁধারের মাঝে শুধু আঁখি মুদে চাই!
একি মোর মরমের অজানিত দেশ?
এই প্রাণ-প্রান্ত কি গো পরাণের শেষ?
এ কি গো তোমার বঁধু! গোপন আবাস?
হোথা হ'তে মাঝে মাঝে দিতেছ আভাস?
আমি ত জানি না কিছু, তুমি সব জান!—
কোথা হতে এত ক'রে মোরে তুমি টান?

(১৩)

ওই ছায়ালোকে ভাসে নিভৃত মন্দির !
অপূর্ব্ব আলোক ভরা অন্ধকারে ঢাকা !
শত লক্ষ চূড়া তার আনন্দ গম্ভীর,
উঠেছে কোথায় যেন স্বপ্নপটে আঁকা !
নাহি বৃক্ষ তবু আছে বৃক্ষেরি মতন
শত শত পল্লবের আড়াল করিয়া !—
শত লক্ষ পুষ্প লতা অপূর্ব্ব বরণ
পাকে পাকে উঠিতেছে ঘিরিয়া ঘিরিয়া !
উজ্জ্বল স্বপন ভরা আনন্দ গম্ভীর
ওই ছায়ালোকে ভাসে অপূর্ব্ব মন্দির !

(১৪)

নাহি মেঘ, তবু যেন ছুটাছুটি করে
অপূর্ব্ব আলোক ছায়া মেঘেরি মতন !
নাহি চন্দ্র ! নাহি সূর্য্য ! কি যে স্বপ্ন ভরে
উজলি রেখেছে তারে, সে কোন্ গগন !
নাহি শব্দ, তবু যেন মধুর গম্ভীর
ঝরিতেছে নিরন্তর কার গীত ধার !—
প্রশান্ত আনন্দ ভরা, ধীর অতি ধীর !—
কে যেন বন্দনা করে কোন্ দেবতার !
বর্ণাতীত বর্ণে ঢাকা আনন্দ গম্ভীর
ওই ছায়ালোকে ভাসে নিভৃত মন্দির !

(১৫)

ওই ছায়া মন্দিরের কোথারে দুয়ার !
কোন্ পথে যেতে হবে ?
কে বল আমারে কবে ?
যেন হেরি মনে মনে বন্ধ চারিধার !
ওই ছায়া মন্দিরের কোথারে দুয়ার !

কঠিন পাষাণে যেন বন্ধ চারিধার
প্রবেশের পথ নাই,
যতই যাইতে চাই !
তবু আশা নাহি ছাড়ে অন্তর আমার !
ওই ছায়া মন্দিরের কোথারে দুয়ার !

(১৬)

যেতে হবে যেতে হবে যেতে হবে মোর
আমার অন্তর আত্মা, বাসনা বিভোর,
উড়ে যেতে চায় ওই মন্দিরের পানে !
প্রাণ মোর ভরপুর কি কাতর গানে !
কেন হাসিতেছ তুমি নির্ম্মম নিষ্ঠুর ?
অজানিত পথ কি গো এতই বন্ধুর ?
যেতে হবে যেতে হবে যেতে হবে মোর
যেমন করেই হউক যেতে হবে মোর !
পথ খানি যেথা থাক পাব আমি পাব,
যেমন করেই হোক যাব আমি যাব !

(১৭)

পথ খানি লাগি প্রাণ ইতি উতি চায় !
পথের না দেখা পেয়ে কাঁদে উভরায় !
কোথা পথ কোথা পথ কোথ পথ খানি
সে পথ বিহনে যে গো সব মিছা মানি !
এদিকে ওদিকে চাই চকিত পরাণে,
পাগলের মত ধাই পথের সন্ধানে !
এই পথ দেখে ভাবি পেয়েছি পেয়েছি !
এ পথ সে পথ নয় ! এ পথে এসেছি !
নিশ্বাস ফেলিয়া বলি, কত দূর জানি,
এই প্রাণ প্রান্ত হতে সেই পথ খানি ।

(১৮)

তুমি হাসিতেছ বঁধু ! তাই মনে হয়
সেই পথ খানি মোর কাছে অতিশয় !
এদিকে ওদিকে চাই পাগলের মত
কোথা পথ ? কোথা পথ ? খুঁজিছি সতত
তবু পথ নাহি মিলে ! দিশাহারা মন,
রূপ রস গন্ধ নাহি—আঁধার বিজন !
সব গীতি থেমে গেছে ! ছিন্ন ফুল হার,
সম্মুখে আলোক নাহি, পশ্চাতে আঁধার !
তবু সেই পথ লাগি ঘুরিছি সতত
এই ঘোর মন-বনে পাগলের মত !

(১৯)

পথের লাগিয়া মন মন-পথ-বাসী !
আমি ত আমাতে নাই, শুধু কাঁদি হাসি !
গৃহহীন সঙ্গীহীন ! স্বপ্নে হেসে উঠি,
না পেয়ে সে পথ পুন স্বপ্ন যায় টুটি !
কে যেন আমার মাঝে পথ খুঁজে মরে,
আকুল নয়নে কার অশ্রু জল ঝরে !
সে যে আমি, সে যে আমি, আমি সে পাগল !
সব ভুলে অন্ধকারে কাঁদিছি কেবল !
মন মাঝে এক সুরে বাঁশী বাজে ওই !—
কোথা পথ কোথা পথ কই পথ কই ?

(২০)

সব তার ছিঁড়ে গেছে ! এক খানি তার
প্রাণ মাঝে দিবানিশি দিতেছে ঝঙ্কার !
সব আশা ঘুচে গেছে ! একটি আশায়
ভূলুণ্ঠিত প্রাণলতা আকাশে দোলায় !
সব শক্তি সব ভক্তি যা কিছু আমার
এক সুরে প্রাণ মাঝে কাঁদে বার বার !
সব কর্ম্ম শেষে আজ, মন একতারা
বাজিতেছে সেই সুরে অন্ধ দিশা হারা !
সেই পথ লাগি আজ মন পথ-বাসী
সেই পথ খানি মোর গয়া গঙ্গা কাশী !

(২১)

সে পথের হইতাম ধূলিকণা যদি
আঁকড়িয়া থাকিতাম তারে নিরবধি !
বুকে বুকে থাকিতাম,
কভু নাহি ছাড়িতাম !
আঁকড়িয়া থাকিতাম তারে নিরবধি !
সে পথের পথিকের পদতলে বাজি,
মিশে মিশে হইতাম পদ-রজ-রাজি !
আঁকড়িয়া থাকিতাম,
মিশে মিশে হইতাম,
ধূলায় ধূসর তার পদ-রজ-রাজি !

(২২)

ধূলায় ধূসর তার চরণ তলায়
ধূলা হয়ে থাকিতাম দিবস নিশায় !
কিছুতে না ছাড়িতাম,
জেগে লেগে রহিতাম,
সেই পথ পথিকের চরণ তলায় !

একদিন অকস্মাৎ কম্পিত পরাণে
তারি পায় উঠিতাম মন্দির সোপানে
কি গান যে গাহিতাম,
হাসিতাম, কাঁদিতাম,
চরণের ধূলা হয়ে মন্দির সোপানে !

(২৩)

কি আর কহিব বঁধু! আমি যে পাগল!
কি যে কহি কি যে গাহি আবল তাবল
আমি মত্ত দিশাহারা,
দীন কাঙ্গালের পারা!—
একটি আশার আশে পথের পাগল।

নয়ন দরশহীন হৃদয় বিকল
সব অঙ্গ জরজর শিথিল বিফল!
ফিরে ফিরে গৃহে আসি
শুধু অশ্রুজলে ভাসি!
বুকে টেনে লও ওগো! পরাণ পাগল!
পাগলেরে আর তুমি, ক'রনা পাগল!

(২৪)

একি? একি? ওই বুঝি, সেই পথ ভূমি?
মন-মাঝে ঢেকে ঢেকে রেখেছিলে তুমি!
তুমিই দেখালে পুনঃ! ওগো গুণ-মণি!
কত গুণের বঁধু তুমি কেমনে তা ভণি!
কণ্ঠ রোধ হয়ে আসে কথা নাহি মিলে।
কেমনে বুঝাব বঁধু! তুমি না বুঝিলে!
সব সুখ একেবারে ফুটিবারে চায়!
সব দুঃখ গীত হয়ে পরাণে মিলায়!

সব আশা সব ভাষা এক হয়ে যায়
একটি ফুলের মত চরণে লুটায়!

(২৫)

লও সে অঞ্জলি লও পরাণ বঁধু হে!
প্রাণারাম! প্রাণারাম! প্রাণবল্লভ হে!
দরশ তুমি নাহি দিলে,
পরশ তুমি দিও হে—
চোখে চোখে রেখ সদা পরাণ বঁধু হে!

(২৬)

শুভলগ্নে আজ তবে, যাত্রা কারলাম!
মনো-পথের পথিক হয়ে, পথে ভাসিলাম।
আঁধার পথ আলো ক'রে
দিও তুমি সোহাগ ভরে
পরাণ ভরে পরশ দিও, পরাণ বঁধু হে!—
প্রাণারাম! প্রাণারাম! প্রাণবল্লভ হে!

(২৭)

বাজা রে বাজা রে তবে! বাজা জয়ডঙ্কা!
নাহি লাজ নাহি ভয়, নাহি কোন শঙ্কা!
পরাণ খানি কাঁপছে কত জয়মাল্য গলে,
ফুলের মত কি জানি গো ফুটছে হৃদিতলে

সুখের মত দুঃখ আজ, দুখের মত সুখ!
কোন্ গানের গরবে ওগো ভরিয়াছে বুক?
প্রাণের মাঝে একি শুনি? কি নীরব ভাষা!
বুকের মাঝে কোন্ পাখী গো বাঁধিয়াছে বাসা!
পায়ের তলে বাজে পথ! প্রাণ আজিকে রাজা
বাজা রে বাজা রে তবে, জয়ডঙ্কা বাজা!

(২৮)

কি আনন্দে ভরপুর হৃদয় আমার!
বঁধু হে! আজিকে মোর, পথ চলা ভার!
পরাণবঁধু! বঁধু হে!
কি আর তোমায় কব হে।
আঁখি জলে ভরে হ'ল পথ চলা ভার!

আমার গলায় দোলা সেই মালা খানি,
এত যে ভারের বোঝা আগে নাহি জানি!
আমার বঁধু বঁধু হে!
কি আর তোমায় কব হে!
ফুলের ভারে ভেঙ্গে পড়ি, পথ চলা ভার!

(২৯)

ওই যে কার গীতধ্বনি জয়ধ্বনির মত,
হৃদয় খানি ছাপাইয়ে উঠছে অবিরত!

পরাণ বাঁধা কিসের জালে,
নাচছি যেন কিসের তালে
ভরা পালে তরীর মত ভাসছি অবিরত !
অনেক দিনের অশ্রু সাধা,
এমন পথে এমন বাধা
পরাণ আমার কিসের তরে
কি জানি গো কেমন করে !—
হাল হারাণ তরীর মতন ভাসছি অবিরত !
আমি আর কি করতে পারি,
আমি যে গো চলতে নারি,
সুর হারান গানের মত ভাসছি অবিরত !

(৩০)

তোমার আছে অনেক সুর, একটি সুর দাও !
যে সুরটি হারিয়ে গেছে, তাহারে ফিরাও !
সেই সুরের তালে মানে,
বাঁধ্‌ব আমার প্রাণে প্রাণে !
অনেক দিনের সাধা সুর, সেই সুরটি দাও।
তোমার আছে অনেক গান, একটি গান গাও !
যে গান আমি ভুলে গেছি, সে গান শুনাও !
দাঁড়িয়ে আছি পথের মাঝে,
সে গান জানি কোথায় বাজে !
অনেক গানের অনেক সুরে, কেন গো জড়াও ?
আমি চাই একটি গান, সে গানটি গাও !

(৩১)

তুমি গাও একবার! আমি গাই পুনঃ!
তোমার গান আমার মুখে কেমন শুনায় শুন!
তোমার গান তোমার রবে, আমি শুধু গাব!
তোমার কথায় তোমার সুরে, পরাণ জুড়াব!
আমার গান হয়ে গেছে, গাও আরেক বার!
তেম্‌নি তেম্‌নি তেম্‌নি ক'রে, গাও হে আবার!
তুমি যবে গাইবে বঁধু! আমি দিব তাল!
আমি যে ভাসাব তরী তুমি ধর' হাল!
দুজনায় এম্‌নি করে পথ চলি যাব!
(এম্‌নি এম্‌নি এম্‌নি করে, সে মন্দির পাব)

(৩২)

তুমি হেসে হেসে বঁধু! কর গোলমাল!
বোধ হয় সবি যেন স্বপনের জাল!
তবে কি বৃথায় আমি, এই পথ বাহি?
এ পথের শেষে কিগো সে মন্দির নাহি?
তবে কি বৃথাই মোর চিত্ত ছুটে যায়
ওপারের ছায়াময় মন্দিরের গায়?
এত অশ্রু এত ব্যথা নাহি ব্যর্থ হবে!—
সত্য পথ বাহিতেছি তব বংশী রবে।
তুমি জান তুমি জান, ওগো মন-বাসী!
তুমি ত ভাসালে মোরে তাই আমি ভাসি

(৩৩)

এবার তবে চলিলাম সুরটি করে বুকে
সকল জ্বালায় বাজিয়ে দেব সকল সুখে দুখে
এই তো আমার পোষা পাখী, রবে বুকে জড়িয়ে!
ঘুমিয়ে যদি পড়ে সে গো! চুমি দিব জাগিয়ে!
আঁধার যদি আসে আরো, নেব তারে টানিয়ে
প্রাণের মাঝে রাখব তারে, প্রাণে প্রাণে বাঁধিয়ে!
তোমার গান আমার গান এক হয়ে যাবে!—
পথের মাঝে তরুলতা, সেই গানটি গাবে!
তবে তুমি থাকবে বঁধু! থাকবে কাছে কাছে!
থাকবে তুমি বুকের মাঝে, থাকবে পাছে পাছে!

(৩৪)

পথের মাঝে এত কাঁটা! আগে নাহি জানি!
কাঁটা বনের ভিতর দিয়া গেছে পথখানি!
কাঁটায় কাঁটায় ফালা ফালা,
কাঁটার ডাল কাঁটার পালা,
কাঁটার জ্বালা বুকে করে, গেছে পথ খানি!

কাঁটার ঘায় জ্বলে জ্বলে চল্‌ছি পথ বাহি!
বেড়া আগুনের মত
জ্বলছে প্রাণে অবিরত!—
সে জ্বালায় জ্বলে জ্বলে এই পথ বাহি!
তোমার গাওয়া প্রাণের গান,—সেই গান গাহি

(৩৫)

তোমার পথে এত কাঁটা ! আগে নাহি জানি !
আপন হাতে যাহা দাও, তাই ভাল মানি !
একটু খানি সোহাগ দিও, দিও জ্বালাতন !
একটু খানি পরশ দিও, হোক্ না কাঁটাবন !
একটু খানি আলোক দিও আঁধার বনমাঝে !
একটু খানি বুকে টে'ন যখন ব্যথা বাজে !
একটু খানি ধরিয়ে দিও, তোমার গানের সুর
সব-জুড়ান সুধা-স্রোতে, ভরব প্রাণ পুর !
কাঁটার জ্বালা ভুলে যাব, চল্‌ব গান গাহি !—
পথের শেষে দিও বঁধু ! যাহা প্রাণে চাহি !

(৩৬)

কাঁটার জ্বালায় জ্বলে মরি, বঁধু হে আবার !
জ্বালার উপর জ্বালা ! আজি প্রাণ অন্ধকার !
জীবনের যত সুখ শেষ হয়ে গেছে,
যত ফুল ফুটে ফুটে ঝরে শুকায়েছে,
যত দীন দুঃখে আমি ভরেছিনু প্রাণ,
যত শ্বান্ত আনন্দের গেয়েছিনু গান ;
ছোট খাট সুখে যত উৎসবের রাতি
ফুলে ফলে সাজাতাম জ্বালিতাম বাতি,
লুকায়ে আছিল সব কি জানি কোথায় !
প্রেতের মতন আজি ঘিরেছে আমায় !

(৩৭)

সে দিনের গানগুলি মনে করেছিনু
গাওয়া হলে সব বুঝি শেষ হয়ে যাবে।
হৃদয় উজাড় করি সকলি ঢালিনু !
কে জানিত তারা পুনঃ হৃদয়ে লুকাবে !
ওই ওই ওই সেই ব্যর্থ ভালবাসা !—
দীর্ণ হৃদয়ের সেই, প্রমত্ত পিপাসা !
ওই ওই ওই আসে মোর পানে চেয়ে
ভীষণ ভৈরব দল ওই আসে ধেয়ে !
কোথা যাব, কোথা যাব, কোথায় লুকাব ?
ভয়ে ভেঙ্গে পড়ে প্রাণ, কেমনে বাঁচাব ?

(৩৮)

ক্ষণে ক্ষণে বাঁচে প্রাণ ! ক্ষণে ক্ষণে মরে !
বুকের মাঝে ভূতে প্রেতে কত নৃত্য করে !
পরাণের আশে পাশে, বিভীষিকা যত
আঁখি খুলে আঁখি মুদে হেরি অবিরত,
প্রাণ খানি মোর যেন গ্রাস করিবারে !
আসে সব আসে ধেয়ে ঘোর অন্ধকারে !
চারিদিকে শুনি শুধু, বিকট চীৎকার !
পরশে অন্তরে শুধু মৃত্যুর আঁধার !
ভয়ে ত্রাসে সব অঙ্গ কাঁপে থরথর !
কাঁপিতেছে সর্ব্বপ্রাণ মৃত্যু জরজর !

(৩৯)

এস আমার আঁধার ঘেরা! এস ভয়হারী
এস এস হৃদ্‌মাঝারে, হৃদয়বিহারী!
এস আমার আঁধার বুকে, এস আলো ক'রে!
এস আমার দুখের মাঝে সকল দুখ হরে!
এস আমার সকল প্রাণে ওগো প্রাণহরা!
এস আমার সকল অঙ্গে ওগো সোহাগ ভরা!
এস আমার প্রাণের মালা! এস মালাকর!
এস এই ঝড়ের মাঝে! এস বুকের 'পর!
এস আমার মরণ কালে এস হাসি হাসি!
আন তোমার মরণ-হরা সব-ভুলান বাঁশী!

(৪০)

এস আমার মন-বাসে টিপি টিপি পাও!
চরণ তলে প্রাণে প্রাণে কুসুম ফুটাও!
তেমনি করে আবেগ ভরে পিছনে দাঁড়াও!
তেমনি করে হাত দুখানি নয়নে বুলাও!
তেমনি করে মুখে চোখে পড়ুক নিশ্বাস!
তেমনি করে দিয়ে যাও চুম্বন আভাস!
তেমনি করে গোপন কথা কও কানে কানে!
তেমনি করে গানের মত বাজ প্রাণে প্রাণে!
তেমনি করে কাঁদি আর তেমনি করে হাসি!
তেমনি করে ডুবি আর তেমনি করে ভাসি!

(৪১)

এস মন-বন-বাসে ! এস বনমালী !
চরণ তলে ফোটা ফুল, তারি বরণ ডালি
সাজায়ে রেখেছি আজ নয়ন-জলে ধুয়ে !
পরাণ ভ'রে প্রাণজুড়াব তোমার পায়ে থুয়ে !

তোমার পায়ে ফোটা ফুল কাঁটা নাহি তায়।
কত না আনন্দে মোর হৃদয়ে লুটায় !
এস মন-ব্রজ-বাসে ! এস বনমালী
তোমার ফুলে সাজায়েছি, তোমার বরণ ডালি !

(৪২)

এস আমার প্রাণের বঁধু ! এস করুণ আঁখি !
আমার প্রাণ যে কাঁটায় ভরা, তোমায় কোথা রাখি
প্রাণের এত কাছাকাছি আছ তুমি চেয়ে।
তোমার ওই চোখের ছায়া আছে প্রাণ ছেয়ে !
একটুখানি দাঁড়াও তবে, কাঁটা তুলি দিব !
তোমার তরে কোমল ক'রে প্রাণ বিছাইব।
এস আমার কোমল প্রাণ ! এস করুণ আঁখি।
কাঁটা তোলা প্রাণের মাঝে আজ তোমারে রাখি !

এস আমার মৃত্যুঞ্জয় ! এস অবিনাশি !
বুকের মাঝে বাজিয়ে দাও অভয় তোমার বাঁশি !

অন্তর্যামী

ভয় ত্রাস ঘুচে গেছে, চিরদিনের তরে !
নাইক' আর আঁধার কোন, আমার আঁখির 'পরে
প্রাণের মাঝে অঁাকে বাঁকে বিভীষিকা যত
পালিয়ে গেছে তারা সব চিরদিনের মত !
থাক আমার প্রাণের প্রাণে, থাক অনুক্ষণ !
মনের মাঝে সাড়া দিও ডাকিব যখন !

কিশোর কিশোরী

"অন্তর্যামী"র পর ১৯১৫ সালে বাবার নিজ সম্পাদিত "নারায়ণ" মাসিক পত্রিকায় "কিশোর কিশোরী" প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। পরে ইহা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

"কিশোর কিশোরী"তে এক নূতন সুরের গুঞ্জন আমরা শুনতে পাই, অথবা চির পুরাতন সুরই কি তিনি চির নূতন করে শোনালেন? না— তা নয়, কেননা বহু পথে, বহু মতে মানুষ চালিত হয় তার চরম লভ্য বস্তুর দিকে। এ পিতৃদেবের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু-লাভের আর এক নূতন পথ। মন এখানে পাওয়ার উল্লাসে ভরা, আবার নূতন যাত্রার প্রারম্ভে কিঞ্চিৎ দোলায়মান। "কিশোর কিশোরী" সম্বন্ধে আমার এই মতের হেতু—কারণ সে সময় পিতৃদেবের 'মনমুকুরে' তখন বৈষ্ণব মহাজনদের গীতিময় পদাবলী প্রতিফলিত হয়েছিল। তাই বিচিত্র রহস্যময় সাধকের ধর্ম্মজীবনে ও অভিজ্ঞতা অবলম্বনে বৈষ্ণব মহাজনগণের ভাবপ্রবাহকে বাবা সুস্পষ্টরূপেই কাব্যের রূপান্তরে পৌঁছে দিলেন, "কিশোর কিশোরী"র অপূর্ব্ব মিলন ঘটালেন, কিন্তু এ মিলন "মালঞ্চে"র ভাবরসে সিঞ্চিত নয়, এ মিলনে কাম-গন্ধহীন দেহাতীত যে প্রেমের অনাবিল ধারা বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রবাহিত ছিল, "কিশোর কিশোরী"তে তারই নূতন পরিবেশন। এতে কবি যে প্রেমের চিত্র এঁকেছেন তাতে ধরার পঙ্কিলতা স্পর্শ করতে পারে নি।

"কিশোর কিশোরী" প্রকাশিত হবার পর বাবার আর কোন কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় নি। এইখানেই তাঁর কাব্য জীবনের পরিসমাপ্তি এবং রাজনৈতিক জীবনের আরম্ভ। যে চিন্তাধারা তিনি ছন্দে প্রকাশ করে-ছিলেন, তাহাই রূপান্তরিত হলো তাঁর কাব্যে। "অন্তর্যামী"র অন্তরের বৈরাগ্য পরবর্ত্তী জীবনে তাঁকে দেশের জন্য সন্ন্যাসী সাজিয়েছিল। কাব্যের মধ্য দিয়ে তাঁর অন্তরের যে গভীর প্রেমের পরিচয় আমরা পাই—নিশ্চয়ই সেই গভীর প্রেমই তাঁর হৃদয়ে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে দেশমাতৃকাকে মুক্ত করবার বাসনা জাগিয়ে দিয়েছিল।

কিশোর কিশোরী :

তিনের কথা

কাছে কাছে নাইবা এলে—তফাৎ থেকে বাসব ভাল ;
দুটি প্রাণের আঁধার মাঝে প্রাণে প্রাণে পিদীম জ্বাল।
এপার থেকে গাইব গান—ওপার থেকে শুনবে বলে ;
মাঝের যত গণ্ডগোল ডুবিয়ে দেব গানের রোলে !

আশার মত চুমোর রাশ পরাণ হতে উড়াইব ;
গানের সাথে তোমার ওই মুখে চোখে বুলাইব।
পাগল যত পরশ-তৃষা কোমল হয়ে ভাসবে গানে ;
ফুলের মত ঢেউয়ে-ঢেউয়ে ভাসিয়ে দেব তোমার পানে।

লাগবে যখন কোমল করে তরুণ তব প্রাণের পারে ;—
আশার মত—ফুলের মত—পরাণ ঘেরা অন্ধকারে,
ভয় পেয়ো না চম্‌কে উঠে, প্রাণের মাঝে চেয়ে থেক ;—
ভেসে আসা প্রাণের নিধি প্রাণের-প্রাণে বেঁধে রেখ।

আভাষ

(১)

সেদিন নাহি গো আর যবে ভালবাসিতাম
শুধু্ মোর হৃদয়ের ভালবাসারে !
ভালবাসি, ভালবাসি, মনে মনে কহিতাম !
কারে ভালবাসি আমি নিজে নাহি জানিতাম !
হাসিতাম, কাঁদিতাম, শুধু্ ভালবাসিতাম
আপনারই হৃদয়ের ভালবাসারে !

কল্পনা-গগনালোকে উড়ে উড়ে ভাসিতাম,
সত্যবলে ধরিতাম সেই কল্পনারে—
মেঘের আড়ালে মোর মায়ানীড় বাঁধিতাম,
স্বপন মন্থন করা ফুলে ফুলে সাজাতাম,
কত দীপ জ্বালিতাম, কত গীত গাহিতাম,—
মেঘের আড়ালে মোর সেই মায়া আগারে !

কেহ ভালবাসে নাই। তবু্ ভালবাসিতাম,
শুধু্ মোর হৃদয়ের ভালবাসারে !
ভালবাসা, ভালবাসা, বলে শুধু্ কাঁদিতাম,
কারে কহে ভালবাসা তাও নাহি জানিতাম,
মধুর প্রেমের মূর্ত্তি মনে মনে গড়িতাম—
পূজিতাম দেহহীন সেই দেবতারে !

সেই প্রেম নিরাকার কতদিন থাকে আর ?
সব শূন্য হ'য়ে গেল জীবন-ভাণ্ডারে !—
নিভিল সে দীপাবলী, ছিঁড়িল সে ফুলহার,
নির্জ্জন পরাণ ভ'রে উঠিল রে হাহাকার !—
সে দিন বহিয়া গেল, যবে ভালবাসিতাম
শুধু মোর হৃদয়ের ভালবাসারে !

(২)

সেই সে প্রথম দেখা, সাঁঝের আঁধারে !
ধূসর গগন-তলে
নব-শ্যাম-দূর্ব্বাদলে,
ক্লান্তদেহে ছুটে গে'নু তোমা দেখিবারে !
সেই সে প্রথমবার দেখিনু তোমারে !
অধরে অমল হাস,
আঁখি-কোণে লাজ-ভাস,
কে ডাকিল ? ছুটে গে'নু সাঁঝের আঁধারে !

সে কোন্ কুসুম সম,
ফুটিলে মরলে মম,
অকস্মাৎ একেবারে প্রাণের মাঝারে !
বর্ণে বর্ণে উজলিলে,
গন্ধে গন্ধে ভরি দিলে,
সকল সোহাগ শূন্য হৃদয়-ভাণ্ডারে !
ওগো ফুল ! ওগো মিষ্ট !
আমি ক্লান্ত, আমি ক্লিষ্ট !

কা'র ডাকে ছুটে এনু ?—দেখিনু তোমারে
সেই সে প্রথম বার সাঁঝের আঁধারে।

(৩)

কে দেখিল সেই দিন সন্ধ্যাকাশ তলে,
সে কোন্ দেবতা ?
কে শুনিল কাণ পাতি শ্যাম-দূর্ব্বাদলে
কাহার বারতা ?—
তুমি দেখেছিলে কিছু ?—আমি দেখি নাই।
তুমি শুনেছিলে কিছু ?—আমি শুনি নাই !

কে দেখিল বল বল, কারে দেখাইলে,
কে চাহিল, কা'র লাগি বহিয়া আনিলে,
সেই শ্যাম-দূর্ব্বাদলে নীরব-গৌরবে,
আনন্দ মূরতি ?
ধ্বনিয়া উঠিল কি গো মেঘমন্দ্র রবে
সন্ধ্যার আরতি ?

আমি জানি নাই কিছু,—তুমি জান নাই,
বুঝিতে পারিনি আমি, তুমি বুঝ নাই—
তবে কা'র ডাকে তুমি চলে এসেছিলে ;
না জেনে না শুনে কেন আমারে ডাকিলে
কোন্ মহা-পরাণের নীরব-নির্জ্জনে,
বল কোন্ কাজে ?

জীবনের কোন্ কুঞ্জে বিরলে বিজনে,
কার বাঁশী বাজে ?
নির্ব্বাক্ নয়নে সেই অন্ধকার তলে,
কোন্ মহিমায়,
শব্দহীন সন্ধ্যা,—সেই শ্যাম-দূর্ব্বাদলে—
কোন্ গীতি গায় ?

তুমি কি অবাক্ হয়ে শুনেছিলে তাই ?
আমি ত' শুনিনি কিছু,—কিছু বুঝি নাই!
তুমি কি আভাস পেলে পূজার গানের ?
গন্ধ পেয়েছিলে বুঝি পূজার ধূমের ?
তাই ছুটাছুটি করে, চলে এসেছিলে
আকুল সন্ধ্যায়,

সেই সে প্রথম দিন!—আমারে দেখিলে,
দেখালে আমায়,—
আনন্দ মূরতি তব! কাহার লাগিয়া ?
বল তব হৃদি-পদ্ম আছিল জাগিয়া ?
কে চাহে পূজার ডালি, সাজাইছে কেবা,—
কাহার পূজার লাগি,—কে করিছে সেবা!

(৪)

আমি কেন ছুটে এ'নু ? জানি না আপনি,
যখনি দেখিনু তোমা, আসিনু তখনি।
কোন ডাক শুনি নাই, তবু কে ডাকিল,
কে যেন ঘুমা'তেছিল—সে যেন জাগিল!

আমি ফিরে ফিরে চাই, দেখিতে না পাই,
কোন ডাক শুনি নাই কেমনে বুঝাই,—
কেন যে আসিনু ছুটে?—তুমি কি বোঝ না,
এ নহে কথার কথা,—এ নহে ছলনা?

তুমি কি ভেবেছ মনে ঠিক করেছিনু,
আগে হতে?—আমি জেনেশুনে এসেছিনু,
মোহিনী মূরতি তব দেখিবার তরে
কৌতূহল পরবশ বাসনার ভরে?
সামান্য তস্কর সম চুরি করি নিতে?
সৌন্দর্য্য-সম্পদে তব মোর দৃষ্টি দিতে?
চাও মোর আঁখি পানে—ও কথা ভেব না,
এ নহে কল্পনা,—ওগো, এ নহে ছলনা।

কিসের কল্পনা বল, কিসের ছলনা?
কেমনে জাগিবে আজি বিহ্বল বাসনা
বিগত যৌবনে? মোর মাঝে নিরন্তর,
হাসিত কাঁদিত সেই যে চির-সুন্দর:—
বাসনায় পূর্ণ প্রাণ, বুকে রক্তরাশি,
আপনি উত্তাল হ'য়ে বাজাইত বাঁশী।
মাথায় ফুলের মালা, ফুলধনু হাতে,
ফুলের তরঙ্গ তুলি বসন্তের রাতে,
আপনি কাঁপিত আর মোরে কাঁপাইত!
আপনি ভাসিত, আর মোরে ভাসাইত!
সে ফুল তরঙ্গে, কোন্ অপারের পারে,
লয়ে যেত ভাসাইয়া মোরে বারে বারে?—

আঘাতি' হৃদয় মোর আছাড়িত তীরে !
আবার ভাসায়ে দিত, আসিতাম ফিরে !
জীবন ভরিয়াছিল তারি মহিমায়,
গরবে গৌরবে তারি, সুখে, বেদনায় !

চাহিলে ফুলের পানে, ভাবিতাম ফুল,
এখনি ফুটিবে প্রাণে,—করিবে আকুল,
পরাণ মুকুল রাশি ! ছুটিতাম তাই,—
হৃদয় মাঝারে মোর, যদি তারে পাই।
যদি কভু শুনিতাম, কোন সুন্দরীর
সৌন্দর্য্যের স্তুতিবাদ,—অমনি অধীর
বাসনার স্রোতে মোরে ভাসাইয়া নিত !—
তাহারি কল্পিত বুকে মেরে পরশিত।

আমি সেই কল্পলোকে মুদিয়া নয়ন,
তাহারই লাবণ্যের কুসুম চয়ন
করিতাম মনে মনে ; মূরতি গড়িয়া,
প্রাণে প্রাণে সাজাতাম পরাণ ভরিয়া !
কত না সোহাগভরে মালা গাঁথিতাম,
সেই মালা তারি অঙ্গে জড়ায়ে দিতাম
মনে মনে ! ছুটিতাম তারি অভিসারে,
ভাবিতাম, আসিবে সে, ধরিব তাহারে :
সে চির-সুন্দর মোর, নাই আর নাই !
বিগত যৌবনে তারে খুঁজিয়া না পাই !
শিথিল হৃদয় আজি, নিষ্প্রভ নয়ন,
বক্ষমাঝে রক্তধারা ছুটে না তেমন,—

উত্তাল উন্মাদ হ'য়ে! কাঁপে না অন্তরে,
নির্ব্বোধ বাসনাপুঞ্জ, পাতার মর্ম্মরে,
পুষ্পের পরশে! সৌন্দর্য্যের কথা শুনে,
উন্মত্ত হয়না হৃদি স্বপ্ন-জাল বুনে।

তবু, কেন আনে নাই তোমার বারতা,
আমার কানের কাছে;—ওগো কোন কথা,
শুনি নাই অপরূপ, তোমার রূপের!
বাজে নাই কোন তন্ত্রী মোর মরমের,
তোমা দেখিবার আগে। তোমার লাগিয়া
ছিল না পরাণ মোর কাঁপিয়া, চাহিয়া!
সেই যে আসিলে সেই যে প্রথমবার,
ধূসর গগন তলে,—সাঁঝের মাঝার!—

তার আগে কেহ মোরে কহে নাই নাম,
কোন্ ঘর আলো কর,—কোথা তব ধাম!
ওই যে অধর তব সরলতা মাখা,
সকল মাধুরী তার হাসি দিয়ে ঢাকা,
সুখসূর্য্য-কর-স্নাত কুসুম সমান;
করুণায় ভরাভরা ওই যে নয়ান!—
তার কথা শুনি নাই;—ওগো মর্ম্ম-লতা
আপনি আনিলে তুমি আপন বারতা।

তবে কেন ছুটে গে'নু দেখিতে তোমারে?
আপনি বুঝিতে নারি, নারি বুঝাবারে।
সুধু মোর মনে হয়, কে যেন ডাকিল,
তোমার সম্মুখে আনি জাগাইয়া দিল!

জ্বলন্ত প্রদীপ হ'তে যেমন জ্বালায়,
আর একটি প্রদীপ আনি তাহারি শিখায়,
তেমনি আমারে লয়ে ধরিল যখনি,
তব রূপ-শিখা 'পরে জ্বলিনু তখনি।

কণ্ঠে মোর জড়াইনু গৌরবের মালা,
কাঁপিতে কাঁপিতে; এই যে প্রদীপ জ্বালা,
সর্ব্ব প্রাণে, সর্ব্ব মনে, ওগো সব অঙ্গে,
ভাসিছি ডুবিছি তারি আলোক-তরঙ্গে।
এ আলো কাহার তরে ?—কেবা জ্বালাইল ?
কা'র পূজা লাগি বল প্রদীপ জ্বলিল ?
কোন্ দেবতার কোন্ মন্দিরের গায়;
ঝুলে ঝুলে জ্বলিতেছি দিবস নিশায় ?

(৫)

কেন হাস ? মিথ্যা একি ? অলীক ঘটনা ?
আমি কি করেছি শুধু স্বপন রচনা ?
তবে কেন চিত্ত মাঝে আজো কেঁপে উঠে ?
পরাণের কুঞ্জে কুঞ্জে কেন পুষ্প ফুটে ?

এই যে দিবস নিশি মোর চারি পাশে—
হৃদয়ের অন্তস্তলে, আকাশে বাতাসে,
সকল বিশ্বের মাঝে ফুলের সৌরভ।
মিথ্যা এ আনন্দ ভাস ? মিথ্যা এ গৌরব ?

আভাষ

সকল পরাণে মোর সারা দেহময়
এই যে দিবস নিশি কি যে কথা কয়,
কত না জীবন্ত ভাবে কত শত সুরে,
বাজিছে গানের মত এই প্রাণ পুরে !—

কভুবা গভীর কভু মধুর সরল,
কভুবা কঠিন কভু করুণা তরল !
নিমেষে নিমেষে মোরে হাসায় কাঁদায়
নিমেষে নিমেষে মোরে মরায় বাঁচায় !

এও মিথ্যা ! আমি আছি, তাও মিথ্যা তবে ?
আমি নাই ! তুমি নাই, কিছু নাই ভবে !
মিথ্যা তবে সে দিনের ধূসর গগন,
তুমি মায়া, আমি মায়া ! মোদের মিলন

মিথ্যা সে মায়ার খেলা। সেই মধু হাসি ?
সেই যে অধরে তব উঠেছিল ভাসি ?
তাও ভুল ? তাও স্বপ্ন ? তাও মিথ্যা তবে ?
চোখের চাহনি সেই ? তাও মিথ্যা হবে !

সেই যে কি জানি কেন বক্ষের দোলনি !
অবাক্ বিভোর সেই চক্ষের চাহনি !
যেন কোন্ দূরাগত সঙ্গীতের বাণী
সচকিত করেছিল সব দেহখানি !

স্রোতে ভাসা দেহ মন তরঙ্গ মূরতি !
সকল চাঞ্চল্যভরা, অচঞ্চল গতি
ফুটিয়া উঠিল সেই—চিরদিন তরে,—
আমার বক্ষের মাঝে পঞ্জরে পঞ্জরে !

এও তবে মিথ্যা কথা ! শুধ্ স্বপ্ন বুঝি ?
আমি তো হেরেছি সদা দুটি চক্ষু বুজি ।
হারাইয়া যায় ব'লে বক্ষে চেপে রাখি !
আমি যে হেরেছি সদা—তাও মিথ্যা নাকি ?

তবে মিথ্যা, মিথ্যা সেই আনন্দের ভাস,
আমি মিথ্যা, মিথ্যা সেই, মায়া সন্ধ্যাকাশ !
মিথ্যা সেই মধুভরা শ্যাম-দূর্ব্বাদল
মিথ্যা সেই প্রাণভরা আঁখি ছলছল !

মিথ্যা সেই সত্য-রূপী মূরতি তোমার,
আমি মিথ্যা, তুমি মিথ্যা, সবি মিথ্যাকার !
জগতসংসার মিথ্যা মায়ার ছলনা !
বল কোন্ প্রবঞ্চক দৈত্যের রচনা ?

মিথ্যা সেই কোমলতা করুণা-রূপিণী !
বুঝিবা চোখের দোষে দেখিতে পারিনি
ভাল করে' স্বপ্নালোকে, সেই সে তোমারে,
মায়া-মন্ত্রালোক-ঘেরা, সন্ধ্যার আঁধারে !

আভাস

কে দিল নয়নে মায়া-অঞ্জন বুলায়ে ?
সকল অন্তর মোর কে দিল ভুলায়ে ?
ওগো আমি কারে বলি কারে হেরিলাম,
নয়ন পুত্তলি মম—আঁখি অভিরাম !

তবে কি হেরেছি যাহা তুমি তাহা নহ ?
ওগো মায়া ! ওগো মিথ্যা ! সত্য ক'রে কহ।
কোন্ দানবের সৃষ্টি দেবীর আকারে
দেখা দিলে সেই দিন মোরে ছলিবারে ?

তবে কোন্ ছদ্মবেশী রূপসী রাক্ষসী
আমার এ অন্তরের অন্তঃপুরে বসি
যত না মাধুরী ছিল, ছিল যত প্রাণ,
একই নিশ্বাসে সব করেছিল পান,

চিরস্মরণীয় সেই সন্ধ্যাকাশতলে ?
আনন্দ-আবেশ-ভরে নয়নের জলে
আমি যে হেরিনু তব নিত্য মধুরূপ ;—
প্রাণ-স্রোতে টলমল পদ্ম অপরূপ !

আজো হেরিতেছি তাই সেই সে তোমারে
দিবালোক-মহিমায় নিশীথ আঁধারে !
সকল জীবন ভরি' প্রত্যেক নিমেষে,
সকল কর্ম্মের মাঝে সব কর্ম্ম শেষে !

সেই সেই তরঙ্গিত পরাণ মূরতি
সকল চাঞ্চল্যভরা অচঞ্চল গতি !—
সকল লাবণ্য-গড়া রূপে ঢলঢল,
পরাণ তরঙ্গে সেই স্থির শতদল !

সঘন গগনে থির চপলার মত
উজলি জীবন মোর জ্বলে অবিরত !
সকল করম মাঝে সব কামনায়,
সকল ভাবের মাঝে সব ভাবনায় !—

সকল ঘুমের মাঝে সব চেতনায়,
সকল সুখের মাঝে সব বেদনায়,
সকল স্বপন মাঝে সব সাধনায়,—
সকল ধ্যানের মাঝে সব ধারণায় !

মিলনের মন্ত্রপড়া সেই সন্ধ্যাতলে
সেই মধু জ্বল জ্বল শ্যাম-দূর্ব্বাদলে,
অবাক্ নয়নে তুমি দাঁড়ালে যখন
অন্তহীন মহিমায় ! সেই সে তখন—

অনিত্য কালের মাঝে একটি নিমেষ,
চমকি' থমকি' যেন আনন্দে অশেষ
ফুটিল গৌরবভরে চির-নিত্য হয়ে ;
ঘিরি তারে কালস্রোত যেতেছিল বয়ে !

অফুরন্ত চির-সত্য অনন্ত অশেষ
অনিত্য কালের মাঝে সেই সে নিমেষ !
চিরদিন জাগিবে সে আপন গৌরবে !
তুমি আমি যতদিন ততদিন রবে !

সেই সে নিমেষ মাঝে তুমি দেখা দিলে
তুমি কিগো চিরকাল তারি মাঝে ছিলে ?
কোন্ মহাপ্রাণের বাঁশরী শুনিলে
আপনার আবরণ খুলে ফেলে দিলে।

সেই যে মুহূর্ত্ত মোর, তুমি মূর্ত্তি তার।
নহ মিথ্যা ! সত্য তুমি ! সত্য রূপাধার।
সত্যই সে দিন আমি নয়নে হেরেছি,—
সত্যই পরাণ ভ'রে পরাণে তুলেছি !

অখণ্ড সুন্দর তনু মধুর গম্ভীর,
রূপ রস গন্ধ ভরা আত্মার মন্দির।
পদতলে কলকলে কাল উর্ম্মিমালা
শিরে কোন্ দেবতার নিত্য দীপ জ্বালা।

এই যে প্রত্যক্ষ মোর প্রাণ মাঝে জাগে
তোমারে বুঝাতে নারি তাই ব্যথা লাগে
কেমনে বুঝাব তোমা ; ওগো বক্ষবাসি,
আমি সে মূরতি-স্রোতে দিবানিশি ভাসি

কবি-চিত্ত

মনে হয় চিরকাল ভেসে ভেসে যাই
কত জনমের সাধ বুকে লয়ে তাই
সেই সে মূরতি-স্রোতে দিবানিশি ভাসি।
এখনো সন্দেহ তব ? ফের্ ওই হাসি ?

আরে আরে অবিশ্বাসি ! আরে রে নির্দ্দয় !
ওই তব বক্ষতলে নাহি কি হৃদয় ?
সেদিন কি প্রাণে তোর ডাকে নাই বান ?
ফুলে ফুলে উঠে নাই সকল পরাণ ?

ভেসে বহে যায় নাই সকল মরম,
ডুবাইয়া সব কর্ম্ম, সকল ধরম,
ওই কোথাকার সুধা সাগরের পানে,—
পেতে পেতে নাহি পাওয়া কাহার সন্ধানে ?

আমার পরাণ ভ'রে কি গীত গুঞ্জরে !
মরমের প্রতি পত্রে কি ফুল মুঞ্জরে !
বুঝাতে পারি না তোরে তাই কাঁদে প্রাণ,
পরাণ ছাপায়ে তাই ভাসে দু'নয়ান !

ওগো মর্ম্মলতা ! মরমে জড়ায়ে থাক !
আমার বক্ষের মাঝে রাখ মুখ রাখ !
তবে যদি নীরবে গো পারি বুঝাইতে
আজো যাহা পাই নাই হেরিতে শুনিতে।

রাখ বুকে বুক। কর গো হৃদয়ঙ্গম!—
প্রাণ-গঙ্গা মোর কোন্ সাগর-সঙ্গম
পানে বহি চলিয়াছে, দিবসরজনী,
কার পিছে পিছে, শুনি কার শঙ্খধ্বনি!

বুঝিতে পার না কিছু? থাক তবু থাক
আমার বক্ষের মাঝে লতাইয়া থাক।
তোমারে হৃদয়ে রাখি মোর মনে হয়
কে যেন আমার মাঝে সদা কথা কয়!

কে যেন ডাকিছে কত মধুর মন্তরে
আমাদের দুজনের অন্তরে অন্তরে।
কে যেন গো এসে এসে ফিরে চলে যায়,
হেসে হেসে জীবনের বিজন তলায়!

ওগো মর্ম্মলতা! থাক তবু থাক
আমার মর্ম্মের মাঝে জড়াইয়া থাক!
তুমিও শুনিবে প্রাণ! আমি যদি শুনি!
সেই তার নূপুরের মধু রুণুরুণী!

তুমিও হেরিবে প্রাণ! আমি হেরি যদি!
চিত্ত-মাঝে রবে বাঁধা নিত্য নিরবধি!
দেখিব দেখাবো তোরে মরমে মরমে
জীবন মরণ ভ'রে জনমে জনমে!

(৬)

কেমনে উঠিবে ফুটি শুধু এক দিনে ?
আরে ! আরে ! ফুল যবে হেসে ফুটে উঠে
শ্যাম পল্লবের বুকে, সুখ-সূর্য্য-করে,
একটি প্রভাত লাগি, এক নিমেষের
মাঝে, সেকি শুধু সেই মুহূর্ত্তের
লীলা ? তার তরে করেনি কি আয়োজন
সমগ্র জীবন-লীলা যুগ যুগান্তের,
জন্ম জন্মান্তর ধরে ? অনন্ত কালের
শুভ সঙ্গীতের মাঝে উঠে সে ফুটিয়া !—
ফুটেনা ফুটেনা ফুল শুধু এক দিনে !

সেই যে মিলিনু দোঁহে সন্ধ্যাকাশতলে
সে কি শুধু মুহূর্ত্তের মিলন-উৎসব ?
অকস্মাৎ অকারণ সামান্য ঘটনা ?
মুহূর্ত্তে আরম্ভ আর মুহূর্ত্তেই শেষ ?
সেই যে দরশ তব, আঁখি অনিমেষ,
সে যে মোর শুভ-দৃষ্টি জনমে জনমে
চির পরিচিত ! সে যে অনন্ত কালের !—
যোগভ্রষ্ট যোগযুক্ত যুগ যুগান্তের !
তোমারে দেখেছি শুভে ! কত শত বার !
আবার দেখিনু সেই সন্ধ্যাকাশতলে !

যোগভ্রষ্ট আমি ! কেমনে বর্ণিব বল
অনন্ত কালের সেই মাধুর্য্য-কাহিনী ?

যুগে যুগে কেমনে যে পরশ লভেছি !
জনমে জনমে কেন হারায়ে ফেলেছি !
কেনবা পাইনু সেই সন্ধ্যাকাশতলে।
ফুটিয়া উঠিলে মরি ! মধু-জ্বল-জ্বল
উজল রসের মূর্ত্তি। কত না কল্পনা
করিছে, জীবন যেন স্বপন-বাহিনী !
যেন ধরা দেয়, শত শত জনমের
কত না হাসির ধ্বনি কত অশ্রুজল !

জীবন-লীলার সেই প্রথম প্রত্যূষে
মনে হয়, ছিনু মোরা শিলাখণ্ড দুটি—
অগাধ আঁধারে যেন ভেসে ভেসে উঠি
দুইটি উপল খণ্ড সৃষ্টি পারাবারে !
বুকে বুক লাগা, সেই যে প্রথম জাগা
প্রাণদীপ্ত মন্ত্রমুগ্ধ নির্ব্বাক্ অবাক্
দুইটি পরাণ ! কে দিল তুরঙ্গ তুলি ?
আবার ডুবিনু কেন আঁধার নির্জ্জনে ?—
তরঙ্গসঙ্কুল সেই গভীর অর্ণবে
জীবন-লীলার কোন্ প্রথম প্রত্যূষে ?

তারপরে কতকাল কত যুগ ধরে
কালের তিমির-স্রোত ব'হে চলে যায়
কোন্ চিহ্নহীন পথে ? আলোকবিহীন
কোন্ ঘন-তমসায় ? কোন্ স্মৃতিহীন,
পুঞ্জীভূত অন্ধকার অরণ্যের মাঝে
হ'য়ে যায় লীন ! সেই মহাশূন্যে যেন

অট্ট হাসে পূর্ণ করি দিক দিগন্তর
নৃত্য করে উন্মত্ত সে কোন্ দিগম্বর!
তারি মধ্যে তুমি আমি ছিনু কি নিদ্রায়
কতদিন কতকাল কত যুগ ধরে?

তারপর হেসে উঠে নব-বসুন্ধরা
ফলে পুষ্পে ভরা ভরা! কৌতুকে অপার
চাহিল নয়ন মেলি নব সূর্য্যপানে।
মোরাও জাগিনু দোঁহে। মধুবন মাঝে
আমি বনস্পতি ওগো। তুমি বনলতা।
কি আনন্দে কি গৌরবে মেলিলাম আঁখি।
আঁকড়িয়া ধরিলাম কঠিন হৃদয়ে,
মধুর কোমল কান্তি সেই লতিকারে!
গলাগলি জড়াজড়ি মিলন রভসে।
হেসে হেসে উঠিল সে নব-বসুন্ধরা।
সেই বার সেই মোর ভ্রমর জনম।
গুন্ গুন্ গাহি গান ভ্রমি বনে বনে!
বুকে লয়ে জন্মান্তের বিরহ-বেদন
গুন্ গুন গাহি গান ভ্রমি আনমনে!
অকস্মাৎ একদিন কানন-প্রান্তরে
অপূর্ব্ব কুসুম-রূপে উঠিলে ফুটিয়া!
আনন্দেতে আগুসারি মিলন-তৃষায়
যেমনি আসিনু কাছে, কোন্ কটিকায়
ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে তুমি কোথায় লুকালে!—
খুঁজিতে খুঁজিতে গেল ভ্রমর-জনম।

তারপর মনে আছে ?   ভেলায় ভাসিনু
তুমি আমি নরনারী জীবন-সাগরে !
আশ্চর্য্য অবাক্ হয়ে আমি চেয়ে ছিনু,
কি জানি কেমন করে তুমি চেয়ে ছিলে !
কুসুমিত মুখ কান্তি ; মধু দেহলতা ;
দোল দোল জ্বল জ্বল রূপের গৌরবে ?
সেকি প্রেম ? ভালবাসা ? আকাঙ্ক্ষা ? বাসনা ?
কোন্ টানে চেয়ে থাকা এমন নীরবে ?
চাহিতে চাহিতে কেন উঠিল তুফান ?
তুমি আমি ডুবিলাম সে কোন্ সাগরে ?

তারপর ? পশুপক্ষী করিনু শিকার ;
ভীষণ অরণ্য মাঝে ব্যাধের জনম।
একদিন বনপ্রান্তে ত্রস্তা সে হরিণী
যেমনি ফেলিনু তারে বাণবিদ্ধ করে,
সজল সরোষ আঁখি ভরা বেদনায়
কোথা হতে বাহিরিলে বন আলো ক'রে।
নতজানু হ'য়ে কত ক্ষমা চাহিলাম,
কহিলে না কোন কথা, ছুটে চলে গেলে।
ওগো বনলতা !   ওগো করুণা-রূপিণী !
সে জনমে আর কভু করিনি শিকার।

বন শকুন্তলা তুমি বনের মাঝারে
লতা-পাতা-ঘেরা ক্ষুদ্র মোদের কুটীর !
এ জনমে কাঠুরিয়া কাঠ কাটিতাম
ফল মূল জল তুমি বহিয়া আনিতে !

কবি-চিত্ত

একদিন আক্রমিল কৃতান্তের মত
নিষ্ঠুর দস্যুর দল ঘোর অন্ধকারে !
শাণিত ছুরিকা লয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে
তোমার আমার বক্ষে বসায়ে দিলাম ।
সেদিন একত্রে মোরা যাত্রা করিলাম
কোন্ টানে কি আশায় নিশার মাঝারে !

পরজন্মে জনমিলে মধুপদ্ম-আঁখি
রাজার নন্দিনী হয়ে ! তব মালঞ্চের
আমি ছিনু মালাকর ! প্রভাতে সন্ধ্যায়
গাঁথিতাম মালা, তুলি ফুল কাননের !
কি জানি কি বহে যেত শিরায় শিরায় !
কত হাসিতাম, কাঁদিতাম থাকি থাকি !
একদিন মালা দিতে কি দিনু কি জানি !
ধরা প'ড়ে গেনু ! পরদিন বধ্য-ভূমে
যবে নিবু নিবু প্রাণ, উর্দ্ধে চেয়ে হেরি
জ্বলিছে গবাক্ষে দুটি অশ্রুভরা আঁখি !

সৈনিকের বধূ তুমি সে কোন্ জনম ?
ছিলে মোর বক্ষ ভ'রে ! দেহ মন গড়া
অনলে বিদ্যুতে ফুলে ! চোখে হোমশিখা
চপলা চমকে বুকে ! অঙ্গের লাবণি
কুসুম-স্তবক সম মধুর কোমল !
অকস্মাৎ রণভেরী উঠিল বাজিয়া !
শত্রুর কৃপাণ যবে লাগিল হৃদয়ে,
একবার ভয় হ'ল পাছে যত্নে রাখা,

চিত্ত মাঝে তব মূর্ত্তি ছিন্ন হয়ে যায়!
পরক্ষণে হাসিলাম; ফুরাল জনম!

আমি কবি, রাজগৃহে গাহিতাম গান
প্রহরে প্রহরে! কত শত জনমের
মিলন বিরহ-ব্যথা সুখ দুঃখ জ্বালা
ফুটিয়া উঠিত যেন সেই জনমের
প্রত্যেক গানের মাঝে! কারে খুঁজিতাম?
একদিন হেরিলাম লতার আড়ালে
কাল' কাল' দুটি চোখ, ঢাক ঢাক যেন
এলোমেলো চুলে। সেই দৃষ্টি, সেই হাসি!
সেই কত জনমের চেনা চেনা ভাব!
চমকিয়া উঠিলাম। বন্ধ হ'ল গান।

তারপর? পরজন্মে আমি চিত্রকর,
রূপসী রমণী তুমি ধনীর সংসারে!—
বহুজন সমাকীর্ণ বিপুল সে পুরী।
একদিন তোমারই আলেখ্য আঁকিতে
আমারে লইয়া গেল নয়ন বাঁধিয়া
কত রাস্তা গলি ঘুঁচি কত সিঁড়ি দিয়া
একটি কক্ষের মাঝে! সম্মুখে দর্পণ,
তারি মাঝে ভাসিতেছে প্রতিবিম্ব তব!
হৃদয়ের রক্ত দিয়া আঁকিনু সে ছবি।
হেরি কহে সবে, অপূর্ব্ব এ চিত্রকর!

মনে কি পড়ে না সেই শিবের মন্দির?
আমি যে পূজারী ছিনু সেই দেবতার।

তুমি সেবাদাসী। কোথা হ'তে এসেছিলে
নাহি জানি। দিবারাত্র মন্দির-প্রাঙ্গণে
ফুল্ল কুসুমের মত রহিতে পড়িয়া!—
সেই ঢল ঢল ঢল অঙ্গের লাবণি!
একদিন পূজাশেষে, আকুল অধীর
মত্তপ্রাণে যেই তোমা বক্ষে বাঁধিলাম,
চূর্ণ হ'য়ে পড়ে গেল মস্তকে আমার—
সেই জনমের সেই শিবের মন্দির!

একি সত্য? একি মিথ্যা? জানি না জানি না
জানি শুধু এই লীলা অনন্ত কালের!
জানি আমি জন্মে জন্মে তোমারে পেয়েছি,
লভেছি পরশ কত ভাবে কত বার!
তারি চিত্রগুলি যেন ভেসে ভেসে আসে
আলোক ছায়ার মত মোর চিত্ত-বাসে।
তোমারেই পাই ওগো, বারে বারে বারে
তরঙ্গের মত মোর মরম বেলায়।
মিলনে বিরহে কত! আর তারি সনে
যেন বেজে উঠে অনাদিকালের বীণা।

অনন্ত কালের লীলা নহে একদিনে।
সৃষ্টির প্রথম হ'তে চির প্রসারিত
মোর বাহু দুটি, জন্ম জন্ম করি ভেদ
বিদ্ধ করি ব্যাপ্ত করি যুগ যুগান্তর।
তারি আলিঙ্গন মাঝে, ধরা প'ড়ে গেলে
সেই দিন! যেন কোন্ মহাদেবতার

মহা-মিলনের তরে মিলেছি আমরা !—
যুগে যুগে জনমে জনমে বার বার !
তাই সন্ধ্যাকাশ-তলে উঠিলে ফুটিয়া ;
ফোটনি ফোটনি প্রাণ, শুধু একদিনে।

(৭)

জীবন সাধন ধন তুমি যে আমার।
কত জন্ম পরে তাই হেরিনু আবার,
এমন মধুর ক'রে
এমন পরাণ ভ'রে।
কোন দিন হেরি নাই
পাই নাই কোন দিন ;
এস নাই কোন কালে
ফোট নাই কোন দিন,
এমন মধুর ক'রে
এমন পরাণ ভ'রে !
সব শূন্য পূর্ণ ক'রে
এমন জনম ভ'রে !
তুমি যে মধুর !
তুমি যে বঁধুর
তুমি যে মধুর মধু মাধুরী আমার !
এমন হারাণ ধন পেয়েছি আবার !

বারে বারে সেই পাওয়া না-পাওয়ার মাঝে
কত কি যে ফুটেছিল কত ঝরিয়াছে !

কবি-চিত্ত

কত ফুল কত হাসি,
কত ভাল-বাসা-বাসি,
কত দুখ্ কত সুখ,
কত ভুল কত চুক্,
কত-না অজানা ত্রাস,
কত বাঁধনের পাশ,
কত সোহাগের কথা,
কত বুক-ভাঙ্গা ব্যথা,
কত আশা কত গান,
কত নিরাশার তান,
মিলনের ভাতি
বিরহের রাতি :—
যুগে যুগে সেই পাওয়া না-পাওয়ার মাঝে
কত কি যে গড়েছিল কত ভাঙ্গিয়াছে !

জনমে জনমে পাওয়া না-পাওয়ার মাঝে
যত কিছু ঝরেছিল সবই ফুটিয়াছে—
মরণের পারে পারে,
এক সঙ্গে একেবারে,
এমন মধুর ক'রে,
এমন পরাণ ভ'রে !
যত ভাঙ্গা গড়েছিল,
যত গড়া ভেঙ্গেছিল,
সবই যে গো প্রাণপুটে
রাঙ্গা হয়ে ফুটে উঠে,

অকস্মাৎ একেবারে
সেই আলো অন্ধকারে !
প্রাণ ঢল ঢল !
আঁখিভরা জল !
শত জনমের পাওয়া না-পাওয়ার মাঝে
যত না হারাণ ধন, সবই মিলিয়াছে !

যাহা কভু পাই নাই, যার তরে আশা
না জেনে না শুনে প্রাণে বেঁধেছিল বাসা !
জনম জনম ধ'রে
সকল মরম ভ'রে
গুন্ গুন্ গাহি গান
জ্বল জ্বল দুনয়ান
খুঁজিত খুঁজিত যারে !
ওগো পাইলাম তারে !
সেই সন্ধ্যাকাশ তলে
নব শ্যাম-দূর্ব্বাদলে,
একেবারে অকস্মাৎ
ভরিল রে প্রাণপাত !
ওগো তুমি সেই !
তুমি সেই, সেই !
যারে পাই নাই কভু ! যার তরে আশা,
জীবন কমল-বনে বেঁধেছিল বাসা !

জন্মে জন্মে ঘুরে ঘুরে এই যে মিলন !
এর তরে ছিল নাকি প্রাণে আকিঞ্চন—

কবি-চিত্ত

শতেক জনম ধ'রে
সকল পরাণ ভ'রে ?
সকল জনমে আঁখি
চাহেনি কি থাকি থাকি
কোন্ সুদূরের পানে
ভরা বর্ণে ফুলে গানে !
তারি চিত্র স্বপ্ন বেয়ে
ছিল নাকি মর্ম্ম ছেয়ে ?
তারি গল্প চিত্ত-হারা
করেনি কি আত্মছাড়া ?
গীত কাতরতা,
মিলন-বারতা
আনে নাই থাকি থাকি ? হে প্রাণ-রতন !
শত জনমের চাওয়া এ মধু-মিলন !

যে ফুল ফোটেনি কভু, তারি গাঁথা মালা !
যে দীপ জ্বালিনি ওরে ! সেই দীপ জ্বালা !
অন্তরের অঙ্গে অঙ্গে
কে দিল দুলায়ে রঙ্গে ?—
যে ফুল ফোটেনি আগে
সেই ফুলে গাঁথা মাল !
এই যে হৃদয় মাঝে
কি সুন্দর কুঞ্জ রাজে !—
যে দীপ জ্বলেনি আগে,
ওরে ! তারি আলো জ্বালা !

যত সাধ সাধনার
যত গীত অজানার,
ফোটে কি মরমে
শতেক জনমে ?
আঁখি মুদে চেয়ে দেখ, কি শোভন মালা !
প্রাণে প্রাণে চাও প্রাণ ! কি আলোক জ্বালা !

ওরে দেখ্ দেখ্ দেখ্ কি জানি জেগেছে !
হৃদয়-কমল মাঝে কি ধুম লেগেছে !
ডাঁটায় ফোটে যে ফুল
মোর ফুলে যে ফুটেছে !
ফুলে ফুলে ফুলাফুল
ফুলে ফুলে ফুটেছে !
লালে লালে রাঙ্গা হ'য়ে
ফুটে ফুটে উঠেছে !
কে নেয় রে মধু লুটি
হেসে হেসে কুটিকুটি ?
তালে তালে মধু ঢালি
কে দেয় রে করতালি ?
মধুর তরঙ্গে
কে নাচে রে রঙ্গে ?
ওরে দেখ্ দেখ্ দেখ্ কি ধুম লেগেছে !
পরাণ-কমল মাঝে কে জানি জেগেছে !

যুগে যুগে পাওয়া পাওয়া না-পাওয়া মিলন
যেন রে সার্থক হল ! পূরিল জীবন !

কবি-চিত্ত

ওগো ফুল ওগো মিষ্টি !
ধন্য ধন্য সব সৃষ্টি !
ধন্য আমি ধন্য তুমি
পুণ্য সে মিলন-ভূমি।
কে বলে রে ধন্য ধন্য ?
কে দেয় রে করতালি ?

তোমার আমার মাঝে
অপর কেহ কি আছে ?
কে বলে রে ধন্য ধন্য,
এ কার নূপুর বাজে ?
কার পদরজঃ
পরাণ পঙ্কজ
শোভা করে ? হে মিলিত ! হে মধু-মিলন !
হে পূর্ণ অপূর্ণ তুমি ! ধন্য এ জীবন।

অপ্রকাশিত রচনাবলী

বাবার অন্তরের ভাবতরঙ্গ কবিতাতেই প্রথমে আত্মপ্রকাশ করে। এই প্রকাশ প্রথম মূর্ত্ত হয়েছিল তাঁর অপরিণত বয়সে রচিত পদসমূহে। ১৮৮৫ সনে লিখিত কবিতার খাতা থেকে কয়েকটি পদ্য এখানে দেওয়া হোল।

কিশোর অন্তরের দুর্নিবার আশা সফল করবার বাসনা ফুটে উঠেছিল তাঁর দুর্ব্বল ছন্দে এই অপরিণত বয়সের ভাবধারার মধ্যে। উত্তাল সমুদ্রে পরবর্ত্তী জীবনে তরী ভাসিয়েছিলেন তিনি এবং 'সাঁতারিয়া' তীরে উঠতেই হবে এই দৃঢ় সঙ্কল্প যে তখন থেকেই তার হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়েছিল তাতে আর সন্দেহ কি ?

[লণ্ডনে আইন অধ্যয়নকালে ছাত্রাবস্থায়
রচিত কয়েকটি গীতাবলী—১৮৯২-১৮৯৬]

(১)

তুই !

প্রভাতের তারা তুই
প্রভাতে ফুটিবি শুধু
স্বপনের পদ্ম তুই
আমার পরাণ বঁধু !
প্রভাতের পানে চেয়ে
অরুণিম আঁখি তোর
আয় রে নিলাজ মেয়ে
তুই যে প্রভাত চোর !

(২)

বেহাগ

মধুর যামিনী আজি, বল্ মোরে বল্
এ ছার পরাণ লয়ে বাঁচিয়া কি ফল !
আশাগুলি বুঝি ওরে, ধীরে ধীরে পড়ে ঝরে
স্বপনের খেলা লয়ে কেমনে খেলিব বল্
ক্ষীণ আশা বলে চল্, হৃদয়েতে নাহি বল
চলিব কেমনে বল্, নয়নেতে বহে জল !

(৩)

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল

ভক্তিপুষ্প দিয়ে মাগো ! গাঁথিয়াছি হৃদিহার
বড় সাধ দিব তুলে—ওই চরণে তোমার !

ব্যথা মোর স্মরি যত   দহে হৃদি দহে তত
আশা কত হয় হত, বহে হৃদে নীরধার !
পাপ চক্ষে দেখি যবে   মোহপূর্ণ এই ভবে
বড় ভয় হয় প্রাণে, কাঁদে প্রাণ বার বার !
তোমা যদি করি ভয়,   তবে আর কিসে ভয়
মোহ যাবে আলো হবে সংসারের অন্ধকার !
তুমি যদি আলো করে   থাক মা হৃদয় 'পরে
দুঃখ মোর সুখ হবে, দূরে যাবে অন্ধকার ।*

(৪)

তুমি

চৌড়ী—একতালা

তুমি যে রেখেছ মোরে, তাইত রয়েছি বাঁচি
ডাকিবে যখন তুমি, তখন মুদিবে আঁখি !
জনমের সাধগুলি, তব হাতে দিনু তুলি
পুরালে পুরাবে তুমি—না পুরালে রবে পড়ি !
তোমারি আদেশ লয়ে, ভ্রমেছি এ দেশে ওহে
সম্পদে বিপদে ভবে—আমার ভরসা তুমি !

* এই গানটি কিশোর বয়সে ১৮৮৫ সালে লিখিত ।—

(৫)

বেহাগ—আড়া

আঁধার ভুলিতে চাই
আঁধার ভুলিতে গিয়ে—আঁধারে ডুবিয়া যাই
আঁধারের পায় পায়
পরাণ ধাইতে চায়
একটু বহিলে বায়—কে যে আমি ভুলে যাই।
ছেড়েদে ছেড়েদে মোরে
আঁধার আঁধার ওরে—
জীবনের কাজ সেরে রহিল পড়িয়া ;
মায়ার বাঁধন তায়, যখনি ভাঙ্গিতে চাই
বিস্মৃতি সাগরে আমি তখনি ডুবিয়া যাই। *

(৬)

কেন কাঁদ হৃদয় ?

হৃদয় হৃদয় মোর
নাহি কিরে বল তোর
ফিরাইতে এই স্রোতে ?

দুর্ব্বল শিশুর মত
ভাসিবি কি অবিরত
মিছে আশা বুকে করে ?

* লণ্ডনে আইন অধ্যয়নকালে ছাত্রাবস্থায় রচিত। কোন্ দিন এটা লিখেছিলেন সে তারিখ না থাকাতে দিতে পারলাম না। ১৮৯৩ সনে এটা লিখেছিলেন।

মুছে ফেল অশ্রুজল
কাঁদিয়ে বল কি ফল
কাঁদিবি কাহার তরে ?

যার তরে রাখ প্রাণ
সে তোরে দেয় না প্রাণ
কেন প্রাণ কাঁদ তবে ?

সাহসে করিয়া ভর
আনিয়া হৃদয়ে বল
দাও তরী ভাসাইয়া !

যদি বা গরজে ঘন
উঠে ঝড় করে রণ
দেয় তরী ডুবাইয়া—

কি ভয় কি ভয় তোর
ওরে হৃদয় আমার
উঠিবি রে সাঁতারিয়া ! *

(৭)

বাঁশী

এ হেন চাঁদনি রাতে কে যায় বাজায়ে
পরাণ মাতায়ে যায়—ফুটে ফুল রাশি রাশি !
নাহিগো নাহিগো আর
বৃন্দাবন অভিসার
একাকিনী রাধিকার
নয়নের জল ;

* কিশোর বয়সে ১৮৮৫ সনে নভেম্বরে লিখিত।

শ্যামের বাঁশরী আর
বাজে নাক বারবার
উঠে না উজান হায়
যমুনার জল !

(৮)

তবু কেন প্রাণ মম, এমন আকুল হয়
বাঁশরী বাজায়ে গেলে পরাণ মাতিয়া রয় ?
বৃন্দাবন গেছে মরে, বাঁশী কেন আজ জেগে
স্মৃতিটুকু কেন এসে পরাণ মাতায়ে যায় ?

নাহি যদি রাধারাণী নাহি যদি শ্যামরায়
কি কাজ বাঁশরী দিয়ে, কেন বা বাজায়ে যায় ?
বাঁশরী ভাঙ্গিয়ে ফেল, আর বাজাওনা বাঁশী—
পরাণ চমকি উঠে—ফুটে স্মৃতি রাশি রাশি। *

(৯)

বেহাগ—আড়া

আমার ভরসা তুমি
সুখে থাকি দুঃখে থাকি আমার ভরসা তুমি !
বিপদে পড়িলে পরে আমার পরাণ 'পরে
রবে তুমি আলো করে জানি আমি জানি আমি !
সুখে থাকি দুঃখে থাকি আমার ভরসা তুমি !

---

* ১৮৮৫ সালে কিশোর বয়সে বাবার রচিত এ গানটিতে পরবর্ত্তী জীবনে বৈষ্ণবভাবরসে সিক্তিত হবার একটা সূত্র পাওয়া যায়।

তোমারে ধরিয়া রব, আর সব ছেড়ে রব
আঁখি পরে আলো করে রবে তুমি রবে তুমি ;
তব মুখ পানে চেয়ে, রব ওহে এ সংসারে
বিপদে সম্পদে তাই আমার ভরসা তুমি। *

(১৮)

তোমার করুণা বিনা মোরা জানি নাক আর
সংসারে পাঠালে যদি রেখ পদে অনিবার !
শান্তি দিও, প্রীতি দিও, সত্যের আলোক দিও
উষার হৃদয় দিও, বল দিও বার বার !
ক্ষুদ্র এ শিশির বিন্দু, ওগো করুণার সিন্ধু,
সংসার উত্তাপে যেন, নাহি যায় শুখাইয়া,
যে প্রেমে ফুটাও ফুল, বিকাশ তারকাকুল
সে প্রেমে বঞ্চিত কর হৃদয় কুসুম হায়।
জীবন গহন মাঝে, বিপদ আঁধার আছে
সদা ফিরে পাছে পাছে কাঁদে প্রাণ বার বার !
শত বিঘ্ন কেটে যাবে, আঁধার আলোক হবে
তুমি যদি আলো করে থাক হৃদে অনিবার !
আঁধার পিছনে রাখি সম্মুখে আলোক দেখি
তোমার চরণে যেন জীবন কাটে গো তার। †

* ১৮৯২ সালে রচিত। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত এই ভরসা তার অটুট ছিল।

† ছাত্রাবস্থায় লণ্ডনে লিখিত।

(১৩)

কেন এসেছিলে, কেন চলে গেলে
মায়া পাশে বেঁধে প্রাণ !
হিয়ার মাঝারে, কেন দিয়ে গেলে
আকুল তিয়াষ গান !
মুহূর্ত্তের তরে না দেখে তোমারে
আকুল হয়েছি বড় ।
দুর্ব্বল পরাণে সহিব কেমনে
দীরঘ বিরহ ঝড় !
স্নেহমূলে তবে, বাঁধি ভাল করে
আনন্দে পরাণ মোর,
বেঁধে দিলে যদি দেখো নিরবধি
যেন গো ছিঁড়ে না ডোর ।
আকুল পরাণ আকুল নয়ান
আকুল নয়ন বারি !
আকুল বাসনা কেমনে বলনা
সম্বরি কেমন করি !
কাছে ছিলে তাই হেসেছি সদাই
করিয়াছি অভিমান !
দূরে গেছ চলে ভাসি অশ্রুজলে
কি করি বুঝে না প্রাণ । *

* ১৮৯২ সালে লিখিত ।

[১৯১০-১৯১৬ সালে রচিত কয়েকটি গান—
'নারায়ণ' ও বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত]

(১)

মিটাওনা এই পিয়াসা
এই ত আমার মিষ্টি লাগে !
ওগো বিরহী ! চির বিরহী—
এই তৃষা যেন নিত্য জাগে !

মিলন আমি চাইনা যে হে
এই তিয়াসা যেন থাকে
চোখের জলে এত মধু
প্রাণবঁধু হে প্রাণবঁধু
মুছায়োনা চোখের বারি !
নাইবা এলে আঁখির আগে ।
নাইবা হোল মিলন যদি
এই বিরহ নিত্য জাগে *

(২)

মেঘের মাঝে ওই যে ভাসে
নীল সাগরে নীলমণি !
আমার প্রাণের মাঝে কেমন করে
আমি ঝাঁপ দিব তায় এখনি !
ওরে ওই যে ভাসে ওই যে হাসে
নীল সাগরে নীলমণি !

---

* ১৯১৫ সালে ভাগলপুরে এই গীতটি রচিত হয়। সেখানকার লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় এ গানটিতে স্বর সংযোগ করেছিলেন।

এত দিনের সাধের ধন
ওই যে ডাকে ভয় কিরে মন !
ওরে তোরা ধরিস না কেউ
আমি ঝাঁপ দিব আজ এখনি !
ওই যে ডাকে ওই যে হাসে
নীলসাগরের নীলমণি। *

(৩)

নামিয়ে নাও জ্ঞানের বোঝা
সইতে নারি বোঝার ভার !
(আমার) সকল অঙ্গ হাঁপিয়ে উঠে
নয়নে হেরি অন্ধকার !

সেই যে শিরে মোহন চূড়া
সেই তো হাতে মোহন বাঁশী
সেই মূরতি হেরব বলে
পরাণ বড় অভিলাষী !

(একবার) বাঁকা হয়ে দাঁড়াও হে
আলো করি কুঞ্জ দুয়ার
এসো আমার পরশ মাণিক
বেদ-বেদান্তে কাজ কি আর। †

* এ পদটিও ভাগলপুরে রচিত হয় এবং শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এর সুর দেন।

† ১৯১৪ সনে রচিত।

(৪)

দাও দাও প্রাণের নিধি
প্রাণের প্রাণে বেঁধে দাও !
(আমার) সকল অঙ্গ কেঁদে মরে
চোখের কাছে এনে দাও !

আমি সইতে নারি দূর থেকে
চোখের কাছে এনে দাও,
বুকের ধন বুকের মাঝে
বুকের পরে বেঁধে দাও।

ভাবতে গেলে তোমার কথা
সকল অঙ্গ শিহরে !
(আবার) ভুলতে গেলে তোমার কথা
বুকের মাঝে বিহরে।

আমি ভাবতে নারি ভুলতে নারি
তোমার কাছে ডেকে নাও
বুকের ধন বুকের মাঝে
বুকের পরে বেঁধে দাও। *

* ১৯১৪ সনে রচিত। ভাগলপুরে শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এই গীতে স্বর সংযোগ করেন।

(৫)

আজিকে বঁধু থেক না দূরে
গেও না এমন করুণ সুরে !
ঝড়ের মাঝে বাদলা হাওয়ায়
ঝড় উঠিছে পরাণ পুরে !
আজিকে বঁধু থেক না দূরে !
আজি যে তোমার সোহাগ তরে
সকল দেহ উথলে পরে !
আজি যে তোমার পরশ লাগি
ঝর ঝর ঝর নয়ন ঝরে !
আজি যে ঘোর বিরহ বাহি
উঠেছে কত পরাণ পুরে !
আজিকে বঁধু থেক না দূরে। *

(৬)

এই তো সেই তমাল তলে
মোহন মালা দিলে গলে
আদর করে কইলে কথা
ভিজল মালা চোখের জলে !

* ১৯১৪ সনে রচিত এবং ভাগলপুরে শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় এই গানটিরও সুর সংযোগ করেন।

সেইত সেই মাধবী রাতে
জড়িয়ে নিলে বুকের 'পরে
সকল সুখ সকল ব্যথা
গলিয়ে দিলে সোহাগ ভরে !

আজি বঁধু কোথায় তুমি
হা হা করে তমালতল
কোথায় গেল মুখের হাসি
কোথায় গেল চোখের জল !

সকল শুষ্ক মরুভূমি
হা হা করে হৃদয়তল
কেন নিলে প্রাণের হাসি
কেন নিলে চোখের জল ?

(৭)

এস আমার চোখের আলো
এস আমার প্রাণের মণি
এস আমার সাধের স্বপ্ন
এস আমার আশার ধ্বনি !
এত দিনের আশার আশে
নয়ান জলে বয়ান ভাসে !

---

* ১৯১৩ সনে রচিত। সুর—শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ভাগলপুর।

এস আমার সাধের স্বপ্ন
এস আমার হৃদয়-মণি !
এস আমার সুখের সাগর
এস আমার দুঃখের খনি ! *

(৮)

এই যে ছিল কোথায় গেল
কেন আমায় জাগাইলি !
এমন মধুর বঁধুর ঘুম
কেন সে ঘুম ভাঙ্গাইলি ?
অচেতনে ছিলেম ভাল
বুকে করে বুকের আলো ;
কেন তোরা এমন করে
প্রাণের আলো নিবাইলি ?
সেই যে তারে পেয়েছিলাম
প্রাণের মাঝে ছুঁয়েছিলাম !
কেন চেতন বেদন দিয়ে
প্রাণের ব্যথা বাড়াইলি ?
সেই যে আমার বুকের মাঝে
বরণ করা বনমালী !—
স্বপন যদি দেখেছিলাম
কেন স্বপন ভাঙ্গাইলি ? †

---

* কোন তারিখ নেই—১৯১০-১৯১৬ সনের মধ্যে লিখিত।

† ১৯১৪ সনে লিখিত। এ গানেরও সুর দিয়েছিলেন ভাগলপুরের শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

(৯)

একি বেদনার বাস পরালে আমায়!

একি জ্বালা জ্বেলে দিলে হিয়ায় হিয়ায়!

ওগো নিদয়! ওগো নিঠুর!

ওগো মোহন! ওগো মধুর!

একি দুঃখ একি ব্যথা প্রাণে গরজায়!

হয় দাও দাও দাও, দাও প্রাণ ভরে

নয় লও, লও লও, সব শূন্য করে;

প্রাণ যে দেখিতে নারি এত যাতনায়

এই ঘোর জ্বালাভরা আশা নিরাশায়!

ওগো নিদয়! ওগো নিঠুর!

ওগো মোহন! ওগো মধুর!

কাতরে ডাকিছি আজ প্রাণের জ্বালায়! *

(১০)

এ যে আমার ফুলের হার

এ যে আমার কাঁটার মালা!

এ যে সকল মধুর মিঠে

এ যে আমার বিষের জ্বালা!

* ১৯১০ সালে রচিত।

দিয়েছ যা কিছু, নিতে যে হবে
যত না সুখ যত না জ্বালা !
ওই দেখ তব চরণ মূলে
দিয়েছি ভরে আজ কিসের ডালা। *

(১১)

ওগো হৃদয় রতন ! ওগো মনেরি মতন !
কি দিয়ে পূজিব আজি সাজাব চরণ ?
তুমি যে আসিবে আমি বুঝিতে পারিনি
আমি যে রাখিনি ডালা সাজায়ে !
কি গান গাহিব আজি ! কি শুনিবে বল ?
কাঁপে তনু থরথর হৃদয় উছল
পরাণ বীণার তার সবি ছিঁড়ে গেছে
সে তারে কি সুর দিব বাজায়ে !
কেমনে গাঁথিব মালা, কোথা পাব ফুল (গো)
আমি যে জীবন ভরে করিয়াছি ভুল !
আমি যে রেখেছি শুধু যাতনা কুসুম (গো)
হৃদয় মন্দির মাঝে কুড়ায়ে ! †

* ১৯১০ সালে রচিত।   † ১৯[illegible]২ সনে রচিত